# NITISARA

BY

# KAMANDAKA.

## TRANSLATED

BY


## GANAPATI SARKAR, VIDYARATNA.

Author of "Jyotish-Yoga-Tatwa" etc., Editor "Kayastha Patrika," Member, Royal Asiatic Society; Asiatic Society of Bengal; Behar and Orissa Research Society; Life member of Sanskrit Sahitya Parishat, Late Assistant Secretary of Bangiya Sahitya Parishat, Late Joint Secretary of Bangadasiya Kayastha Sava etc. etc.



PUBLISHED BY

NRIPENDRA KUMAR BASU B.SC.O., M.R.A.S.

Nirmala Sahitya Asram—102A, Beliaghata Main Road.

B.S. 1331 Saka. 1846 A.D. 1924.




[ Price Re 1 only.

[ সরকার গ্রন্থমালা ১০ম সংখ্যা ]

প্রধান প্রাপ্তিস্থান :—

নির্ম্মলা সাহিত্যাশ্রম

১০২।এ, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা।

দি ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

প্রিণ্টার—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় :

৩৪৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

# কামন্দকীয় নীতিসার

শ্রীগণপতি সরকার

কৃত অনুবাদ

প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু বি, এস, সি, ও

এম, আর, এ, এস,

আশ্বিন, ১৩৩১ সাল

মূল্য এক টাকা মাত্র।

# ভ্রম সংশোধন।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পংক্তি | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| চপল। জীবনকে | চপল জীবনকে | ১০ | ১৯ |
| মিত্রকে | মিত্রের | ৭ | ২১ |
| বান্ধবগণকে | বান্ধবগণের | | |
| স্ত্রীকে | স্ত্রীর | ৮ | ২১ |
| ভৃত্যগণকে | ভৃত্যগণের | | |
| নিকট | নিকট এই ব্যবহার | ৪ | ২৯ |
| মন্ত্রনা | মন্ত্রণা | ২৫ | ৩২ |
| কি | কিন্তু | ১৬ | ৪৯ |
| মণ্ডল শোধন | মণ্ডল চরিত | ২৪ | ৫৭ |
| সান্ধি | সন্ধিমধ্যে | ২৬ | ৬২ |
| দানযোগ | দানযোগ্য | ১০ | ৯৫ |
| অর্থরও | অর্থেরও | ২৪ | ১০৪ |
| শাস্ত্রাজ্ঞান সম্পন্ন | শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন | ৭ | ১০৬ |

# সূচীপত্র

# মুখবন্ধ।

শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, দেশ তখনই সুস্থ সবল সুশীল সুসভ্য ও স্বাধীন হয় যখন দেশে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সমান ভাবে চলিতে থাকে। আমাদের দেশের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই অনুভব হয় যে ভারতবর্ষ তখনই স্বাধীন ও সুখ-সমৃদ্ধিশালী ছিল যখন ভারতে ঐ দুই শিক্ষা প্রবল ছিল। এই শিক্ষা প্রভাবে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ হয় এবং ধর্ম্মে নিষ্ঠা হয়; দেশ সত্য বুঝিতে, সত্যের আদর করিতে, গুণের সম্মান করিতে শিখে; লোক স্বধর্ম্মপরায়ণ স্বজাতিপ্রেমিক এবং আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন হয়, আর দেশ ও ধর্ম্মের জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে। আজ আমরা পরাজিত কেন? আজ দেশ দেশ করিয়া এত আন্দোলন করিয়াও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না কেন? তাহার মূলে ঐ কথা—আমাদের মধ্যে নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব ঘটিয়াছে। ঐ দুয়ের অভাবেই আমরা দেশ ও স্বাধীনতা হারাইয়াছি। এখন ঐ দুইটি আয়ত্ব করিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না, কোন আন্দোলন স্থিরতালাভ করিতেছে না। ধর্ম্ম নিষ্ঠা দেয় এবং নীতি কার্য্যকুশলতা ও দূরদৃষ্টি প্রদান করে। সুতরাং ঐ দুইটির যুগপৎ সাধনা নিতান্ত আবশ্যক। কেবল ইহার একটি অবলম্বন করিলে সুফল ফলিবে না; একাঙ্গপুষ্টের কার্য্যকারিত্ব কোথায়? উন্নতি কামনা করিলে ধর্ম্ম ও নীতি এই উভয়েরই সমানভাবে সেবা করা প্রয়োজন। ভারতে প্রাচীন সমৃদ্ধি আনিতে হইলে ভারতকে ধর্ম্মবলে ও নীতিবলে বলীয়ান্ হইতেই হইবে।

নীতিশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, দেশকে স্বাধীন সুসমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খলায় রাখা। হঠাৎ কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে না দেওয়া বা হঠাৎ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে না

দেওয়া, ইহাই নীতির প্রধান কার্য্য। সাম দান ভেদ ও দণ্ডকে উপযুক্ত ভাবে পরিচালনা করিবার রীতি নির্দ্দেশ করাই নীতিশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কোন নীতি কি ভাবে, কোন স্থানে, কি উদ্দেশে, কাহার দ্বারা, কাহার উপর প্রয়োগ করিতে হইবে এবং কোন সময় কোন নীতি অবলম্বন করিতে হইবে ইহাই নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেয়। দেশকে সুশাসনে রাখিয়া দেশের সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করাই নীতির কার্য্য।

এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি দেশের কিছুমাত্র কল্যাণ হয়, এই আশায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র প্রচারের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আর দেশভাষায় শিক্ষা না হইলে শিক্ষা শিক্ষাই হয় না, এমন কি শিক্ষা একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, ইহা অনুধাবন করিয়া নীতিশাস্ত্র-গুলির বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই কার্য্য অত্যন্ত সুকঠিন, প্রচুর ব্যয়সাধ্য এবং আমি ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ইহা জানিয়াও ক্ষুদ্র শক্তিতে দেশমাতৃকার সেবায় যোগদান করিবার জন্য এই কামন্দকীয়-নীতিসারখানির অনুবাদ আমার দেশবাসীর গোচরে আনিলাম।

বর্ত্তমানে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতিসার ও কামন্দকীয়-নীতিসার এই তিন খানি শ্রেষ্ঠ নীতিগ্রন্থ দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে এই কামন্দক পণ্ডিত প্রণীত নীতিসার খানি অন্য দুই খানি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও অল্পের মধ্যে বেশ উপযোগী। অন্যান্য নীতিশাস্ত্রে রাজনীতি ব্যতীত অন্যান্য অনেক কথাই রহিয়াছে, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এইটুকু যে ইহাতে কেবল রাজনীতির কথাই আছে; আর ইহা একরূপ অর্থশাস্ত্র অবলম্বনে লেখা; সুতরাং যাঁহারা কৌটিল্যের নীতিশাস্ত্র বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদের ইহা খুব উপকারে আসিবে। এই খানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শুক্রনীতি ও চাণক্যনীতি আয়ত্ত করা সহজ হইবে, এই ভাবিয়া সর্ব্ব প্রথমে এইখানির মুদ্রণ করিলাম। দেশের লোক চাহিলে শুক্রনীতি এবং অর্থনীতিও এইরূপে প্রকাশের চেষ্টা করিব।

কামন্দকীয়-নীতিসারের তিনটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে। তিনটিই সংস্কৃত-ভাষায়; দুই খানি বাঙ্গালা দেশ হইতে ও একখানি ত্রিবাঙ্কুর হইতে প্রকাশিত। 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' হইতে উপাধ্যায়নিরপেক্ষানুসারিণী টীকার সহিত ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সংস্করণ ও ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণ—এই দুই খানি, এবং জয়মঙ্গলা টীকার সহিত ত্রিবাঙ্কুর হইতে শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রীর সংস্করণ। এই তিনখানির মধ্যে ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ খানি কেবল মূল মাত্র; পুস্তকের মধ্যে যে কলিকাতা সংস্করণের নাম উল্লেখ আছে, তাহা এই সংস্করণ বুঝিতে হইবে। এই সংস্করণে উনিশটি সর্গ আর ত্রিবাঙ্কুর সংস্করণে বিশটি সর্গ দেখা যায়; কিন্তু উনিশ বা বিশ সর্গে কোন প্রভেদ নাই। কলিকাতা সংস্করণের একাদশ সর্গকে ভাঙ্গিয়া ত্রিবাঙ্কুর সংস্করণে দুইটি সর্গ করায় একটি সর্গ বাড়িয়া গিয়াছে। তবে এখানে অনেকগুলি অতিরিক্ত শ্লোক ত্রিবাঙ্কুর সংস্করণে আছে যাহা কলিকাতা সংস্করণে নাই। ইহা ব্যতীত অনেক স্থানে উভয় সংস্করণে কোথাও শ্লোকের কম বেশী হইয়াছে এবং পাঠ লইয়াও প্রভেদ ঘটিয়াছে, সেগুলি পুস্তক মধ্যে সেই সেই স্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। আর উল্লেখিত টীকাকার ও ব্যাখ্যাকার বলিতে জয়মঙ্গলা টীকাকার বুঝিতে হইবে। প্রথমে ইচ্ছা ছিল যে কলিকাতা সংস্করণ অনুসারেই এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে হইবে। তদনুসারে দশম-সর্গ পর্য্যন্ত সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হয়; কিন্তু একাদশ-সর্গ হইতে সর্গ ও শ্লোকের গোলযোগ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অশুদ্ধতার জন্য বাধ্য হইয়া এই একাদশ-সর্গ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কুর সংস্করণ অনুসরণ করিতে হইয়াছে।

দেশ পরাধীন হওয়ায়, যুদ্ধবিদ্যার চর্চ্চা আমাদের মধ্যে লোপ পাইয়াছে; সুতরাং ব্যূহ সমাবেশ সকলে সহজে বুঝিতে না পারিতে পারেন, এই আশঙ্কায় পরিশিষ্টে ব্যূহের চিত্র দেওয়া হইল।

এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের অনুবাদে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ

তপস্বী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। আর সাহায্য পাইয়াছি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়ের—তিনি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতে প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহার এইরূপ সাহায্য না পাইলে আমি একার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। এজন্য আমি এই উভয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার বলিবার কিছুই নাই। নীতিশাস্ত্র আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এ অবস্থায় অনুবাদে যদি কোথাও কিছু ত্রুটি থাকে তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দেখাইয়া দিলে নিতান্ত বাধিত হইব।

৬৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড,
কলিকাতা। আশ্বিন ১৩৩১ সাল

শ্রীগণপতি সরকার।

# কামন্দকীয় নীতিসার।

## প্রথম সর্গ।

### ইন্দ্রিয় বিজয়।

যাহার প্রতাপে জগৎ সনাতন ধর্ম্মপথে অবস্থান করিয়া থাকে, সেই শ্রীমান্—ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, দণ্ডধারী ভূপতির জয় হউক। ইহার তাৎপর্য্য এই, —অষ্টদিক্‌পালের অংশে অবতীর্ণ প্রজাপালক রাজা শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন না করিলে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন না করিলে—রাজ্য মধ্যে ভীষণ অরাজকতা এবং প্রবল অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা ঘটিত; সনাতনধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইত; ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান লোপ পাইত; নিরীহ প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ সর্ব্বদাই আতঙ্কে পূর্ণ থাকিত; এই কারণে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাপালক দণ্ডধর রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ রাজদণ্ডের ভয়ে কেহই উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইতে পারে না। এইরূপ প্রতাপশালী, ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং দণ্ডধর ভূপতির সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ কামনা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত ॥১॥

ঋষিগণের বিশালবংশের ন্যায় প্রচুরতর অপ্রতিগ্রাহকদিগের বংশে যিনি ভূতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যিনি অগ্নিতুল্য তেজস্বী, বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য, যিনি বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সকল বিষয়ে সুনিপুণ এবং যিনি চারিখানি বেদকে একখানি বেদের ন্যায় অনায়াসে ও সহজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন,

সেইরূপ বজ্রানলতুল্য তেজঃসম্পন্ন যাহার অভিচার—(মারণ উচ্চাটনাদি) রূপ বজ্র উত্তম উৎসবক্রিয়াসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যশালী নন্দরূপ পর্ব্বত সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিল; যিনি শক্তিদ্বারা শক্তিধর কার্ত্তিকেয়ের তুল্য এবং একাকী বা অসহায় হইয়া মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে নৃপশ্রেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্তের নিমিত্ত মেদিনী আহরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের রাজা করিয়াছিলেন; আর যিনি ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র হইতে নীতিশাস্ত্ররূপ অমৃত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমি সেই বিধাতার তুল্য অতুলশক্তিশালী সুধীবর বিষ্ণুগুপ্তকে (চাণক্যকে) নমস্কার করি ॥২—৬॥

সমস্ত বিদ্যার পারদর্শী মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মার সুদৃষ্টিতে পতিত হইয়া, রাজনীতিশাস্ত্রের জটিলতা ও অপ্রিয়তা দূরীভূত হইয়া, অর্থবিশিষ্ট অথচ একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ॥৭॥

কিরূপে বিপক্ষবর্গ বিদলিত করিয়া পৃথিবী জয় করিতে হয় এবং কিরূপেই বা জয়লব্ধ-পৃথিবীর পালন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতানুসারেই সংক্ষেপে রাজনীতির বিষয় প্রকাশ করিব ॥৮॥

পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সমুদ্রের যেরূপ জলস্ফীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণের নয়নাভিরাম ভূপতিও এই জগতের বৃদ্ধির বা অভ্যুদয়ের কারণ হন, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণের অভিমত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করেন বলিয়া জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না, তাহাতে প্রজাবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হয় ॥৯॥ যদি নরপতি সম্পূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে প্রজাবর্গ সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় এই সংসারে রক্ষকবিহীন হইয়া পদে পদে বিপদাপন্ন হইত ॥১০॥ যে ভূপতি রাজধর্ম্মে তৎপর, যে রাজা সম্যকরূপে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট এবং যে নৃপতি অসীম শৌর্য্যবীর্য্য-

প্রভাবে শত্রুগণের নগর জয় করিয়া থাকেন, সেই বিক্রমশালী বিপক্ষবিজয়ী রাজাকে প্রজাকুল প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় বিবেচনা করিবে। ফলতঃ বিধাতা যেমন প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মানুসারে তাহাদের পালন করেন, সেইরূপ রাজাও প্রজাগণের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় প্রজাপতির তুল্য লক্ষিত হন॥১১॥

রক্ষাকার্য্য রাজার আয়ত্তাধীন। বার্ত্তা (কৃষি প্রভৃতি) রক্ষাকেই অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকে। এই বার্ত্তার বিচ্ছেদ ঘটিলে প্রজা গণ শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে বটে কিন্তু জীবিত থাকে না অর্থাৎ বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও রক্ষা পায় না। ১১ক॥ পর্জ্জন্য অর্থাৎ বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় রাজা প্রাণিবর্গের প্রাণধারণের একমাত্র সহায়। পর্জ্জন্য বিকল হইলেও লোক বাঁচে কিন্তু রাজা না থাকিলে প্রজা বাঁচে না ॥১১খ॥* রাজা সম্যকরূপে প্রজাদিগককে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই প্রজাকুল রক্ষাগুণে বশীভূত ও কৃতজ্ঞ হইয়া ভূমিপতিকে করদানে এবং অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাসূচক সম্মানদানে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই রক্ষণ ও বর্দ্ধনের মধ্যে বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষণকার্য্য অধিকতর মঙ্গলজনক। কারণ, রক্ষার অভাব হইলে অর্থাৎ রাজা প্রজারক্ষা না করিলে সদ্বস্তুও অসদ্বস্তু হইয়া থাকে, মঙ্গলও অমঙ্গলরূপে পরিণত হয়, ফলতঃ বিদ্যমান বস্তুও রক্ষণাভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়॥১২॥

ন্যায়পরায়ণ রাজা নীতিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে এবং প্রজাদিগকেও ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গদ্বারা সংযোজিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ নীতিপরায়ণ রাজাই ত্রিবর্গসাধন করিতে সমর্থ; এবং ত্রিবর্গসাধনক্ষম ভূপতির পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গও ত্রিবর্গসাধন করিতে পারে; কিন্তু রাজা নীতিপথে প্রবৃত্ত না হইলে—রাজা অন্যায়াচরণ-পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিলে, আপনাকে এবং প্রজাদিগকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট

* ১১ক ও ১১খ শ্লোক দুইটি ট্রিভান্দ্রম সংস্করণে অতিরিক্ত আছে

করেন। নীতিগ্রহণই মঙ্গলের আলয় এবং নীতিবর্জ্জনই ধ্বংসের মূল বলিয়া পরিগণিত ॥১৩॥ যবন নামে এক ভূপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া দীর্ঘকাল পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন এবং নহুষ রাজা অধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপতিত হন ॥১৪॥ অতএব পৃথিবীপতি ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থসাধনের নিমিত্ত যত্নপ্রকাশ করিবেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা রাজার রাজ্যের বৃদ্ধি হয় এবং রাজলক্ষ্মী ধর্ম্মেরই সুস্বাদু ফল। ফলতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে রাজা কখনও ঐশ্বর্য্যফললাভে সমর্থ হন না ॥১৫॥

রাজা, মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, ধন, সৈন্য এবং সুহৃৎ ( মিত্রস্বরূপ সামন্ত নৃপগণ )—এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য। সত্ত্ব-বুদ্ধিকে ( উৎসাহ যুক্ত বুদ্ধিকে ) অবলম্বন করিয়া এই রাজ্যের স্থিতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে স্থানে সত্ত্বের ( উৎসাহের ) অধিষ্ঠান, সেই স্থানেই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে ॥১৬॥

রাজা বুদ্ধিবলে নীতিপথ অবগত হইয়া প্রবল সত্ত্ব ( ধৈর্য্য ) অবলম্বন পূর্ব্বক অথবা মহৎ উৎসাহ অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বদাই আলস্য পরিহার-পূর্ব্বক উদ্যমের সহিত জাগরূক থাকিয়া, এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। [ রাজাদের তিনটি শক্তি আছে। প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং উৎসাহশক্তি। মন্ত্রশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কিন্তু মন্ত্রশক্তিসত্ত্বেও অনেক সময়ে উৎসাহশক্তির অভাবে রাজ্যের ধ্বংস হইয়া থাকে। উৎসাহসম্পন্ন ভূপতি কখনও অবসন্ন ও বিষণ্ণ হন না। আলস্য থাকিলে উৎসাহ থাকে না। আলস্য উৎসাহের মহান্ অন্তরায়। পক্ষান্তরে উৎসাহ ও আলস্যের পরম শত্রু। উৎসাহশীল ভূপতির সপ্তাঙ্গ রাজ্যলাভ করিতে কোনই ক্লেশ পাইতে হয় না ] ॥১৭॥

ন্যায়দ্বারা বা নীতিপথের অনুসরণ করিয়া অর্থের উপার্জ্জন ; ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত অর্থের রক্ষণ ; ন্যায়পূর্ব্বক অর্জ্জিত ও রক্ষিত অর্থের বর্দ্ধন এবং

বর্দ্ধিত অর্থ সৎপাত্রে—শ্রোত্রিয়াদি ব্রহ্মনিষ্ঠ উপযুক্ত ব্রাহ্মণাদিপাত্রে—দান; এই চারিপ্রকার রাজার বৃত্ত বা ব্যবহারকার্য্য। অর্থব্যবহার সম্বন্ধে রাজার এই চারি প্রকার প্রধান কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য ॥১৮॥ নীতিকুশল, বিক্রমশালী, সতত উদ্যমশীল ভূপাল ঐশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা করিবেন। [নীতি, বিক্রম ও উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া সম্পদের চিন্তা করিলে কোন ফলই হয় না। ঐশ্বর্য্যের মূলে নীতি প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক।] নীতির মূল বিনয়। বিনয় যে কি, তাহা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারা যায় ॥১৯॥

[মানবশরীরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের দৌরাত্ম্যে এবং আধিপত্যে মানব পশুপ্রকৃতি হইয়া থাকে। এই সকল দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করা আবশ্যক।] এই প্রবল ইন্দ্রিয়গণের জয়কেই বিনয় বলে। [ইন্দ্রিয়জয় না হইলে বিনয় আসিতে পারে না।] সেই বিনয়যুক্ত মানব শাস্ত্রজ্ঞান (শাস্ত্রমর্ম্ম) লাভ করিতে সমর্থ। বিনয়ী না হইলে গুরূপদিষ্ট-শাস্ত্রের অর্থ অবগত হওয়া যায় না। বিনয়ীর নির্ম্মল অন্তঃকরণদর্পণে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়জয়, শাস্ত্রজ্ঞান এবং শাস্ত্রের অর্থের প্রকাশ, এই সকল বিষয়ের মূলীভূত কারণ—একমাত্র বিনয় ॥২০॥

শাস্ত্র শব্দে শাস্ত্রপাঠও শাস্ত্রজ্ঞান; প্রজ্ঞা শব্দে বুদ্ধিশক্তি; ধৃতি শব্দে ধৈর্য্য বা সন্তোষ; প্রগল্‌ভতা শব্দে নির্ভীকতা; ধারয়িষ্ণুতা শব্দে ধারণশীলতা; উৎসাহ শব্দে উদ্যম; বাগ্মিতা শব্দে বক্তৃতাশক্তি; দার্ঢ্য শব্দে মনের দৃঢ়তা; আপৎক্লেশসহিষ্ণুতাশব্দে বিপদ্‌কালে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা; প্রভাব শব্দে তেজ; শুচিতা শব্দে পবিত্রতা; মৈত্রী শব্দে সকল জীবে মিত্রভাব; ত্যাগ শব্দে দান; সত্য শব্দে যথার্থ-কথন; কৃতজ্ঞতা শব্দে পরের উপকার স্মরণ; কুল শব্দে সদ্বংশ; শীল শব্দে সৎস্বভাব এবং দম শব্দে বাহেন্দ্রিয়দমন—কেহ কেহ মনের দমনকেও দম বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র হইতে দম পর্য্যন্ত—এই উনিশটি গুণকে

সম্পত্তির কারণ বলা হইয়াছে। ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানাদি থাকিলেই মানব ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥২১—২২॥

ভূপতি সর্ব্বাগ্রে নিজে বিনীত হইবেন। আপনাকে বিনয়যুক্ত করিবার পর অমাত্যদিগকে বিনয়সম্পন্ন করিবেন; তৎপরে ভৃত্য-দিগকে বিনয়োপপন্ন করিবেন; অনন্তর আপনার তনয়দিগকে বিনীত করিবেন এবং শেষে প্রজাদিগকে বিনয়ান্বিত করিবেন। [রাজা স্বয়ং বিনীত না হইয়া অপরকে বিনীত করিবার চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা ফলবতী হয় না। যাহার যে গুণ নাই, তিনি সেই গুণে অপরকে বিভূষিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলে অথবা উপদেশ দিলে অবশ্যই তিনি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হন] ॥২৩॥

যাঁহার প্রজাবর্গ সর্ব্বদা অনুরক্ত, যিনি প্রজাপালনে আসক্ত এবং স্বয়ং বিনীত, সেই ভূপতিই বহুতর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সর্ব্বদা প্রজাপুঞ্জের আনুরক্তি, প্রজাপালনে আসক্তি এবং নিজের বিনয়,—এই তিনটি ঐশ্বর্য্যভোগের কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২৪॥

হস্তী যেমন অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকে এবং সেই প্রবল হস্তীকে নিগৃহীত করিতে পারা যায় না, সেইরূপ নেত্রকর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপ মত্ত-মাতঙ্গ বিস্তীর্ণ—রূপ-রসাদি স্বরূপ ভীষণ বিষয়ারণ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, এই প্রবল ইন্দ্রিয়-হস্তী সর্ব্বদাই অনিষ্টসাধন করিতেছে, কেহ ইহাকে নিগ্রহ করিতে পারে না। রাজা এইরূপ বিষয়বনে বিচরণ-কারী প্রমাথী বা অনিষ্টকারী ইন্দ্রিয়রূপ-বন্য-মত্তদন্তীকে জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ-দ্বারা বশীভূত করিবেন। যেরূপ অঙ্কুশদ্বারা হস্তী বশীভূত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানদ্বারা প্রবল ইন্দ্রিয় দমন হয় ॥২৫॥

প্রথমে আত্মা বা জীবাত্মা শব্দস্পর্শাদিরূপ বিষয়ভোগ করিবার জন্য সযত্নে অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। এই আত্মা ও মনের সংযোগেই মানবের শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে ॥২৬॥ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,

এই পাঁচটি বিষয়, আমিষ বা লোভনীয় বস্তুর তুল্য। এই বিষয়রূপ আমিষের লোভে মন ইন্দ্রিয়দিগকে চালনা করে। কর্ণ শব্দ, ত্বক্ স্পর্শ, নেত্র রূপ, জিহ্বা রস এবং নাসিকা গন্ধকে গ্রহণ করিবার জন্য দিবারাত্র ধাবমান হইতেছে। এই বিষয়গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণের বিরাম নাই। এই দুর্দ্দম-ইন্দ্রিয়দিগকে যত্নপূর্ব্বক নিরোধ বা দমন করিবে। ঐ ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিতে পারিলে মানব জিতেন্দ্রিয় হয় ॥২৭॥ বিজ্ঞান, হৃদয়, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি—ইহারা এক পর্য্যায়বাচক শব্দ; ইহারা সকলেই সমান। এই জগতে আত্মা এই বিজ্ঞানাদিদ্বারা জীবকে কার্য্যে লওয়াইয়া থাকে। জীবের এইরূপে কার্য্যে প্রবৃত্তি এবং কার্য্যে নিবৃত্তি অহরহঃ সম্পাদিত হইতেছে ॥২৮॥

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং তদ্রূপ প্রযত্ন, জ্ঞান ও সংস্কার,—এইগুলি আত্মচিহ্ন। এই সকল চিহ্ন দ্বারা আত্মনিরূপণ হয় ॥২৯॥ জ্ঞানের অযৌগপদ্য অর্থাৎ ক্রমবিকাশ, মনের লিঙ্গ বা চিহ্ন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এককালে সকল বস্তুর জ্ঞান হয় না; ঘটজ্ঞান কালে পটজ্ঞানের উদয় হয় না। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপ জ্ঞানের এককালীন উদয় না হওয়াই মনের চিহ্ন অর্থাৎ জ্ঞানের এইরূপ অযৌগপদ্য দেখিয়া পণ্ডিতগণ মন নিরূপণ করেন। এবং নানাবিধ কার্য্যে বা নানাবিধ-বিষয়ে মনের যে সঙ্কল্প, তাহাকেই মনের কর্ম্ম বলা হইয়াছে ॥৩০॥

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা লইয়া পাঁচ;—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। পায়ু (গুহ্যদ্বার), উপস্থ ( লিঙ্গ ), হস্ত, পাদ এবং বাক্য—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। এইরূপে দশটি ইন্দ্রিয় হইল ॥৩১॥ কর্ণের শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস এবং নাসিকার গন্ধ গ্রহণ, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। পায়ুর উৎসর্গ বা মলনিঃসরণক্রিয়া, উপস্থের ( লিঙ্গের ) আনন্দ-

ক্রিয়া, হস্তের আদান বা গ্রহণক্রিয়া, পাদের গতি বা গমনক্রিয়া এবং বাক্যের আলাপ বা কথনক্রিয়া; ইন্দ্রিয়বর্গের যথাক্রমে ক্রিয়াসকল হয় ॥৩২॥

আত্মজ্ঞ ও মনস্তত্ত্ববিৎ মনীষিগণ, আত্মা এবং মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া থাকেন। এই আত্মা (জীবাত্মা) এবং মন উভয়ের যত্ন হইতে সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। ফলতঃ আত্ম-মনের প্রযত্ন বা চেষ্টার নামই সঙ্কল্প। এই উভয়ের চেষ্টা না হইলে সঙ্কল্প হইতে পারে না ॥৩৩॥ আত্মা (শরীর), বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং শব্দাদি বিষয়সমূহই বাহ্যেন্দ্রিয়। সঙ্কল্প এবং অধ্যবসায়দ্বারা এই বাহ্যেন্দ্রিয়ের সিদ্ধি নির্ণীত হয় ॥৩৪॥ বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় এই দুইটি বাহ্যিক ও আন্তরিক যত্নের কারণ বলিয়া জানিবে। অতএব প্রবৃত্তির নিরোধ করিয়া অর্থাৎ এই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি-দমন করিয়া, মনের লয় চিন্তা করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রবৃত্তিই মনের কার্য্য, প্রবৃত্তি থাকিলেই মনের অস্তিত্ব থাকে; প্রবৃত্তির নিরোধ করিলে মনের অস্তিত্ব থাকে না। প্রবৃত্তিশূন্য-মন মনই নহে, তখন মনের লয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥৩৫॥

এইরূপে নীতি এবং অপনীতি বা অনীতিবেত্তা ভূপতি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আপনি আত্মসংযম করিয়া, আপনার হিতানুষ্ঠান করিবেন। —অর্থাৎ আত্মদমন ব্যতিরেকে আত্মহিত হইতে পারে না ॥৩৬॥ যে রাজা নিজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র মনেরই দমনে অসমর্থ, তিনি কিরূপে সাগরমেখলা-পরিবেষ্টিতা এই বিস্তীর্ণা বসুন্ধরা জয় করিতে সমর্থ হইবেন? ॥৩৭॥ চিত্ত অপহরণকারী শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকল ভোগাবসানে বিরস হয়। বিষয়সেবী রাজা হস্তীর ন্যায় হৃদয়ে খেদপ্রাপ্ত হইয়া পরিণামে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন ॥৩৮॥ যে ভূপতি নীতিবিরুদ্ধ সমস্ত অকার্য্যে আসক্ত, শব্দস্পর্শাদি বিষয় দ্বারা যাহার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সেই অকার্য্যপরায়ণ বিষয়ান্ধ রাজা, নিজেই অতি ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হন ॥৩৯॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,—এই পাঁচটি বিষয়। এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এক একটি বিষয়ই বিনাশসাধনে সমর্থ। কেবল শব্দ, কি কেবল স্পর্শ, কেবল রূপ, কেবল রস, অথবা কেবল গন্ধ, মানবকে প্রলুব্ধ করিয়া বিনাশ করে। অতএব যদি পাঁচটি বিষয় একত্র মিলিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তখন কিরূপ যে অনিষ্ট ও বিপদ্ ঘটে, তাহা কল্পনারও অতীত—চিন্তারও অতীত ॥৪০॥

প্রথমে শব্দের বিষয় কথিত হইতেছে। হরিণ পবিত্র ঘাসের অঙ্কুর ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং সে অতি দূর দেশে বিচরণ করিতে সমর্থ; সুতরাং তাহার প্রাণবধের আশঙ্কাও সামান্য; তথাপি সে ব্যাধের বংশীধ্বনি শুনিলে উহার লোভে নিজের মৃত্যু খুঁজিয়া লয়। অর্থাৎ বাঁশার রবে মুগ্ধ মৃগকে ব্যাধ অনায়াসেই বধ করে। ইহাই শব্দ-বিষয় সেবনের পরিণাম ॥৪১॥ পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘাকার অবলীলাক্রমে বৃক্ষ উৎপাটনে সমর্থ হস্তীও (মানুষের শিক্ষিত মোহিনী) হস্তিনীর স্পর্শ-মোহে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ইহাই স্পর্শ-বিষয়ের সামর্থ্য ॥৪২॥ স্নিগ্ধ দীপশিখার আলোক দর্শনে মোহিত পতঙ্গ অগ্নিশিখায় নিঃসন্দেহে সহসা পতিত হয় ও মরিয়া যায়। ইহা রূপবিষয়ের শক্তি ॥৪৩॥ মৎস্য যেখানে থাকে, সেখানে কাহারও চক্ষু যায় না; এই মৎস্য অগাধ জলে বিচরণ করে, দৃষ্টির অগোচরে থাকিলেও অতল-স্পর্শ সলিলে সঞ্চরণ করিলেও এই মূঢ়মতি মীন মৃত্যুর জন্য টোপযুক্ত বঁড়শী আস্বাদন করে, ইহাই রসবিষয়ের সামর্থ্য ॥৪৪॥ মত্ত হস্তীর মাথা ও শুঁড় হইতে যে জল পড়ে, তাহার নাম দান; উহাতে মদের ন্যায় উৎকট গন্ধ আছে। হস্তী দানবারি নিঃসরণ কালে দুইটি কাণ চালিতে থাকে, তাহাতে ঝল্‌ঝল্ শব্দ উঠে। মধুকর ঐ মদ-জলের গন্ধে লুব্ধ হইয়া উহার পানেচ্ছায় অসুখ-সঞ্চরণ-যোগ্য গজকর্ণের ঝল্‌ঝল্ শব্দের নিকট যাইয়া শেষে কাণের ঝাপটে মারা যায়। ইহাই গন্ধ বিষয়ের পরিণাম ॥৪৫॥ শব্দ প্রভৃতি এক একটি বিষয় বিষতুল্য। বিষতুল্য এক একটি বিষয়

জীবের প্রাণবধ করে। যে ব্যক্তি এককালে বিষতুল্য পাঁচটি বিষয়ের সেবা করে, সে লোকের কিরূপে মঙ্গল হইবে? ॥৪৬॥

জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিয়া যথাকালে শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সমুদায়ের সেবন করিতে হইবে। কারণ বিষয়-সেবার ফলই সুখ। বিষয় ভোগ না করিয়া সুখের নিরাকরণ করিলে, সমস্ত ঐশ্বর্য্যই বৃথা হয়। সুখফলপ্রসূ বিষয় সেবনেরও কাল আছে; যখন তখন বিষয়-সেবন সুখ-প্রদ নয় ॥৪৭॥ যৌবনে বিষয়-ভোগের সুবিধা না হওয়ায় অতৃপ্ত ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায় নারী-মুখদর্শনে অত্যন্ত আসক্ত চিত্ত হয়, কিন্তু ভোগ-সামর্থ্যের অভাবে দুঃখে চক্ষু দুইটি জলে ভাসিয়া যায়, এখন ঐশ্বর্য্য বিড়ম্বনা মাত্র। মনে হয় যৌবনের সহিত ঐশ্বর্য্য বৃথাই চলিয়া গিয়াছে ॥৪৮॥ ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থাৎ ধার্ম্মিক পুরুষের অর্থ লাভ অবশ্যম্ভাবী। অর্থ হইতে কাম, অর্থাৎ অর্থ দ্বারা কাম্যবস্তু লাভ হয়। কাম হইতে সুখরূপ ফলের উদয় হয়; কামনাপূর্ণ হইলে অন্তঃকরণে সুখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি যুক্তিসহকারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সেবা না করে অর্থাৎ বিপরীতভাবে বা অসময়ে ইহাদের সেবা করে, সে ব্যক্তি ত্রিবর্গের বিনাশ করিয়া শেষে আপনাকেও বিনষ্ট করে ॥৪৯॥

স্ত্রী—কেবল এই আহ্লাদজনক নামটিও চিত্তকে বিকৃতই করে। বিলাস-বিভ্রমদ্বারা যখন রমণীর ভ্রূযুগল সুশোভিত হয়, যখন রমণী ভ্রূভঙ্গী-পূর্ব্বক সকটাক্ষ নিরীক্ষণ করে, তখন সেই বিলাসিনী কামিনীকে দর্শন করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব; যাহার নামেই চিত্তবিকার, তাহার দর্শনে যে কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটে, তাহা কল্পনার অতীত ॥৫০॥ যে নারী নির্জ্জন স্থানে স্বীয় ভাব প্রকাশে অত্যন্ত নিপুণ, যে নারী মৃদু স্বরে গদ্‌গদ্ বাক্য বলে, যে নারীর নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণ, এইরূপ নারী কোন অনুরক্ত পুরুষকে মোহিত না করে? ॥৫১॥ সন্ধ্যাকাল যেরূপ চন্দ্রমণ্ডলকে নির্ম্মল এবং দীপ্তিশালী করে, সেইরূপ রমণী অন্যের কথা দূরে থাকুক,

মুনিরও মনকে টলাইয়া দেয় ॥৫২॥ বৃষ্টিপ্রবাহ যেরূপ দৃঢ়কায় পর্ব্বত সমূহের ভেদ সাধন করে, সেইরূপ মনের প্রফুল্লতাকারিণী এবং মত্ততাকারিণী রমণীও ধৈর্য্যশালী পুরুষদিগকেও অতিমাত্র আসক্ত করে ॥৫৩॥

মৃগয়া, পাশা খেলা ও পান ( মাদকদ্রব্য সেবন ) এই তিনটি রাজাদিগের নিষিদ্ধ। এই মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসন হইতে পাণ্ডু, নিষধরাজ-নল এবং বৃষ্ণি বংশের যথেষ্ট বিপদ্ দৃষ্ট হইয়াছে ॥৫৪॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ ( মোহ ), মান ( অভিমান ), এবং মদ (গর্ব্ব) এই ছয়টির নাম ষড়্বর্গ। [ অনিষ্টকারক ও ভীষণ শত্রু স্বরূপ ] এই ষড়্বর্গ ত্যাগ করিবে। ইহা পরিত্যক্ত হইলে ভূপতি সুখী হন ॥৫৫॥ রাজা দণ্ডক কামহেতু, রাজা জনমেজয় ক্রোধহেতু, রাজর্ষি ঐল লোভ-হেতু, বাতাপি নামক অসুর হর্ষহেতু, পুলস্ত্যমুনির পৌত্র রাক্ষসরাজ রাবণ মানহেতু, এবং দম্ভরাজার পুত্র মদহেতু—ইহাঁরা সকলে শত্রুস্বরূপ ষড়্বর্গ আশ্রয় করিয়া নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৫৬, ৫৭॥ এই প্রবল রিপু—ষড়্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় জমদগ্নি-তনয় পরশুরাম এবং মহানুভব মহারাজ অম্বরীষ দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ॥৫৮॥ ইতি ইন্দ্রিয় বিজয়।

## বিদ্যাবৃদ্ধ সংযোগ।

ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটির প্রাধান্য আছে। এইজন্য সজ্জনেরা সাদরে ধর্ম্মার্থের সেবা করেন। মনুষ্য ধর্ম্ম ও অর্থ বৃদ্ধি করিবার জন্য উত্তমরূপে গুরুসেবা করিবে ॥৫৮ক,॥ * গুরুসংযোগ শাস্ত্রের নিমিত্ত অর্থাৎ সদগুরুর নিকট শাস্ত্র পাঠ করিলে শাস্ত্র-জ্ঞান হয়। শাস্ত্রই বিনয় ( অর্থাৎ যথাযথ নিয়মে পরিচালন প্রভৃতি উপযুক্ত শিক্ষা ) বৃদ্ধির কারণ। মহীপতি বিদ্যা দ্বারা বিনীত হইলে কষ্টে ও বিপদে অবসন্ন হন না ॥৫৯॥

যে ভূপতি বৃদ্ধজনের সেবা করেন, তাঁহাকে সজ্জনেরা সম্মান করে। বৃদ্ধসেবী এবং সাধুসমাদৃত নরপতিকে অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ নানাবিধ

---

* ট্রাভাঙ্কুরের সংস্করণে এই শ্লোকটি অতিরিক্ত আছে।

অকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেও তিনি অকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না ॥৬০॥ যে রাজা প্রত্যহ যথাবিধি নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি চতুঃষষ্টি প্রকার কলাবিদ্যা গ্রহণ করেন, তিনি শুক্লপক্ষে বিচরণশীল চন্দ্রমার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন ॥৬১॥ যে রাজা সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন এবং নীতিপথের অনুসরণ করেন, তাহার সমস্ত সম্পৎ সমুজ্জ্বল এবং কীর্ত্তিকলাপ গগনস্পর্শী হইয়া থাকে ॥৬২॥ নরপতি বিনয়যুক্ত হইয়া, নীতি বিভূষণে বিভূষিত হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ভূপালগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেই পূর্ব্বরাজ-সেবিত বিষয়ের সেবা করিয়া চলিলে, মহারত্নগিরির (সুমেরু পর্ব্বতের) অত্যুন্নত শৃঙ্গের ন্যায় রাজলক্ষ্মীর বা রাজসম্পদের অত্যুন্নত সমুজ্জ্বল পদ (স্থান অধিকার করেন ॥৬৩॥ রাজশ্রী স্বভাবতঃই সমুন্নত, ইহা সকল লোককেই অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে; এই উন্নত রাজসম্পৎকে সবলে বিনয়ের সহিত যুক্ত করিবে, যেহেতু নীতির সিদ্ধি বিষয়ে বিনয়ই অগ্রগামী। ফলতঃ বিনয়ান্বিত রাজত্বই চিরস্থায়ী হয় ॥৬৪॥ যে রাজা বিনীত সকলেই তাহাকে উত্তমরূপে সেবা করে। কারণ বিনয় ভূপতিদিগের অলঙ্কারস্বরূপ। হস্তীর দেহ হইতে দানবারি নিঃসরণ কালে ধীরে ধীরে শুঁড় চালিত হইলে তখন ঐ হাতী যেমন শোভা পায়, সেইরূপ ভদ্র ভূপতি যখন দান করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তৎকালে যখন তাঁহার ধীরভাবে হস্ত চালিত হয়, তখন তিনি বিনয়ের দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত হন ॥৬৫॥

বিদ্যালাভের জন্য গুরুর সেবা করিতে হয়; গুরুমুখ হইতে শ্রুতবিদ্যা মহাত্মাদিগের বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করে; বিদ্বদ্গণের শ্রুতবিদ্যার অনুসারী মত সকল, প্রজাপতি তুল্য ভূপতিগণের নিশ্চয়ই পরম সম্পদের কারণ হইয়া থাকে ॥৬৬॥ শুচি এবং সেবাপরায়ণ হইয়া সুনিপুণ ভাবে সুদক্ষ গুরুর সেবা করিলে বিনয়বর্দ্ধিত রাজা ঐশ্বর্য্যের, নৃপপদের এবং শান্তি-স্থাপনের যোগ্য হন ॥৬৭॥ অবিনয়রত নরপতি অবশ অর্থাৎ দুরন্ত হইলে, বিপক্ষগণ

অনায়াসেই ঐ রাজাকে বশবর্ত্তী করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে যে রাজা শাস্ত্র ও বিনয়-বিধান মানিয়া চলেন, সেই নৃপতি ক্ষুদ্র হইলেও কখনও পরাভব প্রাপ্ত হন না ॥ ৬৮ ॥ ইতি—কামন্দকীয় নীতিসারে ইন্দ্রিয়বিজয়, বিদ্যা ও বৃদ্ধ যোগ নামক প্রথম সর্গ।

---

## দ্বিতীয় সর্গ



### বিদ্যাবিভাগ।
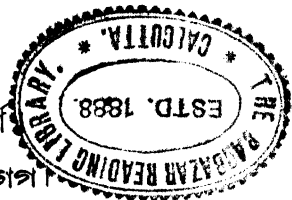
যে সকল লোক আন্বীক্ষিকী ( তর্কবিদ্যা ), ত্রয়ী (ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ), বার্ত্তা ( কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ) এবং দণ্ডনীতি এই কয়টি বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং ঐ সকল শাস্ত্রোচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিগণের সহিত রাজা বিনয়ান্বিত হইয়া ঐ সমুদয় শাস্ত্রের চিন্তা করিবেন ॥১॥ আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি—এই চারি প্রকার বিদ্যাই মনুষ্য-গণের যোগের ( অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তির ) ও ক্ষেমের ( প্রাপ্তবস্তুর রক্ষার ) কারণ হয় ; অর্থাৎ এই চারিটি বিদ্যাই লোকরক্ষার হেতু ॥২॥ ত্রয়ী, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি—এই তিন প্রকার বিদ্যা মনুশিষ্যগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের মতে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ত্রয়ীর বিভাগমাত্র ॥৩॥ বৃহস্পতির শিষ্যগণ বলেন যে মনুষ্যের অর্থই প্রধান ; এইজন্য বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি এই দুইটি বিদ্যাই স্থিতিশীল। যেহেতু এই দুইটিই অর্থকরী বিদ্যা ॥৪॥ শুক্রাচার্য্যের মতে দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা। এই বিদ্যাতেই সমস্ত বিদ্যার আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা ॥৫॥ পূর্ব্বোক্ত চারিটি বিদ্যাই বিদ্যা ; ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; এবং এই চারি বিদ্যাতেই লোকরক্ষা হইতেছে ; ইহাই আমাদিগের গুরুদর্শন অর্থাৎ গুরুর উপদেশ ॥৬॥ আন্বীক্ষিকী দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় ; ত্রয়ীতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞান হয় ; বার্ত্তাতে অর্থ এবং

অনর্থ উভয়ই বর্ত্তমান; দণ্ডনীতিতে নীতি ও অনীতি উভয়েরই শিক্ষা হয় ॥৭॥ আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী এবং বার্ত্তা—এই তিন বিদ্যা [ সাক্ষাৎ লোকোপকারিণী ] সৎবিদ্যা বলিয়া কথিত; কিন্তু [ প্রাধান্য হেতু ] দণ্ডনীতির বেচাল হইলে ঐ সদ্বিদ্যাগুলিও অসদ্বিদ্যার ন্যায় প্রতীয়মান হয় ॥৮॥ যখন দণ্ডনীতি সম্যকরূপে নেতৃপুরুষকে আশ্রয় করে অর্থাৎ দণ্ডনীতি ঠিক্ চলে, তখন বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অবশিষ্ট তিনটি বিদ্যার সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করিতে পারেন ॥৯॥ এই সকল বিদ্যাতেই বর্ণ ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। রাজা ঐ সমস্ত বিদ্যা রক্ষা করিবেন। এইগুলি রক্ষা করিলে তিনিও তত্তৎ-শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অংশভাগী হইয়া থাকেন ॥১০॥

সুখ ও দুঃখের ঈক্ষণ ( প্রত্যক্ষ ) হয় বলিয়া আন্বীক্ষিকী শব্দে আত্ম-বিদ্যা বুঝায়। এই আন্বীক্ষিকী দ্বারা তত্ত্ব অবগত হইয়া লোক সকল হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥১১॥

ঋক্, যজু ও সাম এই তিনখানি বেদকে ত্রয়ী বলে। ত্রয়ী-বিহিত কার্য্যের যথারীতি অনুষ্ঠান করিলে উভয় লোক ( ইহলোকে অতুলকীর্ত্তি এবং পরলোকে অনন্ত সুখ ) প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥১২॥ ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ; শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ও ছন্দ—এই ছয়টি বেদের অঙ্গ; মীমাংসাদর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ( স্মৃতি ) এবং পুরাণ—এই চতুর্দ্দশ প্রকার শাস্ত্রকেই ত্রয়ী বলে ॥১৩॥

বার্ত্তা বলিতে পশুপালন, কৃষি ও পণ্য ( বাণিজ্য )। বার্ত্তাই যাহাদিগের অবলম্বন এইরূপ সাধু ( বণিক্ ) বার্ত্তা বিষয়ে সম্পন্ন ( কুশল ) হইলে তাহার বৃত্তির (জীবিকা-নির্ব্বাহের ) ভয় থাকে না ॥১৪॥

দমন কার্য্যকেই দণ্ড বলে। দণ্ডবিধান করেন বলিয়াই রাজাকে দণ্ড বলে। সেই রাজার যে নীতি তাহার নাম দণ্ডনীতি। নিয়মে চালায় বলিয়াই ইহার নাম নীতিশাস্ত্র ॥১৫॥

রাজা নীতি দ্বারা আপনাকে এবং অবশিষ্ট সমস্ত বিদ্যাকে রক্ষা

করিবেন। বিদ্যা লোকোপকারিণী এবং ইহার রক্ষাকর্ত্তা রাজা॥১৬॥ মহামতি নরপতি এই সকল বিদ্যায় নিপুণ হইলে চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ), লাভ করেন; এই কারণে এই সমস্ত বিদ্যার বিদ্যাত্ব জানিবে। কারণ বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান॥১৭॥

## বর্ণাশ্রমব্যবস্থা।

শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন এবং দান এই তিনটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের সনাতন সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত॥১৮॥ শুদ্ধভাবে যাজন ও অধ্যাপনা এবং বিশুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে দান গ্রহণ, এই তিনটি জ্যেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি, ইহাই মুনিরা বলিয়াছেন॥১৯॥ শস্ত্রবলে জীবিকা এবং প্রজাবর্গের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা রাজার অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির বৃত্তি। পশুপালন, কৃষি এবং পণ্য ইহাই বৈশ্যগণের বৃত্তি বলিয়া কথিত॥২০॥ দ্বিজাতিগণের আনুপূর্ব্বিক শুশ্রূষাই শূদ্রের ধর্ম্ম; আর কারুকর্ম্ম ও চারণ-কর্ম্ম (স্তুতিপাঠ ও নটকর্ম্ম) ইহাই তাহাদিগের বিশুদ্ধ বৃত্তি॥২১॥

গুরুকুলে বাস, অগ্নিসেবা (অগ্নিহোত্ররক্ষা), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), ব্রতধারণ (যম, নিয়ম, অস্তেয়, অহিংসা ও শৌচের অনুষ্ঠান), ত্রিকাল স্নান, ভিক্ষাবলম্বন এবং যাবজ্জীবন গুরুর নিকট অবস্থান; গুরুর অভাব হইলে ঐভাবে গুরুপুত্রের নিকট অবস্থান কিংবা গুরুপুত্রের অভাবে বা অনুপযুক্ততাপ্রযুক্ত নিজের ন্যায় সমান ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানকারীর নিকট বাস করিবে; অথবা ইচ্ছানুসারে [ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া] আশ্রমান্তর অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে, ইহাই ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম॥২২-২৩॥ অথবা সেই ব্রহ্মচারী যে পর্য্যন্ত বিদ্যাগ্রহণ না হয়, ততদিন মেখলা জটা-ধারণ অথবা দণ্ডী হইয়া মস্তক-মুণ্ডন করিয়া গুরুর আশ্রয়ে বাস করিবে; অথবা ইচ্ছানুসারে গৃহস্থাশ্রমে গমন করিবে॥২৪॥

অগ্নিহোত্ররক্ষা, স্ববর্ণোচিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, পর্ব্ব (অষ্টমী,

চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি) পরিত্যাগ করিয়া যথাকালে ধর্ম্মপত্নীতে অভিগমন, দেবতাপূজা, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ, অতিথিসেবা, দরিদ্রের প্রতি দয়া এবং বেদ ও স্মৃতিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান—ইহাই গৃহস্থের ধর্ম্ম ॥২৫-২৬॥

জটাধারণ, অগ্নিহোত্ররক্ষা, ভূমিশয্যা, অজিনধারণ, বনে বাস, জল, মূল, নীবার (তৃণধান্য) ও ফল দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, প্রতিগ্রহনিবৃত্তি, ত্রিসন্ধ্যা-স্নান, ব্রতধারণ, দেবতা এবং অতিথি পূজা এইগুলি বানপ্রস্থের ধর্ম্ম ॥২৭-২৮॥

সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ, ভিক্ষান্নভোজন, বৃক্ষমূলে বাস, প্রতিগ্রহ ত্যাগ, অহিংসা, সকল জীবে সমদর্শিতা, প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ, সুখে দুঃখে বিকার রাহিত্য, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে শুচিভাব, বাক্‌সংযম, ব্রত-পালন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযম, ধ্যানধারণাযুক্ত হওয়া এবং ভাবশুদ্ধি—এইগুলি পরিব্রাজকের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত ॥২৯–৩১॥

অহিংসা, প্রিয় বাক্য, সত্য আচরণ, শৌচ, দয়া এবং ক্ষমা এইগুলি চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত ॥৩২॥ এই ধর্ম্ম সমস্ত বর্ণের সমস্ত আশ্রমীর অনন্ত স্বর্গের কারণ; এই ধর্ম্মের অভাব হইলে বর্ণসঙ্করের উদয়ে পৃথিবী বিনষ্ট হয় ॥৩৩॥

ভূপতি যথাবিধি এই সমস্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; তাঁহার অভাবে ধর্ম্মনাশ হয় এবং ধর্ম্মনাশ হইলে রাজত্ব নষ্ট হয় ॥৩৪॥ যে নরপতি বর্ণ এবং আশ্রমের আচার পালন করেন, বর্ণ এবং আশ্রমের বিভাগ অবগত আছেন এবং বর্ণাশ্রম রক্ষা করেন, তিনি স্বর্গসুখ ভোগ করেন ॥৩৫॥

## দণ্ডমাহাত্ম্য।

মনস্বী রাজা পূর্ব্ব নিয়ম পালন পরায়ণ হইয়া উভয় লোক প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন। অতএব তিনি দণ্ডধর যমের ন্যায় সম্যক্‌রূপে প্রজাবর্গের দণ্ড ধারণ করিবেন ॥৩৬॥ নরপতি তীক্ষ্ণ-দণ্ড প্রয়োগ করিলে লোক সকল উদ্বিগ্ন হয়, আর মৃদু দণ্ড প্রয়োগ করিলে স্বয়ং পরাভূত হন; সুতরাং

উপযুক্তভাবে দণ্ডধারণ করিলে প্রশংসনীয় হন ॥৩৭॥ রাজার দণ্ড যদি যথাবিধি প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ প্রচণ্ড বা মৃদু না হয়, তাহা হইলে ঐ যথাপ্রযুক্ত দণ্ড শীঘ্রই ত্রিবর্গ বৃদ্ধি করে এবং যদি রাজার দণ্ড সমঞ্জস ( সম্যক্ উপযুক্ত ) না হয়, তাহা হইলে সেই দণ্ড বনবাসী মুনিদিগকেও কুপিত করিয়া তোলে ॥৩৮॥ যে দণ্ড লোক-ব্যবহার-সিদ্ধ এবং শাস্ত্রানুসারী, সেইরূপ দণ্ডেরই বিধান করা উচিত। এই দণ্ডই রাজশ্রীর উদ্বেজনা করে না। উদ্বেজনাকারী দণ্ডই অধর্ম্মজনক। অধর্ম্ম হইতেই নরপতির ধ্বংস ঘটে ॥৩৯॥

পরস্পর লোভবশবর্ত্তিতা হেতু লোক সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়। অতএব দণ্ডের অভাব হইলে ধ্বংসকারী-মৎস্যন্যায় প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ লোক লোভবশতঃ পরস্পর হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করে; বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ সমর্থ ব্যক্তি অসমর্থ ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব করে; কিন্তু দণ্ড যথাযথ প্রযুক্ত হইলে এই অত্যাচার হয় না। দণ্ডের অভাব ঘটিলেই এই অত্যাচার ঘটিয়া থাকে ॥৪০॥ দণ্ডের অভাব ঘটিলে কামলোভাদির প্রবলতা হয়, তাহাতে জগৎ অবলম্বন শূন্য হইয়া নরকে ( পাপে ) নিমগ্ন হইয়া যায়। রাজা দণ্ডধারণ করিয়া জগৎকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া রক্ষা করেন ॥৪১॥ এই জগৎ স্বভাবতঃ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের বশীভূত। জগতের সকল লোকই পরস্পর কামিনী-কাঞ্চনের জন্য লোলুপ। এই উন্মার্গগামী জগৎ দণ্ড-ভয় দ্বারা পরিপীড়িত হইলে সজ্জন-সেবিত সনাতন ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥৪২॥ এই জগতে সচ্চরিত্র লোক দুর্লভ। কুলকামিনী যেমন দণ্ডপ্রাপ্তির ভয়ে দুর্ব্বল, বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত অথবা নির্দ্ধন স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে, সেইরূপ দণ্ডপ্রয়োগের ভয়ে সর্ব্বদা বিষয়লোভীব্যক্তি পরের বশবর্ত্তিতা স্বীকার করে ॥৪৩॥

বিষয়ের দোষগুণ গণনা ও বিচার করিয়া এবং শাস্ত্র মানিয়া যে রাজা

সংযতচিত্তে দণ্ডনীতি দ্বারা প্রজাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন, নদীসমূহ যেমন উপযুক্ত পথে সঞ্চরণপূর্ব্বক অটলভাবে চিরকাল থাকিবার জন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমস্ত সম্পত্তি যোগ্যপথে পরিচালিত হইয়া চিরস্থায়ী হইবার জন্য সেই রাজার নিকট গমন করে ॥৪৪॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে বিদ্যাবিভাগ-বর্ণাশ্রমবিভাগ-দণ্ডমাহাত্ম্য নামক দ্বিতীয় সর্গ।

---

## তৃতীয় সর্গ।

### আচার-ব্যবস্থাপন।

ধরণীপতি দণ্ডধর যমের ন্যায় প্রজাবর্গের উপর দণ্ডধারণ করিয়া স্বয়ং প্রজাপতির ন্যায় তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে অনুগ্রহ করিবেন ॥১॥

সত্য অথচ প্রিয়-বাক্য, দয়া, দান, দীন ও শরণাগতের রক্ষা এই সমস্ত আর সাধুসঙ্গ ইহাই উৎকৃষ্ট সৎপুরুষের আচরণ ॥২॥ [ সৎপুরুষেরা ] হৃদয়গত গুরুতর দুঃখে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত করুণার্দ্র-হৃদয় ব্যক্তির ন্যায় দীনজনের উদ্ধার করেন ॥৩॥ যাঁহারা সৎপুরুষব্রত দ্বারা দুঃখপঙ্কিলসাগরে নিমগ্ন দীনজনকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা সাধু ব্যক্তি আর নাই ॥৪॥

ভূপতি অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়া পীড়িত এবং অনাথ প্রজাবর্গের দুঃখ মোচন করিবেন ॥৫॥ নৃশংসতা পরিত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাই সকল প্রাণিবর্গের অভিমত। অতএব রাজা নৃশংসতা পরিত্যাগ করিয়া দীনজনকে পালন করিবেন ॥৬॥ নরপতি আপনার সুখের জন্য অনাথ ব্যক্তির পীড়ন করিবেন না; যে হেতু উৎপীড়নে ব্যথিত অনাথ ব্যক্তির অভিশাপ রাজাকে বিনষ্ট করে ॥৭॥

সৎকুলজাত এমন কোন ব্যক্তি সামান্য সুখের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ

হইয়া অবিচারপূর্ব্বক অল্পসার অর্থাৎ দুর্ব্বল প্রজাগণকে পীড়িত করিতে পারেন? ॥৮॥ আধি (মনঃপীড়া) ও ব্যাধিগ্রস্ত এবং অদ্যই হউক বা কল্যই হউক যাহা ধ্বংসশীল, এমন শরীরের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন? ॥৯॥ আহার্য্য দ্রব্য দ্বারা অতি কষ্টে অল্পদিনের জন্য শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়। ইহাকে ছায়ামাত্র অর্থাৎ অসার এবং জলবিন্দুর ন্যায় অচিরস্থায়ী দেখিবে ॥১০॥ প্রচণ্ড পবনের আঘাতে ভঙ্গুর মেঘমালার ন্যায় বিষয়রূপ-শত্রুগণ কর্ত্তৃক কিরূপে মহানুভব ব্যক্তিগণ আকৃষ্ট হইতে পারেন? ॥১১॥ দেহধারিপ্রাণিগণের জীবন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় চপল। জীবনকে এইরূপ জানিয়া নিত্য মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ॥১২॥ ক্ষণভঙ্গুর এই জগৎকে মৃগতৃষ্ণার তুল্য দেখিয়া ধর্ম্মের জন্য এবং সুখের জন্য সজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করিবে ॥১৩॥ সুধাকরের রশ্মিজালে প্রাসাদ যেরূপ সুধালিপ্তের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীমান্ ব্যক্তি সজ্জনগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইয়া থাকেন ॥১৪॥ যেরূপ সাধু লোকের চেষ্টা চিত্তকে আনন্দিত করিতে পারে, হিমাংশুমালী চন্দ্র এবং বিকসিত কমলিনীমালায় মণ্ডিত সরোবরও সেইরূপ মনকে আনন্দিত করিতে পারে না ॥১৫॥

নিদাঘকালীন সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত অতএব উদ্বেগজনক এবং আশ্রয়শূন্য মরুভূমির ন্যায় দুষ্ট লোকের সংশ্রব বর্জ্জন করিবে ॥১৬॥ অনল যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ দুর্জ্জন সহসা শাস্ত্রজ্ঞ ও সুশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। অর্থাৎ ছিদ্রান্বেষী খল প্রথমে সদ্ব্যবহার করিয়া সাধুব্যক্তির মন আকর্ষণ করে, শেষে অবসর বুঝিয়া তাহাকে অসৎ পথে চালিত করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করে ॥১৭॥ যে সকল সর্পের নিশ্বাস অগ্নি উদ্গীরণ করে এবং সেই অগ্নির ধূম দ্বারা তাহাদের মুখ ধূম্রবর্ণ ধারণ করে, এইরূপ ভীষণ সর্পের সহিত সঙ্গও বরং ভাল তথাপি দুর্জ্জনগণের সহিত কদাপি সংসর্গ করিবে না ॥১৮॥

নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণ যে হস্ত দ্বারা খাদ্য সামগ্রী দান করেন, দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি বিড়ালের ন্যায় সেই হস্তকেই নষ্ট করে অর্থাৎ দানের পথ মারিয়া দেয় ॥১৯॥ তীব্র বিষ যেমন উৎকৃষ্ট মন্ত্রশক্তির অসাধ্য, সেইরূপ তীব্রবাক্যরূপ বিষও উৎকৃষ্ট মন্ত্রণার অসাধ্য অর্থাৎ দুষ্টের বাক্য যে অনর্থ ঘটায় তাহার কোনরূপে সংশোধন হয় না। ফলতঃ দুষ্টবাক্যরূপ বিষউদ্গীরণকারী দুষ্ট দুর্জ্জন ব্যক্তি সর্পের ন্যায় দুইটি জিহ্বা ধারণ করে অর্থাৎ মুখে একরূপ বলে এবং অন্তরে অন্যরূপ ভাব রাখে ॥২০॥ পূজনীয় সজ্জনকে যেরূপ সম্মান করিতে হয়, নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি দুর্জ্জনকে তদপেক্ষা অধিকতর সম্মান করিবে ॥২১॥

উৎকৃষ্ট মিত্রতার নিমিত্ত এবং উত্তমরূপে সকল লোককে স্বপথে রাখিবার জন্য সকলের আনন্দবর্দ্ধক লৌকিক বাক্য ব্যবহার করিবে ॥২২॥ মানপ্রদবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা লোকদিগকে আহ্লাদিত করিবে। নিষ্ঠুরবাক্য-প্রয়োগকারী ঐশ্বর্য্যে কুবের হইলেও লোকের উদ্বেগকারী হয় ॥২৩॥ যে বাক্য হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে মনুষ্য অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া থাকে, মেধাবী ব্যক্তি ঐরূপ বাক্যে পীড়িত হইয়াও তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিবে না ॥২৪॥ নীতিভ্রষ্ট-লোকগণের প্রযুক্ত তীক্ষ্ণ এবং উদ্বেগজনক বাক্য সমুদয় শস্ত্রের ন্যায় মানুষের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া থাকে ॥২৫॥ কি সাধু, কি অসাধু, কি শত্রু, কি মিত্র সকলের প্রতিই সর্ব্বদা প্রিয় বাক্য বলিবে। মধুর কেকারবকারী ময়ূরের ন্যায় মিষ্টভাষী ব্যক্তি কাহার প্রিয় না হয়? ॥২৬॥ ময়ূরের মদমত্ত অবস্থার কেকারব ময়ূরকে অলঙ্কৃত করে। পণ্ডিতগণের মাধুর্য্য-গুণযুক্ত-বাক্যও তাঁহাদিগকে অতিশয় বিভূষিত করে ॥২৭॥ সুপণ্ডিতের মধুর বাক্য যেমন মনোহারী হয়, মদমত্ত হংস কোকিল ও ময়ূরের রব তেমন মনোহারী হয় না ॥২৮॥ গুণানুরাগী মর্য্যাদাপরিপালক ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত দয়া-প্রবণ হইয়া ধর্ম্মের নিমিত্ত ধন বিতরণ করিবে ও মিষ্ট বাক্য বলিবে ॥২৯॥ যাঁহারা প্রিয় বাক্য বলিয়া থাকেন এবং সৎকার (সম্মান) প্রদান করেন, সেই

সকল শ্রীমান্ অনিন্দনীয়-চরিত-ব্যক্তিগণ নরদেহধারী দেবতা ॥৩০॥ পবিত্র হইয়া আস্তিক্যবুদ্ধি সহকারে পূতাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বদা দেবতাদিগের পূজা করিবে; গুরুজনদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিবে এবং সুহৃদ্‌গণকে নিজের ন্যায় দেখিবে ॥৩১॥ ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত প্রণতিদ্বারা গুরুজনদিগকে, সাঙ্গ-বেদাধ্যায়ীর উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা সজ্জনদিগকে এবং যাগাদি পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা দেবতাদিগকে অনুকূল করিবে ॥৩২॥ বিশ্বাস দ্বারা মিত্রকে, সম্ভ্রম দ্বারা বান্ধবগণকে, প্রেমদ্বারা স্ত্রীকে, দান দ্বারা ভৃত্যগণকে এবং সরল ব্যবহার দ্বারা জনসাধারণের মন হরণ করিবে ॥৩৩॥ পরের অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের নিন্দা করিবে না; নিজের ধর্ম্ম পালন করিবে; দীনের প্রতি দয়া প্রকাশ, সর্ব্বত্র মধুর বাক্য প্রয়োগ, এবং অব্যভিচারি ( অকপট ) মিত্রের জন্য প্রাণ দিয়া উপকার করিবে। গৃহে সমাগত ব্যক্তির আদর, শক্তি অনুসারে দান এবং সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে; ( নিজের ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হইবে না, পরের বৃদ্ধিতে মাৎসর্য্য প্রকাশ করিবে না, অন্যের মনস্তাপজনক বাক্য বলিবে না, এবং বাচালতা প্রকাশ করিবে না; ) * বন্ধুগণের সহিত অবিশ্লিষ্ট সম্বন্ধ, সজ্জনের সহিত চতুরতা পরিহার এবং সজ্জনের চরিত্রানুসরণ—এই সমস্তই মহাত্মাদিগের লক্ষণ ॥৩৪-৩৬॥ সনাতন ধর্ম্মপথে উত্তম ভাবে অবস্থিত গৃহস্থ-গণের ইহাই অভিমত পথ; যে ব্যক্তি মহাত্মাদিগের আচরিত এই পথে গমন করেন তিনি ইহলোক ও পরলোক লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৭॥ এই পূর্ব্বোক্ত সনাতন পথে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির শত্রুও মিত্র হইয়া যায়। অতএব রাজা মাৎসর্য্য বিহীন হইলে, তাঁহার বিনয়গুণে জগৎ বশীভূত হয় ॥৩৮॥ রাজার গর্ব্বই বা কোথায়? আর প্রজা সংগ্রহই বা কোথায়? [ এই উভয়ের অনেক পার্থক্য; ] কেবল মধুর বাক্য প্রয়োগেই লোক-সংগ্রহ করা যায়; মধুর বচন রূপ পাশে বদ্ধ হইয়া লোক কোনরূপেই মর্য্যাদালঙ্ঘন করিতে

* ৩৫—৩৬ সংখ্যার মধ্যে বন্ধনীর মধ্যস্থ শ্লোকটি ট্রাভাঙ্কুরের সংস্করণে অতিরিক্ত আছে। ইহা ঐ পুস্তকের ৩৬ সংখ্যার শ্লোক॥

পারে না ॥৩৯॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে আচারব্যবস্থাপন নামক তৃতীয় সর্গ ॥

---

## চতুর্থ সর্গ।

### প্রকৃতি সম্পৎ।

স্বামী ( রাজা ), অমাত্য ( মন্ত্রী ), রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ ( ধন ), বল (সৈন্য), এবং সুহৃৎ ( মিত্র রাজা ), ইহারা পরস্পর উপকারী এবং ইহাকেই সপ্তাঙ্গ রাজ্য বলে ॥১॥ এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের যদি একাঙ্গেরও বিকল হয় তাহা হইলে সেই রাজ্যের কল্যাণ থাকে না। অতএব রাজা রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা রাজ্যাঙ্গের পরীক্ষা করিবেন ॥২॥ রাজা প্রথমে আপনাকে গুণযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিবেন। পরে গুণান্বিত হইয়া অবশিষ্ট ষড়ঙ্গের পরীক্ষা করিবেন ॥৩॥ ভূতলে দেবত্ব অর্থাৎ রাজপদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অসংযত-চিত্ত মানবগণের পক্ষে এই ভূতলদেবত্ব নিতান্ত দুর্দ্ধার্য্য। যে ব্যক্তির আত্মসংস্কার হইয়াছে অর্থাৎ চিত্ত-সংযত হইয়াছে তিনিই রাজা হইবার যোগ্য ॥৪॥ রাজলক্ষ্মী লোককে আশ্রয় করিয়া থাকে ( অর্থাৎ প্রজা-বর্গের পোষকতায় অক্ষুণ্ণ থাকে ); ইহা দুঃখে অর্জ্জিত হয় এবং কষ্টে পরি-রক্ষিত হয়। নির্ম্মল পাত্রে জল যেমন থাকে সেইরূপ সংস্কৃত অর্থাৎ গুণবান্ ব্যক্তিতেই সম্পৎ চিরকাল বর্ত্তমান থাকে ॥৫॥

কুল, সত্ত্ব ( সাহসের সহিত শক্তি ), যৌবন, শীল ( সচ্চরিত্র ), দাক্ষিণ্য ( পরানুকূল্য ), ক্ষিপ্রকারিতা, অবিসংবাদিতা, সত্যবাদিতা, বৃদ্ধসেবা ( প্রাজ্ঞসেবিতা ), কৃতজ্ঞতা, দৈবের আনুকূল্য, বুদ্ধি, মহৎ পরিবারযুক্ততা, বশীভূতসামন্তসম্পন্নতা, দৃঢ়ভক্তি, দূরদর্শিতা, উৎসাহ, পবিত্রতা, স্থূললক্ষ্যতা অর্থাৎ বড় নজর, বিনয় এবং ধর্ম্মশীলতা—এই সকল গুণ সংস্কৃত ( অর্থাৎ সাধু ) ব্যক্তিতে প্রকাশ পায় ॥৬—৮॥ এই সকল গুণযুক্ত হইলে

লোকে তাহার আশ্রয় লইয়া থাকে। সেইরূপ কার্য্যই কর্ত্তব্য যাহাতে লোক অনুগত হয় ॥৯॥

যে নরপতি আপনার হিত কামনা করেন তিনি বিখ্যাত-বংশ-সম্ভূত, অক্রূর, লোক-সংগ্রাহক ও উপধাশুদ্ধ ( লোভের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ) ব্যক্তিকে পরিবারের অন্তর্গত করিবেন ॥১০॥ ভূপতি দুষ্ট হইলেও পরিবারের গুণে সেব্য হইয়া থাকে ; কিন্তু পরিবার দুষ্ট হইলে সর্প-বেষ্টিত বৃক্ষের ন্যায় পরিত্যাজ্য হয় ॥১১॥ দুষ্টচিত্ত সচিবগণ সৎপথ অবরুদ্ধ করিয়া রাজার সর্ব্বনাশ করে : অতএব সুমন্ত্রীর আবশ্যক ॥১২॥

অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সাধুব্যক্তিদিগের প্রতিপালন করিবে। যে ঐশ্বর্য্যে সাধুগণ প্রতিপালিত হয় না সে ঐশ্বর্য্য বৃথা ॥১৩॥ অসাধু লোকের ধনসম্পত্তি অসাধু লোকেই ভোগ করে। যেমন কিম্পাক বৃক্ষের অর্থাৎ মাকাল গাছের ফল কাকেই খায় অন্য পক্ষীরা খায় না ॥১৪॥ *

যিনি বক্তা, প্রগল্ভ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, উদগ্র অর্থাৎ অন্যের কাছে নীচু হন না, বলবান্, জিতেন্দ্রিয়, দণ্ডের ( সৈন্যের ) নেতা, নিপুণ, কৃতবিদ্য, স্ববগ্রহ ( অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ অকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহা হইতে অনায়াসেই নিবৃত্ত হইতে সক্ষম ), পরের অভিযোগ সহ্য করিতে সমর্থ, সকল অনর্থের প্রতীকার সমর্থ, পরচ্ছিদ্রজ্ঞ, সন্ধি-বিগ্রহ-তত্ত্বজ্ঞ, মন্ত্র ও তাহার প্রয়োগ গোপন রাখিতে সমর্থ, দেশ ও কালের বিভাগবেত্তা, অর্থ সমুদয় বুঝিয়া লইতে সমর্থ, অর্থের ব্যবহার সমর্থ, লোক চিনিতে সমর্থ, ক্রোধ-লোভ-ভয়-হিংসা-স্তম্ভ ( কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা )-চাপল্য-শূন্য, পর-পীড়ন-পৈশুন্য ( পরস্পরের ভেদসাধন )-মাৎসর্য্য ( পরশ্রীকাতরতা )-ঈর্ষা ( বিদ্বেষ )-মিথ্যা—এই সমুদায়ের বহির্ভূত, বৃদ্ধের উপদেশ-গ্রহণকারী, মিষ্টভাষী, মধুর দর্শন, গুণানুরাগী এবং মিতভাষী, তাঁহার এই বক্তৃতা প্রভৃতি আত্মগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥১৫-১৯॥ যিনি পূর্ব্ব কথিত গুণসম্পন্ন,

---

* এই ১৪ শ্লোকটি ট্রাভাঙ্কুরের সংস্করণে নাই।

লোকযাত্রা-বিশারদ এবং স্থিরচিত্ত তাঁহার নিকট লোকসকল যেমন পিতার নিকটে শান্ত ও সন্তুষ্টভাবে থাকে তেমনই থাকে; তিনিই ভূপতি ॥২০॥ আত্মসম্পৎ গুণরাশি দ্বারা সম্যক্‌রূপে সমন্বিত এবং উপযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রের তুল্য রাজাকে পাইয়া প্রজাবর্গ বৃদ্ধিলাভ করে ॥২১॥ প্রথমে কোনও বিষয়ের শ্রবণেচ্ছা; পরে তাহার শ্রবণ, শ্রবণের পর ভাবগ্রহণ, ভাব গ্রহণের পর ধারণা অর্থাৎ মনে রাখা; পরে সেই বিষয়ের তর্ক ও তাহার মীমাংসা; তৎপরে তাহার অর্থজ্ঞান এবং শেষে যাথার্থ্যের উপলব্ধি—এইগুলি বুদ্ধির গুণ ॥২২॥ দক্ষতা, ক্ষিপ্রকারিতা, ক্রোধ এবং বীরত্ব এইগুলি উৎসাহের লক্ষণ। এই সকল গুণাক্রান্ত হইতে পারিলেই লোক রাজা হইবার উপযুক্ত হয় ॥২৩॥ ত্যাগশীলতা, সত্য এবং শৌর্য্য এই তিনটি প্রধান গুণ। এই গুণগুলিতে অলঙ্কৃত হইলেই নরপতি অন্যান্য নিখিলগুণ পাইয়া থাকেন ॥২৪॥

যাঁহারা সদ্বংশজাত, শুচি, শূর, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, অনুরক্ত, এবং দণ্ডনীতির প্রয়োগকর্ত্তা তাঁহারাই রাজার অমাত্য হইয়া থাকেন ॥২৫॥

উপধাশোধিত এবং কার্য্যের ফলাফল যাহাদের দৃষ্টিপথে বর্ত্তমান এমন অনুরক্ত মন্ত্রীসকল রাজার কার্য্য ও অকার্য্য সমস্ত পরীক্ষা করিবেন ॥২৬॥ মনের ভাব পরীক্ষার জন্য যে বিষয় অবতারণা করা হয়, তাহাকে উপধা কহে। উপায়কেই উপধা কহে। ইহা দ্বারা অমাত্যদিগকে পরীক্ষা করিবে ॥২৭॥

স্ববগ্রহ, স্বদেশবাসী, কুল-শীল-বলসম্পন্ন, বাগ্মী, প্রগল্‌ভ, চক্ষুষ্মান্‌, উৎসাহী, প্রতিপত্তিশালী, স্তম্ভহীন (স্তব্ধতাশূন্য), চাপল্যরহিত, মিত্রভাবাপন্ন, ক্লেশ-সহিষ্ণু, শুচি, সত্য-সত্ত্ব-ধৈর্য্য—স্থৈর্য্য—প্রভাব ও নীরোগিতাযুক্ত, শিল্পবিদ্যাবিশারদ, দক্ষ, প্রজ্ঞাবান্‌, ধারণাশক্তিসম্পন্ন, দৃঢ়ভক্তিযুক্ত এবং যিনি স্বেচ্ছায় বৈরিতা করেন না—এইরূপ গুণসম্পন্ন

ব্যক্তি মন্ত্রী হইবেন ॥২৮-৩০॥ স্মরণশক্তি, কার্য্যতৎপরতা, বিচারশক্তি, জ্ঞানের নিশ্চয়, দৃঢ়তা এবং মন্ত্রগুপ্তি—এইগুলি মন্ত্রীর সম্পৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥৩১॥

ত্রয়ী এবং দণ্ডনীতিতে বিশারদ ব্যক্তি রাজার পুরোহিত হইবেন। তিনি অথর্ব্ববেদ বিহিত শান্তি ও পুষ্টিসাধক কার্য্যের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবেন ॥৩২॥

সংবৎসরের ফলাফল গণিতে সমর্থ, জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশীলনকারী, প্রশ্ন-গণনায় নিপুণ, হোরা ( ফলিত জ্যোতিষ ) এবং গণিত জ্যোতিষের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি রাজার জ্যোতিষী হইবেন ॥৩৩॥ *

বুদ্ধিমান্ রাজা মন্ত্রীদিগের চক্ষুষ্মত্ত্ব ( দেখিবামাত্র বুঝিবার ক্ষমতা ) ও শিল্প এই দুইটি গুণ ঐ ঐ বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিদ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন ॥৩৪॥ [ রাজা মন্ত্রীর ] স্বজনের নিকট হইতে [ মন্ত্রীর ] কুল, দেশ, অবগ্রহ অর্থাৎ বিষয়ভেদেভ্রান্তি, পরিকর্ম্ম ( সাজান বা বন্দোবস্ত ) বিষয়ে নিপুণতা, বিজ্ঞান ( শিল্পবিদ্যা ) এবং ধারয়িষ্ণুতা ( কৃত ও কর্ত্তব্যের নিশ্চয়কারিতা ) জানিবেন ॥৩৫॥ প্রগল্‌ভতা ও প্রতিভা এই দুইটি গুণের পরীক্ষা করিবেন এবং কথোপকথনের দ্বারা বাগ্মিতা ও সত্যবাদিতা বুঝিয়া লইবেন ॥ ৩৬ ॥ বিপৎকালে উৎসাহ, প্রভাব, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সন্তোষ, অনুরাগ এবং ধীরতা লক্ষ্য করিবেন ॥৩৭॥ ব্যবহার দ্বারা ভক্তি, মিত্রতা এবং শুচিতা জানিবেন। আর প্রতিবাসীগণের নিকট হইতে বল, সত্ত্ব ( সাহস ), আরোগ্য এবং স্বভাব জানিবেন ॥৩৮॥ [ রাজা মন্ত্রীর ] অস্তব্ধতা ( প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ), অচপলতা, শত্রুতার অসাধন, ভদ্রতা এবং ক্ষুদ্রতা প্রত্যক্ষ-ব্যাপারে নির্ণয় করিবেন ॥৩৯॥ অপ্রত্যক্ষ গুণের পরিচয় সর্ব্বত্রই কর্ম্ম দ্বারা বুঝিতে হয়। অতএব ফল দেখিয়া পরোক্ষবৃত্তি ব্যক্তির কর্ম্ম বুঝিবেন ॥৪০॥ রাজা বিবিধ অকার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলে

---

* এই ৩৩শের শ্লোকটি ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে নাই।

মন্ত্রীগণ তাঁহাকে নিবারণ করিবেন। রাজাও এই গুরুস্থানীয় মন্ত্রিদিগের কথা শুনিবেন ॥৪১॥

রাজা রাজকার্য্য না দেখিলে জগৎ নিস্তব্ধ হয় অর্থাৎ রাজত্বের উন্নতি হয় না। সূর্য্যের উদয়ে পদ্ম যেমন বিকসিত হয়, সেইরূপ রাজা প্রবুদ্ধ হইলে জগৎ প্রবুদ্ধ হয়। অর্থাৎ রাজা রাজকার্য্যে তৎপর হইলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় ॥৪২॥ অতএব নরনাথকে প্রবোধিত করিবে অর্থাৎ নিজকার্য্যে তৎপর রাখিবে। যাহাতে তিনি স্বকার্য্যে সচেষ্ট থাকেন বুদ্ধিমান্ উৎসাহসম্পন্ন উদ্যোগী আশ্রিত মন্ত্রীগণ তাহা করিবেন ॥৪৩॥ যাঁহারা ভূপতির নিবারণ বাক্য না শুনিয়া কুপথগামী ভূপতিকে কুপথে যাইতে বারণ করিয়া থাকেন, সেই সকল ব্যক্তিগণই রাজার সুহৃৎ এবং তাঁহারাই তাঁহার গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত ॥৪৪॥ যে বন্ধুগণ অকার্য্যে আসক্ত নরপতিকে অকার্য্য হইতে নিবারণ করিয়া থাকেন, সত্যসত্যই সেই কার্য্য দ্বারা প্রকৃত সুহৃদ্গণ গুরুপদ-বাচ্য হন ॥৪৫॥ কৃতবিদ্য ব্যক্তিরও প্রবল অনুরাগ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। আর চিত্ত অনুরক্ত হইলে মানব কি অনুচিত কার্য্য না করে? ॥৪৬॥ অনুরাগে আচ্ছন্নদৃষ্টি ব্যক্তি দেখিয়াও অন্ধ হইয়া থাকে; তখন সুহৃৎরূপ বৈদ্যগণ নির্ম্মল বিনয়রূপ কজ্জল দ্বারা তাহার চিকিৎসা করেন ॥৪৭॥ অনুরাগ অভিমান এবং মত্ততায় অন্ধ হইয়া নরপতি যদি স্বপথ-ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে সুহৃৎরূপ সচিবের চেষ্টাই হস্তাবলম্বন হইয়া থাকে ॥৪৮॥ যেরূপ মাহুতেরা মদস্রাবী উচ্ছৃঙ্খল ও অবিশুদ্ধ জাতীয় মাতঙ্গের পরিচালনা করিতে গিয়া নিন্দাস্পদ হয়, সেইরূপ মদোদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল এবং অসৎপথগত ভূপতির পরিচালক মন্ত্রীগণ নিন্দনীয় হইয়া থাকেন ॥৪৯॥

ভূমির গুণেই রাষ্ট্রের বৃদ্ধি; রাষ্ট্র বৃদ্ধিতেই রাজার অভ্যুদয়; অতএব নরপতি ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিবেন ॥৫০॥

প্রচুর শস্য উৎপাদনক্ষম-ক্ষেত্রসম্পন্ন, পণ্যদ্রব্য ও খনিজ দ্রব্যের

আকর, গোচারণের মাঠযুক্ত, প্রচুর জল যুক্ত, পবিত্র-জনপদবিশিষ্ট, রমণীয়, হস্তী যুক্ত, বন-বিশিষ্ট, জলপথ ও স্থলপথ যুক্ত এবং অদেব-মাতৃক অর্থাৎ বৃষ্টি ব্যতিরেকেও যেখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়—এইরূপ ভূমিই ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য প্রশস্ত বলিয়া কথিত ॥৫১—৫২॥

যে ভূমিতে কাঁকর ও প্রস্তর বিদ্যমান, যে ভূমি বনে পরিপূর্ণ, যাহাতে সর্ব্বদা তস্করের প্রাদুর্ভাব ও উপদ্রব আছে, যে ভূমি রূক্ষ, কাঁটাবন যুক্ত এবং হিংস্র জন্তু ও সর্প বহুল—এইরূপ ভূমি ভূমিপদ-বাচ্যই নহে ॥৫৩॥

যে জনপদে সকল প্রকার লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হয়, যাহা পূর্ব্বোক্ত ভূমিগুণসম্পন্ন, যে দেশ সজল ও পর্ব্বতাশ্রয়, যে দেশে বহু শূদ্র-শিল্পী ও বণিকদিগের বাস, যে দেশে বড় বড় চাষী থাকে, যে জনপদের প্রতি লোকের অনুরাগ আছে, যাহা শত্রুবিদ্বেষী, শত্রু-পীড়া-সহিষ্ণু, বিস্তীর্ণ, নানাদেশীয় লোকে পরিপূর্ণ, যে দেশে ধর্ম্ম আছে, যে দেশে অনেক পশু আছে, যে দেশ ধনশালী, যে দেশের নেতা মূর্খ ও ব্যসনী নয়—এইরূপ জনপদই প্রশস্ত। যত্নের সহিত সেই দেশেরই বৃদ্ধিসাধনের চেষ্টা করিতে হইবে; তাহা হইতেই সকল উন্নতি প্রবর্ত্তিত হয় ॥৫৪-৫৬॥

পর্ব্বত-নদী মরুভূমি এবং বন আশ্রয় করিয়া সুগভীর অথচ চওড়া পরিখাবেষ্টিত, উচ্চ প্রাচীর ও পুরদ্বার-যুক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ গিরিদুর্গ, জলদুর্গ, মরুদুর্গ ও বনদুর্গ রাখিবে। দুর্গের মধ্যে নগর স্থাপন করিবে এবং উহার মধ্যে প্রচুর জল, ধান্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য ও ধন রাখিবে; আর যাহাতে দুর্গটি সুদৃঢ় ও বহুকালস্থায়ী হয় তাহা করিতে হইবে। নরপতির দুর্গ না থাকিলে তিনি বায়ু-বিচলিত মেঘের অবয়বের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হন ॥৫৭-৫৮॥

তীব্রবুদ্ধিসম্পন্ন দুর্গের বিষয় অনুশীলনকারী ব্যক্তিগণ জলদুর্গ, গিরিদুর্গ,

বনদুর্গ, ঐরিণদুর্গ অর্থাৎ উষরভূমিনির্ম্মিত দুর্গ, এবং মরুভূমি নির্ম্মিত দুর্গ—এই পাঁচ প্রকার দুর্গকেই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥৫৯॥ জল-অন্ন-আয়ুধ ও যন্ত্রযুক্ত, ধীর-যোদ্ধাগণ কর্ত্তৃক অধিষ্টিত এবং গুপ্তস্থান বহুল—এইরূপ দুর্গই প্রাচীন আচার্য্যগণের অনুমোদিত ॥৬০॥ সহসা বাহির হওয়া যায় এইরূপ দুর্গ, এবং জল ও জঙ্গলযুক্ত দুর্গভূমিই ঐশ্বর্য্যকামী নরপতির বসবাসে প্রশস্ত ॥৬১॥

আমদানী বেশী রপ্তানী কম্, লোকবিখ্যাত, যাহা হইতে দেব-পূজা হইয়া থাকে, প্রার্থিত-দ্রব্যসম্পন্ন, মনোহর, বিশ্বস্ত লোক দ্বারা রক্ষিত, মুক্তা-রত্ন ও স্বর্ণে পরিপূর্ণ, পিতৃপিতামহক্রমে পরিচিত, ধর্ম্মে অর্জ্জিত, ব্যয়সহিষ্ণু—এইরূপ কোষ অর্থাৎ ধনাগার কোষজ্ঞগণের সম্মত ॥৬২-৬৩॥ ধনশালী রাজা ধর্ম্মের জন্য, অর্থের জন্য, ভৃত্যগণের পালনের জন্য এবং আপদ্ নিবারণের জন্য কোষ-রক্ষা করিবেন ॥৬৪॥

পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষের আচরিত, আজ্ঞাপালনকারী, পরের অভেদ্য, নির্দ্দিষ্টকালে বেতন প্রাপ্ত, বিখ্যাত পরাক্রম ( পাঠান্তর—জনপদবাসী ), শিল্প-কুশল, নিপুণ আত্মীয়বর্গে পরিবৃত, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন, জলে-স্থলে-আকাশে-ভূগর্ভে দিনে ও রাত্রে যুদ্ধবিশারদ, নানাবিধ যোদ্ধাগণে সমাকীর্ণ, সুশিক্ষিত হয়-হস্তি-যুক্ত, প্রবাসের ক্লেশ ও বহুবিধ দুঃখ এবং যুদ্ধে পরিশ্রম-সমর্থ, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ে দ্বৈধভাবরহিত, বহুক্ষত্রিয়যুক্ত,—এইরূপ ভাবের দণ্ডই ( অর্থাৎ সৈন্যই ) দণ্ডজ্ঞ ( অর্থাৎ সৈন্যের সারবেত্তা ) ব্যক্তিগণের অভিমত ॥৬৫-৬৭॥

ত্যাগী, বিজ্ঞানবেত্তা, সত্ত্বসম্পন্ন, প্রবল-সহায়সম্পন্ন, প্রিয়ভাষী, আয়তিক্ষম ( ভবিষ্যতেও হিতকারী ), শত্রুতার অপাত্র, সৎকুলসম্পন্ন—এইরূপ ব্যক্তিকে মিত্র করিবে ॥৬৮॥ দারুণ-কষ্ট উপস্থিত হইলেও নির্ম্মল-চিত্ত-সৎকুলজাত-সুহৃৎ নিঃসন্দেহে চতুরস্র ( অর্থাৎ অবিচল ) থাকে ॥৬৯॥ পিতৃপিতামহক্রমাগত, দ্বিধাভাববিহীন, মনের মত, মহৎ, শীঘ্র-উদ্‌যোগী—

এইরূপ গুণসম্পন্ন মিত্রই বাঞ্ছনীয় ॥৭০॥ দূরে থাকিয়াও আসিয়া উপস্থিত হয়, স্পষ্ট-অর্থযুক্ত-হৃদয়স্পর্শী বাক্য বলে, সম্মানের সহিত দান করে—এই তিনটি মিত্রসংগ্রহ অর্থাৎ মিত্রের নিকট পাওয়া যায় ॥৭১॥ ধর্ম্ম অর্থ ও কামপ্রাপ্তি মিত্র হইতে হইয়া থাকে; এই তিনটি যে মিত্র হইতে হয় না, পণ্ডিত ব্যক্তি সেরূপ মিত্র করিবে না ॥৭২॥ সজ্জনের মিত্রতা নদীর ন্যায় প্রথম অবস্থায় ক্ষীণ, মধ্য অবস্থায় বৃহৎ এবং শেষ অবস্থায় পদে পদে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে; ইহাদের মিত্রতা কখনও নষ্ট হয় না ॥৭৩॥ পুত্রপৌত্রাদি, বিবাহ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত, বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত (পাঠান্তর—বংশগত মিত্রসম্বন্ধযুক্ত ও যে দেশের সহিত মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে এইরূপ দেশক্রমাগত মিত্র) এবং নানাবিধ বিপদে পরিত্রাণকারী—এই চারি প্রকার মিত্র জানিবে ॥৭৪॥ শুচিতা, ত্যাগশীলতা, শৌর্য্য; সুখে দুঃখে সমভাব, অনুরাগ, দক্ষতা এবং সত্যবাদিতা এইগুলি মিত্রের গুণ ॥৭৫॥ মিত্রের প্রতি অনুরাগই সংক্ষেপে মিত্রের লক্ষণ। যাহাতে ইহা নাই সে মিত্র নয়, তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না ॥৭৬॥

এইরূপে সমস্ত সপ্তাঙ্গ রাজ্যের কথা বলা হইল। উপায়ের সহিত অর্থপ্রয়োগ করিলে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুনিপুণ-মন্ত্রী দ্বারা রাজ্য পরিচালিত হইলে নিত্য ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে ॥৭৭॥ যেমন অন্তরাত্মা প্রকৃতির অবলম্বনে এই চরাচর বিশ্ব ভোগ করেন সেইরূপ নরপতি প্রকৃতি অর্থাৎ প্রজাবর্গে মিলিত হইয়া সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন ॥৭৮॥ রাজা প্রজাপুঞ্জকর্ত্তৃক সম্যকরূপে পূজিত হইয়া (পাঠান্তর—সপ্তাঙ্গ রাজ্য সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া) সমাদরে সাম্রাজ্য পালন করিবেন। রাজা রাজ্যপালন করিলে চিরকাল ঐশ্বর্য্যের চরম পদ প্রাপ্ত হন ॥৭৯॥ সুধীর নরপতি সপ্তাঙ্গ রাজ্যপালনের উপযুক্ত গুণে সমন্বিত হইলে উৎকর্ষতায় সকলের বাঞ্ছনীয় হন; প্রবল বায়ু মেঘের পক্ষে যেরূপ হয় সেইরূপ এই রাজা রণক্ষেত্রে শত্রুদিগের নিকট প্রবল

হইয়া থাকেন ॥৮০॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে প্রকৃতিসম্পৎ নামক চতুর্থ-সর্গ ॥

---

## পঞ্চম সর্গ।

### অনুজীবীগণের বৃত্তি।

স্বধর্ম্মনিরত অনুজীবীগণ অনুগত হইয়া প্রজাপালন-ধর্ম্মে অবস্থিত কল্প-বৃক্ষ সদৃশ গুনবান্ নরপতির সেবা করিবে ॥১॥ দ্রব্য-প্রকৃতি ( অর্থাৎ অমাত্য প্রভৃতি দণ্ডপর্য্যন্ত ) কিছুমাত্র না থাকিলেও সেব্যগুণান্বিত নরপতির সেবা করিবে; তাহা হইলে কালান্তরে অর্থাৎ অবস্থার পরি-বর্ত্তনে সেবাকারীগণ আজীবন প্রশংসনীয় হয় ॥২॥ ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া স্থানুর ন্যায় শুষ্ক হওয়াও বরং ভাল তথাপি অনাত্মসম্পন্ন অর্থাৎ স্বভাবভ্রষ্ট রাজার নিকট পণ্ডিত ব্যক্তি জীবিকার চেষ্টা করিবে না ॥৩॥ অনাত্মবান্ নীতিদ্বেষী নরপতি অতুলঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া ( পাঠান্তর— শত্রুর সম্পদ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ নিজের মিত্রকেও শত্রু করিয়া ফেলে, বলিয়া ) বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও ঐ সমুদয় ঐশ্বর্য্যের সহিত বিনষ্ট হয় ॥৪॥ আত্মবান্ রাজার নিকট বিকারশূন্য এবং নিপুণ মন্ত্রী, চাকরী পাইয়া কর্ত্তব্য ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত হইলে স্বীয় পদে দৃঢ়ভাবে বসিতে পারেন ॥৫॥ মন্ত্রী যে কার্য্য ভবিষ্যতে ও বর্ত্তমানে সুসমীচীন, বেগ পাইয়াও তাহা করিবে কিন্তু লোকের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না ॥৬॥ [ অনাত্মবান্ রাজার সংশ্রব লইবে না যেহেতু ] তিল চাঁপাফুলের সংসর্গে থাকিলে তাহার সুগন্ধ প্রাপ্ত হয়। তিল-তৈল চাঁপাফুলের গন্ধ গ্রহণ করে। সকল গুণই সংসর্গ পাইলে সংক্রমিত হয় ॥৭॥ গঙ্গার জলও সমুদ্রে পড়িলে অপেয় হয়। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি অসতের সম্পর্কে আসিবে না ॥৮॥ মেধাবী ব্যক্তি বিপন্ন হইয়াও বিশুদ্ধভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা হইলে তিনি

এই জগতে প্রশংসনীয় হন এবং লোক-সমাজে হীন হন না ॥৯॥ স্থির, পুণ্যদায়ক, বিখ্যাত, সিদ্ধগণের সেবিত, প্রশংসনীয় বিন্ধ্যগিরি যেমন সিদ্ধিকামী ব্যক্তির অভিলষিত সেইরূপ [ অনুজীবী ] নিজের অভীষ্টসিদ্ধি কামনায় বাঞ্ছনীয় স্থির পবিত্র বিখ্যাত স্বজনসেবিত প্রশংসনীয় ভূপতির সেবা করিবে ॥১০॥ এই জগতে লোকে যে যে দুর্ল্লভ বস্তু পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, মেধাবী ( বুদ্ধিমান্ উদ্যোগী ) ব্যক্তি সেই সেই বস্তু পাইয়া থাকে, অতএব উদ্যম করা কর্ত্তব্য ॥১১॥ যথাবিধি রাজার সেবা করিতে ইচ্ছু এমন অনুজীবী-ব্যক্তি, বিদ্যা বিনয় ও শিল্প প্রভৃতি দ্বারা আপনার যোগ্যতা প্রতিপাদন করিবে ॥১২॥

কুল শীল বিদ্যা শাস্ত্রার্থব্যবহার-পারদর্শী উদারতা পরাক্রম ধৈর্য্য সুগঠিত-শরীর সত্ত্ব বল আরোগ্য স্থিরতা শুচিতা ও দয়ালুতা যুক্ত, পৈশুন্য দ্রোহ ভেদ শঠতা লোভ ও মিথ্যা বর্জ্জিত এবং স্তম্ভ চপলতা বিহীন—এই-রূপ ব্যক্তি রাজসেবার উপযুক্ত ॥১৩।১৪॥ কার্য্যদক্ষতা ভদ্রতা দৃঢ়তা ক্ষমা ক্লেশসহিষ্ণুতা সন্তোষ সুস্বভাব এবং উৎসাহ—এই সকল গুণগুলি অনুজীবী ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে ॥১৫॥ অর্থোপধাশুদ্ধ পূর্ব্বোক্ত গুণ সমুদায়ে সতত বিভূষিত অনুজীবী ব্যক্তি অর্থলাভের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতির উত্তমরূপে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ হয় ॥১৬॥

রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিযুক্ত-স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বিনয় সহকারে যথাকালে রাজসেবা করিবে ॥১৭॥ পরকীয় স্থান ও আসন, ক্রূরতা, ঔদ্ধত্য ও মাৎসর্য্য ত্যাগ করিবে এবং বয়োবৃদ্ধের সহিত চড়াভাবে কথাবার্ত্তা বলিবে না ॥১৮॥ বিসম্বাদ বঞ্চনা দম্ভ ও চৌর্য্য পরিত্যাগ করিবে। রাজার পুত্রদিগকে এবং প্রিয়পাত্রদিগকে নমস্কার করিবে ॥১৯॥ রাজার নর্ম্ম-সচিবগণের সহিত অল্পমাত্রও অপ্রিয় কথা বলিবে না; কারণ তাহারা সভাস্থলে উচ্চহাস্য করিয়াও মর্ম্মভেদ করিয়া থাকে ॥২০॥ রাজার উপবেশনের পরে

উপবেশন করিয়া অন্যদিকে চাহিবে না; পরস্পর কথোপকথন করিবে না; রাজার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে ॥২১॥ এখানে কে আছে, এই কথা রাজা বলিলে, আমি আছি—আজ্ঞা করুণ, এই কথা বলিবে। রাজা আজ্ঞা করিলে যথাশক্তি অবিলম্বে আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে ॥২২॥ রাজসভায় উচ্চৈঃস্বরে কথা, হাস্য ( পাঠান্তরে—কাস ), থুথুফেলা, নিন্দা করা, হাইতোলা, আড়মোড়া ভাঙ্গা এবং আঙুল মটকানা—এইগুলি পরিত্যাগ করিবে ॥২৩॥ চিত্তজ্ঞ ব্যক্তির সম্মতভাবে অনুরাগের সহিত রাজার চিত্তে প্রবেশ করিতে হইবে; রাজার পক্ষ সমর্থন করিবে এবং রাজা কথা বলিলে বিবেচনা সহকারে কথা বলিবে ॥২৪॥ আমোদ প্রমোদের সভায় রাজার আদেশ অনুসারে নিজের নিশ্চিত মত প্রকাশ করিবে এবং বিবাদ-স্থলে বিচারে-সুনিশ্চিত-মত প্রকাশ করিবে ॥২৫॥ রাজার কথার শেষ হইতে না হইতে ঐ বিষয় জানা থাকিলেও উত্তর দিবে না, প্রবীণ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও অভিমান পরিত্যাগ করিবে ॥২৬॥ কোন বিষয় খুব ভালরূপে জানা থাকিলেও ( জিজ্ঞাসিত হইয়া ) সংক্ষেপে তাহা বলিবে এবং নীতি অনুসারে ঐ কার্য্য করিবার সময় কর্ম্ম দ্বারা উহার বিশেষত্ব প্রমাণ করিবে ॥২৭॥ [ রাজা ] আপদ্‌কালে কুপথে গমন করিলে অথবা কার্য্য করিবার সময় অতিক্রান্ত হইলে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কল্যাণকর বাক্য বলিবে ॥২৮॥ প্রিয়, তথ্য ( যথার্থ ), পথ্য ( পরিণাম হিতকর ), ধর্ম্মযুক্ত এবং ন্যায্যবাক্য বলিবে; অশ্রদ্ধেয়, অসত্য ( পাঠান্তর—অসভ্য ), শোনা কথা এবং কটু কথা ত্যাগ করিবে ॥২৯॥ দেশজ্ঞ এবং কালজ্ঞ ব্যক্তি উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত সময়ে পরের উপকার সাধন করিবে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিতকারী-দেশকালজ্ঞব্যক্তির সহায়তায় স্বার্থ-সাধন করিবে ॥৩০॥ প্রভুর গুপ্ত কার্য্য ও মন্ত্রনা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করিবে না ॥৩১॥ [ অনুজীবী ব্যক্তি ] ধাত্রী প্রভৃতি স্ত্রীদিগের সহিত,

কঞ্চুকী প্রভৃতি অন্তঃপুরের স্ত্রীদর্শীদিগের সহিত, পাপী ( বৈরান্বেষী ), শত্রুপ্রেরিত-দূত ও রাজবিতাড়িত-ব্যক্তিগণের সহিত অংশী হইয়া কারবার করিবে না এবং তাহাদের সংস্রবও ত্যাগ করিবে ॥৩২॥ ভূপতির পরিচ্ছদ ও বাক্যের অনুকরণ করিবে না। বুদ্ধিমান্ অনুজীবী ব্যক্তি রাজার মত গুণসম্পন্ন হইলে নিজের সেই সকল গুণের স্পর্দ্ধা করিবে না ॥৩৩॥ হিতাচরণকারী ব্যক্তি ইঙ্গিত এবং আকারের ( ভাবভঙ্গীর ) তত্ত্বজ্ঞ হইবে। এইরূপ অনুজীবী ব্যক্তি আকার ইঙ্গিতের দ্বারা রাজার অনুরাগ ও বিরাগ জানিবে ॥৩৪॥ [ গুণবান্ অনুজীবীকে ] দেখিয়া [ রাজা ] প্রসন্ন হন, আদর করেন, তাহার কথা শুনেন, নিজের নিকটে বসিতে আসন দেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করেন ॥৩৫॥ নির্জ্জন-স্থানে বা গুপ্ত-স্থানে দেখা হইলে রাজা আশঙ্কিত হন না; এইরূপ স্থানে ঐরূপ অনুজীবী নিজের কিংবা তাহার যে কোন কথা বলিলে তিনি আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকেন ॥৩৬॥ প্রশংসনীয় বিষয়ে প্রশংসা করেন; কেহ তাহাকে ( গুণান্বিত অনুজীবীকে ) প্রশংসা করিলে আনন্দিত হন; কথা প্রসঙ্গে তাহাকে স্মরণ করেন এবং আনন্দিত হইয়া তাহার গুণাবলীর প্রশংসা করেন ॥৩৭॥ পথ্য-বাক্য বলিলে তাহা নিন্দা মনে না করিয়া সহ্য করেন; তাহার বাক্যকে বহুমান করিয়া সেই বাক্য পালন করেন ॥৩৮॥ (তাহাদের বৃদ্ধিতে প্রসন্ন হন এবং তাহাদের ব্যসন উপস্থিত হইলে দুঃখিত হন)। * [ এইগুলি অনুজীবীদিগের প্রতি রাজার অনুরাগের লক্ষণ ]।

অনুজীবী ব্যক্তি দুঃসাধ্যসাধনরূপ উপকার করিলেও রাজা তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন; তাহার কৃতকর্ম্ম অপরে করিয়াছে বলেন ॥৩৯॥ তাহার বিপক্ষে কথা বলেন এবং মরিলেও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে পুরস্কার পাইবে বলেন কিন্তু কার্য্য সম্পন্ন হইলে ফলে অন্যথা করেন ॥৪০॥ [ তাহার সম্বন্ধে ] যে বাক্যে কিঞ্চিৎ মধুরতা প্রকাশ

* এই অংশটুকু ট্রাভাঙ্কুরের সংস্করণে অতিরিক্ত আছে।

করেন তাহার অর্থ ই নিষ্ঠুরতা ; এবং সভা মধ্যে তাহার কেবল নিন্দাই প্রকাশ করেন ॥৪১॥ [ তাহার প্রতি ] কুপিত না হইয়াও কোপভাব দেখান, প্রসন্নতাও নিষ্ফল। [ ঐ অনুজীবী ] কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে হঠাৎ চলিয়া যান এবং রুক্ষভাবে বার বার দেখেন ॥৪২॥ [ বিনা কারণে হাসেন ও চলিয়া যান, রুক্ষভাবে দেখেন, বৃত্তির জন্য জানাইলে সহসা উঠিয়া চলিয়া যান ॥ ] * মর্ম্মচ্ছেদী কথা বলেন, গুণের বিশেষ আদর করেন না, দোষই দেখেন এবং বৃত্তিচ্ছেদ করেন ॥৪৩॥ ভাল কথা বলিলেও সেই কথা অন্য ভাবে সমর্থন করেন এবং অসন্তুষ্ট হইয়া কথার মাঝখানে কথা বন্ধ করিয়া দেন ॥৪৪॥ শয্যায় উপাসনা করিলে নিদ্রিতের ভাণ দেখান, যত্ন করিয়া জাগাইলেও ( পাঠান্তর—আরাধনা করিলেও ) নিদ্রিতের ন্যায় চেষ্টা দেখান অর্থাৎ পাশ ফিরিয়া শয়ন করেন। [ এইগুলি অনুজীবীদিগের প্রতি বিরক্তের লক্ষণ ] ॥৪৫॥ এই পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা হইল এই সমুদয় অনুরক্ত ও বিরক্তের লক্ষণ॥ অনুরক্তের নিকট হইতে বৃত্তি কামনা করিবে এবং বিরক্তকে পরিত্যাগ করিবে ॥৪৬॥

নির্গুণ স্বামীকেও আপৎকালে ত্যাগ করিবে না। যে অনুজীবী বিপৎকালেও প্রভুর সেবা করে তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি আর কেহই নাই ॥৪৭॥ শান্তির সময়ে সৎপ্রকৃতি-অনুজীবিবর্গের কার্য্যকারিত্ব ঠিক লক্ষ্য-পথে আসে না, কিন্তু বিপৎকালে ( বিরোধ কালে—পাঠান্তর ) এই সকল ধর্ম্ম-ধুরন্ধর-( কর্ম্মধুরন্ধর—পাঠান্তর ) গণের নাম উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥৪৮॥ মহৎ ব্যক্তিগণের যে উপকারিতা তাহা প্রশংসনীয় এবং আনন্দনীয়। এই উপকার অল্প মাত্র হইলেও যথাকালে অত্যন্ত অভ্যুদয় ও কল্যাণসাধন করে ॥৪৯॥ অকার্য্যে নিষেধ করা এবং সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া ইহাই সংক্ষেপে বন্ধু মিত্র এবং অনুজীবীদিগের সদ্বৃত্ত ( উত্তম ব্যবহার ) বলিয়া কথিত হয় ॥৫০॥

---

* এই শ্লোকটি ট্রাভাঙ্কুরের পুস্তকে অতিরিক্ত আছে।

রাজার পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরবর্গ মদ্যপানের আকৃড়া, বেশ্যা-নর্ত্তকীর মজ্‌লিস এবং পাশা বা জুয়াখেলার আড্ডায় অতিবাহিত করিবার নির্দ্দিষ্ট সময়াদি নির্দ্দেশ প্রভৃতি উপায় দ্বারা প্রমত্ত রাজার চৈতন্য সম্পাদন করিবে ॥৫১॥ অন্যায় কার্য্যে আসক্ত রাজাকে যাহারা উপেক্ষা করে সেই অকৃতজ্ঞ অনুজীবীগণ রাজার সহিত বিনষ্ট হয় ॥৫২॥

হে দেব ? হে নাথ ? আপনার জয় হউক, আপনি আজ্ঞা করুন, আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আদরপূর্ব্বক এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভৃত্যগণ রাজার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে ॥৫৩॥ স্বামীর চিত্তের অনুবর্ত্তন করা অনুজীবীদিগের সদ্বৃত্ত, যেহেতু নিরন্তর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিলে রাক্ষসদিগকেও বশীভূত করা যায় ॥৫৪॥ বুদ্ধিমান্ বলশালী ও উদ্‌যোগী মহাত্মাদিগের কোন বস্তুই দুর্ল্লভ হয় না। প্রিয়বাদী এবং ছন্দানুবর্ত্তী মানুষের পৃথিবীতে কেহই পর হইতে পারে না ॥৫৫॥

অলস অসন্তুষ্ট ( সত্ত্বহীন—পাঠান্তর ) মূর্খ এবং অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে জননীও কোন বস্তু দিবার সময় তাহার প্রতি পরাঙ্মুখী অর্থাৎ স্নেহশূন্য হন ॥৫৬॥

যাহারা শূর, বিদ্বান্ এবং স্বামীর চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া সেবাকুশল হন বিকাসিনী রাজসম্পৎ তাহাদেরই ভোগ্য হইয়া থাকে ॥৫৭॥ অপ্রিয় ব্যাপারও পথ্য ( হিতকর ) হইয়া থাকে, ইহাই বৃদ্ধগণের মত ; বৃদ্ধের অনুশাসন মানিয়া চলিলে [ অপ্রিয় হইয়াও পুনরায় ] প্রীতিভাজন হইয়া থাকে ॥৫৮॥ পৃথিবীতে মেঘের ন্যায় রাজা সকল প্রাণিবর্গেরই উপজীব্য হয় ; কিন্তু রাজা জীবিকার উপায়প্রদ না হইলে শুষ্ক বৃক্ষকে যেমন পাখীরা ত্যাগ করে সেইরূপ প্রাণিবর্গও ঐ রাজাকে ত্যাগ করিয়া থাকে ॥৫৯॥ [লোক] কুল, জাতি, ( বিদ্যা—পাঠান্তর) এবং শৌর্য্য এ সকল কিছুই গণনা করে না ; দুর্বৃত্তই হউক বা হীন জাতিই ( পাঠান্তরে—লজ্জাভিই ) হউক, দাতার প্রতি লোক অনুরক্ত হয় ॥৬০॥ লক্ষ্মীই একমাত্র লোকানুসরণের কারণ ; লক্ষ্মী-

অপেক্ষায় অনুসরণের কারণ আর কিছুই নাই। যাহার অর্থ এবং সামর্থ্য আছে, লোক তাহারই অনুসরণ করে ॥৬১॥ কার্য্যপ্রার্থী ব্যক্তিগণ, উন্নতিশীল ব্যক্তিগণেরই পূজা করিয়া থাকে। যাহার উন্নতি নাই এতাদৃশ শত্রু-সদৃশ ব্যক্তির সেবা কে করে? ॥৬২॥ * ॥ মনুষ্য মাত্রেই অর্থের আকাঙ্ক্ষায় জলদনলেও ঝাঁপ দিতে চায় অর্থাৎ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করে। অথবা লোক অর্থের প্রার্থী হইয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির অনুসরণ করে, দেখ বাছুর প্রাণধারণের উপায় না পাইয়া দুগ্ধবিহীন মাতাকেও ত্যাগ করে ॥৬৩॥

নরপতি কালক্ষেপ না করিয়া অনুজীবী ভৃত্যগণের কর্ম্ম-দক্ষতা অনুসারে জীবিকার ব্যবস্থা করিবেন ॥৬৪॥ দেশ কাল এবং পাত্র ভেদে ব্যবস্থাপিত বৃত্তির বিলোপ করিবেন না; এইরূপ বৃত্তি লোপ করিলে রাজা নিন্দিত হইয়া থাকেন ॥৬৫॥ সজ্জননিন্দিত অপাত্রে দান কদাচ করিবে না; অপাত্রে ধন দানের ন্যায় কোষক্ষয়কর আর কিছুই নাই ॥৬৬॥

মহানুভব মহীপতি [ অনুজীবীর ] কুল, বিদ্যা, শ্রুত ( বহু বৃত্তান্তের জ্ঞান), শৌর্য্য, সুশীলতা, ভূতপূর্ব্বতা ( পুরুষ পরম্পরায় সম্বন্ধ ), বয়স এবং অবস্থা দেখিয়া আদর করিবেন ॥৬৭॥ সৎকুলজাত সচ্চরিত্র এবং মনস্বী ব্যক্তির অবমান করিবেন না; ইহারা স্বীয় মান রক্ষার জন্য অবমাননাকারী স্বামীকে ত্যাগ করে অথবা বিনষ্ট করে ॥৬৮॥ মধ্যম এবং অধম ( অর্থাৎ নীচকুলোৎপন্ন ) ব্যক্তিগণও উত্তম গুণযুক্ত হইলে তাহাদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; তাহারা উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইলে রাজার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে ॥৬৯॥ উত্তম আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তির সহিত সমান মান্য দিবে না; এইরূপ আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষীণ অর্থাৎ কোষ-বল-শূন্য হইলেও বিবেচক বলিয়া আশ্রয়ণীয় হয় ॥৭০॥ এই ধরাতলে বিবেচনারহিত স্থানে পণ্ডিতেরা থাকেন না, কারণ আলোক শূন্য স্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় মণির সহিত কাচের সমতা হইয়া থাকে ॥৭১॥ কল্পতরুর ন্যায় যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া

* এই শ্লোক ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে নাই।

মহাত্মাগণ অবস্থান করেন সেই ব্যক্তির জীবন প্রশংসনীয়, তিনিই শ্রীমান্ এবং তাঁহার সত্য সত্যই ঐশ্বর্য্যভোগ হইয়া থাকে ॥৭২॥ জগতে শ্রীমান্ লোকের সর্ব্বদা-বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অতুল ঐশ্বর্য্যে কি ফল, যদি তাহা আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বচ্ছন্দে ভোগ না হয়? ॥৭৩॥ [রাজা] সমস্ত আয়ের স্থানে বিশ্বস্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিবেন। সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা [ পৃথিবীর ] রস আকর্ষণ করেন, সেইরূপ রাজা ঐ সমস্ত বিশ্বস্ত লোক দ্বারা ধন গ্রহণ করিবেন ॥৭৪॥ কাজকর্ম্মে অভ্যস্ত, কাজকর্ম্মে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন, উপধাশুদ্ধ এবং কার্য্য-বিশারদ ব্যক্তির অভিমত অথচ উদ্যোগী এমন ব্যক্তিকে সকল কার্য্যে অধ্যক্ষ করিবেন ॥৭৫॥ যেমন ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি অনেক বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কেবল নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করিতেই সমর্থ হয়, সেইরূপ যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাহাকে সেই বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন ॥৭৬॥

নরপতি কোষ্ঠাগার অর্থাৎ ধনাগার ও পণ্যাগারের বিষয় বিশেষরূপে বুঝিবেন, যেহেতু ইহার উপরই [ রাজত্বের ] জীবন নির্ভর করে। আয়ের অধিক ব্যয় করিবেন না এবং প্রতিদিনই কোষ্ঠাগারের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ॥৭৭॥ কৃষি, বাণিজ্যের রাস্তা, দুর্গ, সেতু, হাতিধরা, খনি, বনজ-দ্রব্য এবং জনশূন্য স্থানে উপনিবেশ স্থাপন—এই গুলিকে অষ্টবর্গ কহে। রাজা শান্তির সময়ে এই অষ্টবর্গের বৃদ্ধি-সাধন করিবেন। কার্য্যসাধন-তৎপর উপজীবীগণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য উক্ত অষ্টবর্গের বিধান করিবেন ॥৭৮—৭৯॥ ভূপতি যে যে বৃত্তি দ্বারা অর্থ লাভ করেন অর্থশূন্য হইয়াও পণ্যজীবীদিগকে সেই সেই বৃত্তিতে করভারে পীড়িত করিবেন না ॥৮০॥ যেমন কাঁটাগাছের শাখার সাহায্যে নিপুণভাবে শস্য রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ফল লাভের অর্থাৎ অর্থলাভের জন্য দণ্ড-প্রয়োগ করিতে হয়, যেহেতু দণ্ডধারণই পৃথিবী ভোগের কারণ ॥৮১॥

আয়ুক্তক ( শাসনবিভাগীয় রাজপুরুষ ), চোর, শত্রু, রাজার প্রিয়পাত্র-গণ এবং রাজার লোভ—এই পাঁচটি প্রজাদিগের ভয়ের কারণ ॥৮২॥ রাজা

প্রজাদিগের এই পাঁচ প্রকার ভয় দূর করিয়া ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—বৃদ্ধির জন্য যথাকালে ধন গ্রহণ করিবেন ॥৮৩॥ যেমন গাভী পালন করিয়া যথাকালে দোহন করিতে হয়, যেমন লতাকে জলসেক দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া যথা-সময়ে ফলপুষ্প চয়ন করিতে হয়, সেইরূপ রাজা প্রজাপালন করিবেন এবং যথাকালে তাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ করিবেন ॥৮৪॥ যেরূপ বর্দ্ধিত বিস্ফোটককে ভাল করিয়া গালিয়া দিতে হয় সেইরূপ অভিযুক্ত প্রজারা অনল সদৃশ রাজার নিকট সুশাসিত হইয়া বর্ত্তমান থাকে ॥৮৫॥ যে দুষ্ট লোকেরা রাজার নিকট অল্পমাত্রও অন্যায় করে, সেই নির্ব্বোধ লোকেরা অনলে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায় ॥৮৬॥ কোষজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা ধনাগার পরিবর্দ্ধিত করিবেন এবং ত্রিবর্গ-বৃদ্ধির জন্য যথাকালে ইহার ব্যয়ও করিবেন ॥৮৭॥ যেমন দেবগণ কর্ত্তৃক পীতাবশিষ্ট শারদীয় শশধরের কৃশতাও শোভন বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেইরূপ ধর্ম্মের জন্য অর্থশূন্য নরপতির ধনক্ষয়ও শোভা পায় ॥৮৮॥ শাস্ত্রার্থের ইহাই নিশ্চয় যে বৃহস্পতিকেও বিশ্বাস করিবে না, যেরূপ ব্যবহার দেখিবে সেইরূপ বিশ্বাস করিবে ॥৮৯॥ অবিশ্বাসীর বিশ্বাসী হইবে; বিশ্বাসীকে অতি বিশ্বাস করিবে না; যাহাকে বিশ্বাস করা যায় সেই ঐশ্বর্য্যশালী হয় ॥৯০॥

অনুজীবীগণের চিত্ত অনুক্ষণ কার্য্যের আকার ধারণ করে, রাজা যোগীর ন্যায় সমাহিত হইয়া তাহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিবেন অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকে রাজা প্রগাঢ় চিন্তা করিয়া তাহাদিগের অবস্থা বুঝিবেন ॥৯১॥ যাঁহার অনুজীবীগণ অনুগত এবং পরিতুষ্ট হইয়াছে, প্রজাগণ যাঁহার মধুর বাক্যে ও চরিত্রে অনুরক্ত হইয়াছে, এবং যিনি নিপুণ ও যাঁহার রাজ্যতন্ত্র তাঁহাতে অতিমাত্র আসক্ত হইয়াছে—এইরূপ নরপতি চিরকাল উন্নতির সহিত বিরাজমান থাকেন ॥৯২॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে অনুজীবীর কার্য্য নামক পঞ্চম সর্গ ॥

---

# ষষ্ঠ সর্গ।

## কণ্টক-শোধন।

রাজা ব্যবহার এবং শাস্ত্রে কুশল হইয়া নিপুণ অনুজীবীগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া রাজ্যের বহিরঙ্গ ও অভ্যন্তরাঙ্গের অবস্থা বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন ।।১।। নিজের শরীর—অভ্যন্তরাঙ্গ ; এবং রাজ্য—বহিরঙ্গ। এই দুইটিতে পরস্পরের আশ্রয়-সম্বন্ধ থাকায় শরীর ও রাজ্য একই বলা হয় ।।২।। রাষ্ট্র হইতেই সমস্ত [ সপ্তাঙ্গ ] রাজ্যাঙ্গের উৎপত্তি, অতএব সর্ব্ববিধযত্ন দ্বারা রাজা রাষ্ট্রের উন্নতি-সাধন করিবেন ।।৩।। লোকপালনের নিমিত্তই শরীররক্ষা করিবেন, লোক-রক্ষা করাই রাজার ধর্ম্ম ; এই ধর্ম্মরক্ষা করিবার উপায় একমাত্র শরীর ।।৪।। ঋষিকল্প মহীপালগণ ধর্ম্মসঙ্গত হিংসা করিয়া থাকেন, অতএব [ রাজা ] অসাধু পাপিষ্ঠদিগকে বধ করিয়া পাপে লিপ্ত হন না ।।৫।। ধর্ম্মরক্ষাকারী রাজা ধর্ম্মানুসারে অর্থবৃদ্ধি করিবেন এবং যে সকল লোক প্রজাদিগের পীড়ন করে তিনি তাহাদের শাসন করিবেন ।।৬।। আগমবেত্তা আর্য্যগণ যে কার্য্যের প্রশংসা করেন, তাহাই ধর্ম্ম ; এবং যাহার নিন্দা করেন, তাহাই অধর্ম্ম ।।৭।। রাজা কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তাহা জানিয়া বৃদ্ধানুশাসন মানিয়া উত্তমরূপে প্রজাগণের রক্ষা করিবেন এবং বিপক্ষের চর প্রভৃতির বধ করিবেন ।।৮।।

যে সকল পাপিষ্ঠ রাজবল্লভ ( শ্যালক নর্ম্মসহচরপ্রভৃতি ) একা একা অথবা দলবদ্ধ হইয়া রাজ্যের পীড়ন করে, সেই সকল লোক দুষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ।।৯।। রাজা লোকের বিদ্বেষভাজন ঐরূপ দুষ্টদিগকে গোপনে বধ করিবেন, অথবা ঐ দুষ্টদিগের দোষ সাধারণে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিবেন ।।১০।। রাজা নির্জ্জন স্থানে দেখা করিবার ছল করিয়া ঐ দুষ্টব্যক্তিকে আহ্বান করিবেন ; এবং [ রাজার পরামর্শানুসারে ] কতকগুলি লোক অস্ত্র শস্ত্র গোপন করিয়া সঙ্কেত অনুসারে তাহার ( দুষ্ট

ব্যক্তির ) পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে। বিশ্বস্ত দ্বাররক্ষকগণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট লোকদিগকে শোধিত করিবে অর্থাৎ তাহাদিগের লুক্কায়িত অস্ত্র শস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। ঐ লুক্কায়িতভাবে অস্ত্রধারীগণ স্পষ্টভাবে বলিবে যে তাহারা ঐ দুষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক রাজাকে বধ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে দোষী করিয়া প্রজাপুঞ্জের বৃদ্ধির নিমিত্ত রাজলক্ষ্মীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য রাজা শল্য উদ্ধার করিবেন অর্থাৎ রাজ্যের অনিষ্টকারী দুষ্টের দমন করিবেন॥১১—১৩॥ সুপ্ত পরিপুষ্ট বীজাঙ্কুর সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া যেমন যথাকালে উত্তম ফলপ্রদ হয় সেইরূপ প্রজাগণ পরিপুষ্ট ও রক্ষিত হইলে যথাসময়ে রাজ্যের শুভকারী হইয়া থাকে ॥১৪॥ রাজা তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রয়োগ করিলে প্রজাবর্গ উদ্বেজিত হয় এবং মৃদু দণ্ড প্রয়োগ করিলে রাজা পরাভূত হন ; অতএব নিরপেক্ষ-ভাবে যথাযথ দণ্ড প্রয়োগ করিবেন॥১৫॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে কণ্টকশোধন নামক ষষ্ঠ সর্গ ॥

---

## সপ্তম সর্গ।

### রাজপুত্ররক্ষণ।

রাজা প্রজাপুঞ্জের এবং নিজের কল্যাণের জন্য নিজ পুত্রের রক্ষা করিবেন। যেহেতু পুত্রগণ রক্ষিত না হইলে তাহারা অর্থলোলুপ হইয়া এই রাজাকেই হত্যা করিয়া থাকে ॥১॥ নিরঙ্কুশ মদমত্ত গজের ন্যায় রাজপুত্রগণ অভিমানভরে ভ্রাতা কিংবা পিতাকেও মারিয়া ফেলে ॥২॥ ব্যাঘ্র যাহার গন্ধ পাইয়াছে সেইরূপ মাংসকে যেমন অতিকষ্টে রক্ষা করিতে হয় সেইরূপ মদগর্ব্বিত রাজপুত্রগণের প্রার্থিত রাজ্যও সর্ব্বতোভাবে বহু কষ্টে রক্ষিত হয় ॥৩॥ তাহারা রক্ষিত অর্থাৎ সম্যকরূপে পালিত ও শাসিত হইয়াও যদি কোন প্রকার ছিদ্র প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে

সিংহ-শাবকের ন্যায় রক্ষাকারীকে নিশ্চয়ই নিহত করে ॥৪॥ নৃপতি উন্নতিলাভের নিমিত্ত পুত্রগণকে শিক্ষা দ্বারা বিনীত করিবেন, যেহেতু কুমারগণ অবিনীত হইলে অবিলম্বে বংশ ধ্বংস হয় ॥৫॥ বিনীত ঔরস পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন এবং পুত্র অবিনীত হইলে দুষ্ট গজের ন্যায় তাহাকে সুখবন্ধনে আবদ্ধ রাখিবেন অর্থাৎ বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়া ঐ অবিনীত পুত্রকে আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন ॥৬॥ রাজপুত্র অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যেহেতু ঐ পুত্র পরিত্যক্ত হইয়া কষ্ট পাইলে শত্রুপক্ষের আশ্রয় লইয়া পিতাকে নিহত করে ॥৭॥ রাজপুত্র ব্যসনলিপ্ত হইলে সেই ব্যসন আশ্রয় করিয়াই তাহাকে কষ্টে ফেলিবে এবং তাহাকে এমন ক্লেশ দিবে যে যাহাতে সেই ক্লেশের কথা [ সে স্বয়ংই ] পিতার নিকট জানায় ॥৮॥

## আত্মরক্ষা।

রাজা বিশেষ সতর্কতার সহিত নিজের ব্যবহার্য্য যান, শয্যা, আসন, পানীয়, খাদ্য, বস্ত্র ও বিভূষণ ( পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ) এই সমুদয় দ্রব্য বিষাক্ত কি না তাহা বুঝিবেন ।৯॥ জাঙ্গলজ্ঞ ( অর্থাৎ জঙ্গলের বিষ যাহারা চেনে এইরূপ ) বৈদ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূপতি বিষনাশক জলে স্নান, বিষনাশক মণি ধারণ এবং পরীক্ষিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিবেন ॥১০॥ ভৃঙ্গরাজ, শুক ( টিয়াপাখী ) এবং শারিকা এই সকল পক্ষীরা বিষধর-সর্প দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া চীৎকার করে ॥১১॥ বিষ দেখিয়া চকোরের দুই চক্ষু বিরক্ত হয় অর্থাৎ চকোর বিষের দিকে চাহিতে পারে না অন্যদিকে চাহিয়া থাকে। ক্রৌঞ্চ বিষ দেখিয়া অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়ে এবং প্রবাদ আছে যে কোকিল বিষ দেখিলে মরিয়া যায় ॥১২॥ বিষ দেখিয়া জীবঞ্জীব ( অর্থাৎ তিত্তির পাখী ) অবসন্ন হইয়া পড়ে। [ রাজা ] এই সমুদয় পক্ষীর মধ্যে যে কোনও একটি পক্ষী দ্বারা খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করিয়া আহার করিবেন ॥১৩॥

ময়ূর এবং পৃষত ( এক প্রকার মৃগ ) যেখানে বেড়ায় সেখানে সাপ থাকে না ; অতএব বাড়ীতে ইহাদিগকে ছাড়িয়া রাখিবে ॥১৪॥

খাদ্য দ্রব্য ও অন্ন পরীক্ষার জন্য অগ্রে অগ্নিতে দিবে, তারপরে পক্ষী-দিগকে দিবে, এই উপায়ে বিষ আছে কি না তাহা ধরা পড়িবে ॥১৫॥ বিষমিশ্রিত খাদ্য অগ্নিতে পুড়িলে অগ্নির ধূম ও শিখা নীলবর্ণ হয় এবং ফট্ ফট্ শব্দ হয়, আর বিষমিশ্রিত অন্ন খাইলে পক্ষীগণ মরিয়া যায় ॥১৬॥

অন্নে বিষ মিশ্রিত হইলে ভাত ভাল সিদ্ধ হয় না, প্যাচ প্যাচে ( পাঠান্তরে—মাদকগুণযুক্ত ) হয়, শীঘ্র ঠাণ্ডা ( পাঠান্তরে—শক্ত ) হইয়া যায়, বিবর্ণ হয় এবং ভাতের ধূম ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণ প্রাপ্ত হয় ॥১৭॥ ব্যঞ্জনে বিষ মিশ্রিত হইলে ঐ ব্যঞ্জন শীঘ্রই শুকাইয়া যায় এবং চট্‌কাইলে শ্যামবর্ণের ফেনা হয় ; আর ব্যঞ্জনের গন্ধ স্পর্শ এবং রস নষ্ট হইয়া যায় ॥১৮॥ দ্রব দ্রব্য অর্থাৎ রস ঝোল প্রভৃতি বিষ মিশ্রিত হইলে পাকের সময় তাহার ছায়া হয় অতিরিক্ত হয় নতুবা একবারেই হয় না, উপরে রেখা রেখা দেখা যায় এবং খুব্ ফেনা হয় ॥১৯॥ বিষ-দূষিত হইলে মধ্যে রেখা সমস্ত উর্দ্ধগত হয় ; তাহা রসের নীলবর্ণ, দুগ্ধের তাম্রবর্ণ, মদ্য এবং জলের কোকিলের ন্যায় বর্ণ, দধির শ্যামবর্ণ ( বৈদূর্য্যমণির বর্ণ ) হইয়া থাকে ( পাঠান্তরে—ছিদ্রযুক্ত হয় ) ॥২০॥ আর্দ্রবস্তু সকল ( রসযুক্ত ফলাদি ) বিষদূষিত হইলে সদ্য সদ্যই মলিন হইয়া যায়, পাক-ব্যতিরেকেও নীলবর্ণ কাথ বাহির হয় ও দ্রব্যটি বিবর্ণ হয় ; ইহা বিষ-বেত্তাগণ বলেন ॥২১॥ সকল শুষ্ক দ্রব্য ( শুষ্ক মাংস প্রভৃতি ) বিষযুক্ত হইলে বিশীর্ণ হয় এবং শীঘ্রই বিবর্ণ হয় ; উহা খসখসে হইলে কোমল হয় এবং কোমল থাকিলে খসখসে হয় ; আর ইহার নিকটে ক্ষুদ্র জন্তু পিপীলিকাদি থাকিলে ( বিষবায়ু সংস্পর্শে ) মরিয়া যায় ॥২২॥

প্রাবার ( উত্তরীয় শাল প্রভৃতি ) এবং আস্তরণে ( চাদর প্রভৃতিতে ) বিষ লাগিলে উহা বিবর্ণ হয় এবং কুঁকড়িয়া যায়। আর সূতা পালক ও লোমে বিষ লাগিলে উহা ঝড়িয়া পড়ে ॥২৩॥ লৌহ ও মণি ( রত্ন )

বিষ সংযুক্ত হইলে উহাদের উপরে ময়লা জমিয়া যায় এবং উহাদের প্রভাব ( কার্য্যকারিত্ব ) স্নেহ ( চাকচিক্য ) গুরুতা ( ভার ) বর্ণ এবং স্বাভাবিক স্পর্শগুণ নষ্ট হইয়া যায় ॥২৪॥

মুখ শুকাইয়া যায় এবং নীলবর্ণ হয় ও ত্বগ্‌ভেদ ( গায়ে ফোষ্‌কা ) হয়, ( পাঠান্তরে—বাগ্‌ভঙ্গ অর্থাৎ কথা জড়াইয়া যায় ) বার বার হাই উঠে, টলে পড়ে, কাঁপিতে থাকে, ঘর্ম্ম হয়, নিজের বশে থাকিতে পারে না, দৃষ্টি স্থির থাকে না, নিজের কাজ করিতে করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, এবং নিজে যে স্থানে অবস্থান করিতেছে সেস্থানে স্থির থাকিতে পারে না— এইগুলি বিচক্ষণ ব্যক্তি বিষপানকারী ব্যক্তিতে লক্ষ্য করিবেন ॥২৫-২৬॥

ঔষধ সরবৎ জল এবং খাদ্য দ্রব্য—এই সমস্ত আহার কালে যাহারা প্রস্তুত করিয়াছে তাহাদিগকে খাওয়াইয়া রাজা স্বয়ং খাইবেন ॥২৭॥

পরিচারিকাগণ, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া মুদ্রিত অর্থাৎ মোড়কের উপর পরীক্ষকের ছাপযুক্ত প্রসাধনদ্রব্য ( ক্ষুর, নরুন, কাঁচি গন্ধদ্রব্য তৈল প্রভৃতি ) নৃপতিকে আনিয়া দিবে ॥২৮॥ পরের নিকট হইতে যে সমস্ত আসিবে তাহা সমস্তই পরীক্ষা করিতে হইবে। রক্ষকগণ নিজের লোক এবং পর হইতে রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে ॥২৯॥

রাজা নিজের জানিত অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির অনুমোদিত যানে এবং বাহনে আরোহণ করিবেন। অপরিচিত কিংবা সঙ্কট ( একখানি গাড়িমাত্র যাইতে পারে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ) পথে যাইবেন না ॥৩০॥ যাহাদের কাজে কখনও দোষ দেখা যায় নাই এবং বংশপরম্পরায় বিশ্বস্ত তাহাদিগকে এক এক বিভাগে নিযুক্ত করিয়া নিজের সন্নিকটে রাখিবেন ॥৩১॥ অধার্ম্মিক, ক্রূর, যাহাদের দোষ দৃষ্ট হইয়াছে, যাহারা পদচ্যুত হইয়াছে এবং শত্রুর নিকট হইতে যাহারা আসিয়াছে ইহাদিগকে দূর হইতে ত্যাগ করিবেন ॥৩২॥ যে নৌকা ঝড় খেয়েছে, যাহার নাবিকরা পরীক্ষিত নয় ( পাঠান্তরে—অবিশ্বস্ত নাবিকগণে পরিপূর্ণ ), যে নৌকা অন্য নৌকার সাহায্যে চলে অথবা

গরমজবুত এরূপ নৌকায় চড়িবেন না ॥৩৩॥ গ্রীষ্মের দিনে পাড়ের ধারে বিশ্বস্ত সৈন্যগণ রহিয়াছে দেখিয়া কুম্ভীর এমন কি মাছও থাকিবে না—এরূপ জলে বন্ধুগণের সহিত স্নান করিবেন ॥৩৪॥ বনে বেড়াইতে যাইবেন না; নগরের বাহিরে বিশুদ্ধ বাগান-বাড়ীতে বেড়াইতে যাইবেন; নিজের বয়সের অনুরূপ স্ফূর্ত্তি উত্তমরূপে করিবেন কিন্তু বিষয়ের উপভোগে রত হইয়া তাহাতেই মাতিয়া যাইবেন না ॥৩৫॥

[রাজার] পশ্চাৎভাগের যান সুবিনীত ও উত্তম বেগযুক্ত হইবে, গমন পথে খাত গর্ত্ত উঁচু নিচু প্রভৃতি থাকিবে না এবং উহা অভ্যস্ত পথ হইবে, আর যে বন বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং প্রান্তসীমা রক্ষিত হইয়াছে এইরূপ বনে লক্ষ্য সিদ্ধির (টিপ করার) জন্য [রাজা] অল্প আহারী হইয়া মৃগয়ায় যাইবেন ॥৩৬॥ মাতার নিকটে যাইতে ইচ্ছা হইলেও অগ্রে গৃহশোধন করাইবেন অর্থাৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না পরীক্ষা করিবেন এবং বিশ্বস্ত অস্ত্রধারীগণ সঙ্গে লইয়া মাতার গৃহে প্রবেশ করিবেন এবং নির্জ্জনে বা সঙ্কট স্থানে থাকিবেন না ॥৩৭॥ (রাজত্বের) কোন উৎপাত উপস্থিত না হইলে যখন বাতাসে খুব ধূলি উড়িতেছে এরূপ সময়, অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে এরূপ সময়, প্রখর রৌদ্রের সময় এবং অন্ধকারের সময় অর্থাৎ দুর্য্যোগের সময় রাজা কদাচ বাহির হইবেন না ॥৩৮॥ বহির্গমন ও প্রবেশকালে নরপতি রাজপথের চারিদিক হইতে লোকজন সরাইয়া রাস্তায় লোকের চলাচল বন্ধ করিয়া সমারোহের সহিত গমন করিবেন ॥৩৯॥

যাত্রা (দেবতার উৎসব) ও সাধারণ উৎসব এবং সমাজ (সভা)—এই সকল স্থানের যেখানে অত্যধিক লোকের ভিড় সেখানে [রাজা] যাইবেন না, আর অনিয়মিত সময়েও যাইবেন না ॥৪০॥

কঞ্চুক ও উষ্ণীশধারী নপুংসক, কুব্জ, কিরাত জাতি এবং বামনগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া রাজা অন্তঃপুরে বিচরণ করিবেন ॥৪১॥ উপধাশুদ্ধ, প্রভুর চিত্তজ্ঞ নপুংসক বামন প্রভৃতি অন্তঃপুরের অমাত্যগণ শস্ত্র অগ্নি ও

বিষ পরিত্যাগ করিয়া রাজাকে অপ্রমত্তভাবে খেলা করাইবে ॥৪২॥ নীতিবৃদ্ধের অনুমোদিত আযুক্ত-কুশল ( কর্ত্তব্যকার্য্যে নিপুণ ) পরিহিত-বর্ম্ম অন্তঃপুররক্ষী সৈন্যগণ রাজাকে অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষা করিবে ॥৪৩॥ আশী বৎসর বয়সের পুরুষ, পঞ্চাশ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং যে সকল আগারিক অর্থাৎ কুব্জ বামন খোজা প্রভৃতি ইহাদের দ্বারা অবরোধের অর্থাৎ পুরাঙ্গনাগণের শৌচ জানিবেন অর্থাৎ ইহারা উপধাশুদ্ধ কি না তাহা বুঝিবেন ॥৪৪॥ গণিকাগণ স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ উত্তম পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া রাজার আরাধনা করিবে ॥৪৫॥ অন্তঃপুরচারী লোক ঐন্দ্রজালিক, জটাধারী ( সন্ন্যাসী ), মুণ্ডিতমস্তক ( বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি ) এবং বাহিরের দাসদাসীর সহিত সংশ্রব করিবে না ॥৪৬॥ অবরোধের লোক সকল কোন কারণ উপস্থিত হইলে বাহিরে যাইবার সময় ও ভিতরে আসিবার সময় দ্বারপালকে অভিজ্ঞান দেখাইয়া গমনাগমন করিবে ॥৪৭॥ রাজা পীড়িত অনুজীবীর সহিত দেখা করিবেন না, তবে মৃত্যুন্মুখ হইলে দেখা করিবেন ; ( পাঠান্তরে—গুরুতর কার্য্যানুরোধে দেখা করিবেন ) ; যেহেতু মরণোন্মুখ ব্যক্তি সকলেরই গুরু ( পাঠান্তরে—কার্য্যই সকলের গুরু ) ॥৪৮॥ রাজা স্নানান্তে সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া উৎকৃষ্ট মালা পরিয়া এবং মনোহর ভূষণে বিভূষিত হইয়া কৃতস্নানা বিশুদ্ধ-বস্ত্র-পরিধানা এবং সুভূষিতা রাজমহিষীর সহিত দেখা করিবেন ॥৪৯॥ পুরের বাহির হইতে এবং আত্মীয়ের নিকট হইতে একবারেই দেবীর গৃহে যাইবেন না অর্থাৎ স্ত্রীর ঘরের সংবাদ না লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবেন না। 'আমি স্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয়' এই বিশ্বাস স্ত্রীলোকদিগের করিবে না ॥৫০॥ [ কেন বিশ্বাস করিবে না, তাহার কারণ দেখান হইতেছে ] কলিঙ্গরাজ ভদ্রসেন মহিষীর গৃহে আসিলে সেখানে বীরসেন স্বীয় ভ্রাতাকে বধ করে এবং করূষ-দেশাধিপতি মহিষীর গৃহে আসিলে তাঁহার ঔরস পুত্র মাতার শয্যার নীচে লুকাইয়া থাকিয়া পিতাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল ॥৫১॥ 'এই খই মধু মাখা' ইহা

বলিয়া বিষ-মাখান খই নির্জ্জনে কাশীরাজাকে খাওয়াইয়া তাঁহার প্রধানা পত্নী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল ॥৫২॥ পরন্তপ নামক সৌবীর-দেশের রাজার প্রধানা পত্নী তাঁহার কড়া কথায় রুষ্ট হইয়া বিষমাখান মেখলামণির আঘাতে স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। অবন্তীরাজ বৈরূপ্যকে (পাঠান্তরে—বৈরুণ্যকে) তাঁহার প্রধানা মহিষী সপত্নীদিগের মিথ্যা বাক্যে স্বামী কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া নূপুরের বাহিরের অংশে বিষ মাখাইয়া ক্রীড়ার সময় ঐ নূপুরের আঘাতে স্বামীকে হত্যা করে এবং অযোধ্যার রাজা জারুষের প্রধান মহিষী স্বামী অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হওয়ায় রুষ্ট হইয়া সম্ভোগের পর প্রসাধনকালে বিষ মাখানা আর্শি হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ার ছলে রাজাকে তাহার আঘাতে মারিয়া ফেলে ॥৫৩॥ বৃষ্ণিবংশীয় বিদূরথ (বিড়ূরথ—পাঠান্তর) পত্নীর ধন বেশ্যার সহিত ভোগ করায় ঐ স্ত্রী বেণীর মধ্যে অস্ত্র গোপনে রাখিয়া স্বগৃহে নিদ্রিত স্বামীকে ঐ অস্ত্র দ্বারা হত্যা করে। অতএব স্ত্রী সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাস প্রভৃতি উল্লিখিত ব্যাপার সমুদয় পরিত্যাগ করিবে। আর বিষপ্রয়োগাদি ব্যাপার এক মাত্র শত্রুতেই প্রয়োগ করিবে ॥৫৪॥ অত্যন্ত বিশ্বস্ত পুরুষগণ দ্বারা যাঁহার পত্নীরা সুরক্ষিত হয় তাঁহার সমুদায় ভোগের সহিত ইহলোক ও পরলোক করতলগত হইয়া থাকে ॥৫৫॥ নরপতি ধর্ম্মরক্ষার জন্য বাজীকরণ ঔষধ ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদা প্রতিদিন প্রত্যেক পত্নীতে যথাক্রমে গমন করিবেন ॥৫৬॥ দিনার অবসানে কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রত্যেক বিভাগগুলি দেখিয়া লোকজন বিদায় দিয়া বিশ্বস্ত অন্তর্বংশিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিতভাবে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রমদাগণের সহিত বিহার অবসানে অনাসক্তভাবে নিদ্রা যাইবেন ॥৫৭॥

নরপতি নিরন্তর নীতি অনুসরণ পূর্ব্বক জাগরূক থাকিলে এই পৃথিবীতে প্রজাসকল বিপদশূন্য হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। আর নরনাথ প্রমত্তচিত্তে নিদ্রিত থাকিলে অর্থাৎ নীতি ত্যাগ করিয়া অনবহিত-চিত্ত হইলে প্রজারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়ে এবং নরপতি জাগরূক হইলে

জগৎ প্রবুদ্ধ হয়। ( পাঠান্তরে—রাজা প্রমত্ত চিত্তে নিদ্রিত হইলে প্রজাগণ ভীত ত্রস্ত হয় এবং রাজসম্বন্ধীয় চিন্তা জগৎকে ব্যথিত করিয়া তোলে ) ॥৫৮॥ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রাচীন মুনিগণ রাজা ও রাজ্যের উত্তম লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। অতএব নরপতি কথিত নীতিশাস্ত্রানুসারে রাজ্য পালন করিলে সাক্ষাৎ প্রজাপালক [ বিষ্ণু ] বলিয়া কল্পিত হন ॥৫৯॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে রাজপুত্ররক্ষণ ও আত্মরক্ষণ নামক সপ্তম সর্গ ॥

---

# অষ্টম সর্গ।

## মণ্ডলযোনি।

অমাত্য এবং মন্ত্রীগণের সহিত কোষদণ্ডযুক্ত হইয়া মণ্ডলাধিপতি দুর্গে অবস্থান করিয়া মণ্ডলের বিষয় সকল দিক চিন্তা করিবেন ॥১॥ রাজা বিশুদ্ধ মণ্ডলে অবস্থান করিলে রথীর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন; আর মণ্ডল অশুদ্ধ হইলে রথচক্রের ন্যায় অবসন্ন হন অর্থাৎ চাকার ঘেরের কাঠ কমজোর হইলে যেমন উহা ভাঙ্গিয়া যায় সেইরূপ সপ্তাঙ্গ রাজ্য ঠিক ভাবে পরিচালিত না হইলে রাজা রাজ্য-পরিভ্রষ্ট হন ॥২॥ অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্র যেমন সকল লোকের প্রীতিকর হয় সেইরূপ সম্পূর্ণ-মণ্ডল নরপতি লোকের আনন্দ-বর্দ্ধন করে; অতএব জয়েচ্ছু-নরপতি সর্ব্বদা সম্পূর্ণ মণ্ডল হইবেন ॥৩॥

বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে বিজিগীষু ( বিজয়কামী ) নরপতির অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড এই পাঁচটি প্রকৃতি অর্থাৎ রাজ্যের মূল বলিয়া কথিত হয় ॥৪॥ বৃহস্পতি বলেন যে পূর্ব্বকথিত পাঁচটি, ষষ্ঠ মিত্র এবং সপ্তম রাজা—এই সাতটির সমষ্টিই রাজ্যের প্রকৃতি ॥৫॥

যিনি প্রকৃতিসম্পন্ন, অত্যন্ত উৎসাহযুক্ত ও পরিশ্রমী এবং শত্রুজয়ের ইচ্ছাই যাহার স্বভাব এইরূপ গুণসম্পন্ন রাজা বিজিগীষু বলিয়া কথিত হয় ॥৬॥ কৌলিন্য, জ্ঞানবৃদ্ধের সেবা, উৎসাহ, স্থূল-লক্ষতা ( বড় নজর ), পরাভিপ্রায়

জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, প্রগল্‌ভতা, সত্যবাদিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, অক্ষুদ্রতা (কৃপণতা-রাহিত্য), প্রশ্রয় ( সস্নেহ আদর ), নিজের প্রাধান্য, দেশকালজ্ঞান, দৃঢ়তা, সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা, সকল বিষয়ে জ্ঞান-সম্পন্নতা, নিপুণতা, বল ও ঔদার্য্য, গূঢ়মন্ত্রতা, বৃথাকলহত্যাগিতা, বীরত্ব, ভক্তিজ্ঞত্ব ( পরকৃত ভক্তি বুঝিবার ক্ষমতা ), কৃতজ্ঞতা, শরণাগতের প্রতি বাৎসল্য, ক্রোধরাহিত্য, চাঞ্চল্যশূন্যতা, শাস্ত্রানুসারে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন, কৃতিত্ব, দূরদর্শিতা, পরিশ্রমে অকাতরতা, বাগ্মিতা, ক্রূরপরিষৎ-শূন্যতা, প্রকৃতি-স্ফীততা ( রাজ্যাঙ্গের পরিপূর্ণতা )—এইগুলি বিজিগীষু নরপতির গুণ বলিয়া কথিত হয় ॥৭-১১॥

রাজা সমস্ত গুণবিহীন হইয়াও যদি প্রতাপবান্ হন তাহা হইলে সেই প্রতাপান্বিত রাজা হইতে, সিংহ হইতে মৃগেরা যেমন ভয় পায়, শত্রুরাও সেইরূপ ভীত হয় ॥১২॥ রাজা প্রতাপান্বিত হইলে বিশাল রাজলক্ষ্মীর অধিকারী হন, অতএব উদ্যম সহকারে আপন প্রতাপ জাহির করিবেন ॥১৩॥ একই বিষয়ে ( উভয়ের ) আগ্রহই শত্রুতার লক্ষণ ; ( পাশাপাশি জমীর সীমা লইয়া শত্রুতার লক্ষণ প্রকাশ পায়—ব্যাখ্যাকার ) ; শত্রু বিজিগীষু-গুণসম্পন্ন হইলে সেই শত্রুই দারুণ শত্রু হয় ॥১৪॥ যে শত্রু লোভী, ক্রূর, অলস, মিথ্যাবাদী, অসাবধান, ভীরু, চঞ্চল, মূঢ় এবং সেনানীর অবমাননাকারী সেই শত্রুই অনায়াসে উচ্ছেদযোগ্য ॥১৫॥

বিজিগীষু রাজার সম্মুখবর্ত্তী রাজা বিজিগীষুর শত্রু ; এই শত্রুর পরবর্ত্তী রাজা বিজিগীষুর মিত্র ; এই মিত্র-রাজার পরবর্ত্তী-রাজা বিজিগীষুর শত্রুর মিত্র ; এই রাজার পরবর্ত্তী রাজা বিজিগীষুর মিত্রের মিত্র ; এই রাজার পরবর্ত্তী রাজা বিজিগীষুর মিত্রের শত্রুর যে মিত্র-রাজা তাহার মিত্র। এইরূপে একান্তরিত ভাবে শত্রু ও মিত্র বুঝিতে হইবে—সুতরাং শত্রুর মিত্রপক্ষই শত্রু এবং মিত্রের মিত্রপক্ষই মিত্র ; এই নিয়মে রাজার স্বাভাবিক পর পর শত্রু ও মিত্র হইয়া থাকে ॥১৬॥ বিজিগীষু-নরপতির

মণ্ডলের পৃষ্ঠদেশের রাজাদিগের সাঙ্কেতিক নাম—শত্রুর যে মিত্র অর্থাৎ বিজিগীষুর চতুর্থ—( বিজিগীষুকে লইয়া চতুর্থ )—যে রাজা তাহার নাম পার্ষ্ণিগ্রাহ। শত্রুর শত্রু, বিজিগীষুর তৃতীয় অর্থাৎ বিজিগীষুর মিত্র ইহার নাম আক্রন্দ। বিজিগীষুর মিত্রের মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহের পরবর্ত্তী রাজা অর্থাৎ বিজিগীষুর পঞ্চম, ইহার নাম আসার ( বা আক্রন্দাসার )। আর অরিমিত্রের মিত্র অর্থাৎ বিজিগীষুর ষষ্ঠ ইহার নামও আসার অর্থাৎ পার্ষ্ণিগ্রাহাসার। ইহারাই বিজিগীষুর পৃষ্ঠবর্ত্তী-মণ্ডল ॥১৭॥ বিজিগীষু-রাজার রাজ্যের সহিত পরবর্ত্তী রাজার রাজ্যের সীমা পাশাপাশি থাকায় এই পরবর্ত্তী রাজা বিজিগীষুর সহজ শত্রু; এই শত্রু মিত্রভাবাপন্ন হইলে ইহার নাম মধ্যম; এই মধ্যম বিজিগীষুর সহিত যোগ দিয়া বিজিগীষুকে অনুগ্রহ করিতেও সমর্থ কিংবা এই মধ্যম যদি বিজিগীষুর সহিত মিলিত না হয় অর্থাৎ বিরুদ্ধ আচরণ করে ( শত্রুপক্ষ অবলম্বন করে ) তাহা হইলে বিজিগীষুকে নিগৃহীত করিতেও সমর্থ হয় ॥১৮॥ [ দশ বা বারজন রাজার রাজ্য লইয়া চক্রবর্ত্তী রাজার ক্ষেত্র; এই ক্ষেত্রকে মণ্ডল কহে; ইহার মধ্যে একান্তরিত ভাবে মিত্রতা ও একের অনন্তরিত ভাবে শত্রুতা স্বাভাবিক থাকে; কি মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী রাজারা পরস্পর মিত্র-ভাবাপন্ন। ] [ এই ] মণ্ডলের বাহিরের বলবান্ রাজাকে উদাসীন কহে। এই মণ্ডল মিলিত থাকিলে ঐ উদাসীন অনুগ্রহ ( বন্ধুত্ব ) করে এবং ঐ মণ্ডল বিচ্ছিন্ন হইলে অর্থাৎ একজন বা সকলেই যদি পরস্পর আলাহিদা হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ বলাধিক উদাসীন ঐ বিচ্ছিন্নকে বধ করিতে সমর্থ হয় ॥১৯॥

অরি, বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন এই চারিটিকে মূল-প্রকৃতি বলা হয়। নীতিতন্ত্রকুশল ময়দানব এই চারিটিকে চতুষ্ক-মণ্ডল বলিয়াছেন ॥২০॥ বিজিগীষু, অরি, মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, মধ্যম এবং উদাসীন এই ছয়টিকে পুলোমা এবং ইন্দ্র ষট্‌ক-মণ্ডল বলিয়াছেন ॥২১॥ উদাসীন এবং মধ্যম ইহারা বিজিগীষুর মণ্ডলের অন্তর্গত। উদাসীন, মধ্যম ও দশরাজকমণ্ডল—

ইহাদিগকে উশনা (শুক্রাচার্য্য) দ্বাদশরাজক-মণ্ডল বলিয়াছেন। [ ৩৫ শ্লোকে দশক-মণ্ডল দ্রষ্টব্য ] ॥২২॥ এই বারটি রাজার শত্রু এবং মিত্রকে পৃথক পৃথক করিয়া ধরিতে হইবে, তাহা হইলে ছত্রিশটি হয় অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত দ্বাদশ রাজা এবং ইহাদের প্রত্যেকর অরি ও মিত্র ধরিয়া চব্বিশটি, এই ছত্রিশটিকে ষট্‌ত্রিংশংক-মণ্ডল মহর্ষিগণ ( পাঠান্তরে—ময়দানব ) বলিয়াছেন ॥২৩॥ দ্বাদশ-রাজাদিগের অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড এইগুলি প্রত্যেকের পাঁচটি পাঁচটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ আছে; মনুমতাবলম্বী পণ্ডিতেরা ইহাকে অমাত্যাদি-প্রকৃতি কহেন ॥২৪॥ মৌলিক দ্বাদশ রাজা যাহাকে রাজপ্রকৃতি বলে, এই দ্বাদশ ১২, এবং অমাত্যাদ্য-প্রকৃতি ৬০, একুনে বাহাত্তর ৭২, ইহাকে মনুমতাবলম্বীগণ সর্ব্বপ্রকৃতি-মণ্ডল বলেন ॥২৫॥ অরি এবং মিত্র এই উভয়ের অরি এবং উভয়ের সুহৃৎ এই ছয়, আর মৌলিক দ্বাদশ-রাজন-মণ্ডল, এই গুলিকে বৃহস্পতি অষ্টাদশক-মণ্ডল বলিয়াছেন ॥২৬॥ পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ এবং উহাদের অমাত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া (৫ × ১৮ = ৯০ + ১৮ = ১০৮) অষ্টোত্তর-শতক-মণ্ডল হয়, ইহাই কবিগণ বলিয়াছেন ॥২৭। বিশালাক্ষ বলিতেছেন যে অষ্টাদশ-রাজপ্রকৃতি এবং ইহাদের শত্রু মিত্রকে পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া চতুঃপঞ্চাশৎক-মণ্ডল হয় (১৮ × ৩ = ৫৪) ॥২৮॥ এই চুয়ান্নটি রাজা ও ইহাদের অমাত্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া ) ৫৪ × ৫ = ২৭০ + ৫৪ = ৩২৪) সর্ব্বসমেত তিনশত-চব্বিশ-রাজমণ্ডল ॥২৯॥ বিজিগীষুর এবং অরির প্রত্যেকের পৃথক্‌ভাবে সাতটি করিয়া প্রকৃতি আছে; ইহা যোগ করিয়া চতুর্দ্দশক-মণ্ডল বলা হয় ॥৩০॥

অপর পণ্ডিতেরা বলেন যে বিজিগীষু অরি এবং মধ্যম এই তিনজনকে লইয়া ত্রিকমণ্ডল; আর ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্‌রূপে মিত্রযুক্ত হইলে ষট্‌ক-মণ্ডল হয় ॥৩১। এই মণ্ডলবিৎ-পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে এই প্রত্যেক ছয়জন রাজার অমাত্যাদি পঞ্চপ্রকৃতি ধরিলে ষট্‌ত্রিংশংক-মণ্ডল হয় ॥৩২॥

অন্য পণ্ডিতেরা বলেন যে বিজিগীষু অরি এবং মধ্যম ইহাদের প্রত্যেকের

সাতটি করিয়া প্রকৃতি আছে, অতএব সর্ব্বসমেত একবিংশতি প্রকৃতি ॥৩৩॥ মৌলিক রাজা—অরি, বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন—চারিজন। ইহাদিগের প্রত্যেকের মিত্র পৃথক্ ধরিলে আটজন হয়। এই আটজনের প্রত্যেকের অমাত্যাদি পঞ্চপ্রকৃতি পৃথক্ ধরিলে জগতী অক্ষর পরিমিত অর্থাৎ মূল রাজা চারিজন ও বন্ধু চারিজন, এই আটের অমাত্যাদি দ্রব্য-প্রকৃতি চল্লিশ, মোট আটচল্লিশ; ইহার নাম জগতী-মণ্ডল ॥৩৪॥ মণ্ডলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, বিজিগীষু ও তাহার পুরোভাগের অরি, মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র ও মিত্রারিমিত্রমিত্র এই পাঁচজন এবং পশ্চাতে পাঞ্চিগ্রাহ, আক্রন্দ, আক্রন্দাসার ও পাঞ্চিগ্রাহাসার এই চারি, এই সকলকে লইয়া দশক-মণ্ডল হয় ॥৩৫॥ এই দশজন রাজার অমাত্যাদি প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিলে ষষ্টি সংখ্যা হয় (১০×৫=৫০+১০=৬০), ইহাকেই মণ্ডলবিৎ পণ্ডিতেরা ষষ্টিসংখ্যক-মণ্ডল বলেন ॥৩৬॥ বিজিগীষুর সম্মুখে শত্রু এবং মিত্র এই দুই, স্বয়ং বিজিগীষু এবং পশ্চাতে শত্রু ও মিত্র এই দুই, একুনে পাঁচ; ইহাদের প্রত্যেকের অমাত্যাদি প্রকৃতি পৃথক্ ধরিয়া পঁচিশ; এই পঁচিশ ও পূর্ব্বোক্ত পাঁচ মোট ত্রিশ, ইহাকে ত্রিশৎক-মণ্ডল কহে ॥৩৭॥

বহুদর্শীগণ বিজিগীষুর মণ্ডলের বিভাগের ন্যায় শত্রুরও মণ্ডলের বিভাগ দেখিয়া থাকেন। মনীষীগণ [ শত্রুর মণ্ডলবিভাগ সম্বন্ধে ] পঞ্চক-মণ্ডলই উপযুক্ত বলেন এবং ত্রিতয়-মণ্ডলের কথাও বলেন। ( পাঠান্তরে—মনীষীগণ বলেন যে শত্রুর পাঁচটিই মণ্ডল এবং ত্রিংশৎ-মণ্ডলও আছে অর্থাৎ পাঁচটিই রাজপ্রকৃতি এবং ৫×৫=২৫টি দ্রব্যপ্রকৃতি ) ॥৩৮॥ পরাশর বলেন যে প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি দুইটি—একটি অভিযোক্তা, অন্যটি অভিযুক্ত। অভিযোগকারী বলিয়াই অভিযোক্তা প্রধান, আর যাহার উপর অভিযোগ করা হয় সেই অভিযুক্ত অপ্রধান। ফলতঃ বিজিগীষু ও অরি এই দুই প্রকৃতি ॥৩৯॥ বিজিগীষু এবং অরি পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিযোগ করায় উভয়ের অবস্থা এক প্রকারই হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে একই প্রকৃতি ॥৪০॥ এইরূপে

বহুপ্রকার মণ্ডলের নির্দ্দেশ হয়। তাহার মধ্যে দ্বাদশরাজক-মণ্ডল স্পষ্টভাবে সকলের পরিজ্ঞাত ॥৪১॥ আটটি শাখা (মিত্রাদি চারি ও পার্ষ্ণিগ্রাহাদি চারি); চারিটি মূল (অরি, বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন); ষাটটি পত্র (১২×৫=৬০ দ্রব্য-প্রকৃতি); দৈব ও মানুষ এই দুই প্রকৃতিতে অবস্থিত; ছয়টি ফুল (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও সংশ্রয় এই ছয় গুণ); তিনটি ফল (ক্ষয়, স্থান ও বৃদ্ধি); যে ব্যক্তি এইরূপ বৃক্ষকে জানেন তিনিই নীতিজ্ঞ ॥৪২॥ ইতি মণ্ডলযোনি।

## মণ্ডলচরিত।

পার্ষ্ণিগ্রাহ ও পার্ষ্ণিগ্রাহাসার ইহারা শক্রর মিত্র বলিয়া কথিত এবং আক্রন্দ ও আক্রন্দাসার ইহারা বিজিগীষুর মিত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥৪৩॥ পশ্চিমের (পশ্চাতের) অরিদ্বয় সহিত মিত্রদ্বয়ের অর্থাৎ পার্ষ্ণিগ্রাহের সহিত আক্রন্দের এবং পার্ষ্ণিগ্রাহাসারের সহিত আক্রন্দাসারের যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া, ঠিক ঐ ভাবেই পূর্ব্বভাগের (সম্মুখের) শক্র ও শক্রর মিত্র এই উভয়ের সহিত মিত্র ও মিত্রমিত্রের যথাক্রমে বিগ্রহ বাধাইয়া স্বয়ং বিজিগীষু অগ্রসর হইবেন ॥৪৪॥ মিত্র ও মিত্র মিত্র ইহারা যখন অরিমিত্রের মিত্রকে যুদ্ধে স্তম্ভিত করিয়াছে, তখনই ঐ কৃতকার্য্য প্রায় উভয় মিত্রের পশ্চাৎ দাঁড়াইবেন অর্থাৎ বিজিগীষু ঐ সময়ে প্রকাশ্যভাবে মিত্রপক্ষের নরপতির সাহায্য করিবেন [ইহা পূর্ব্বভাগের কথা] ॥৪৫॥ আক্রন্দ এবং স্বয়ং পার্ষ্ণিগ্রাহকে পীড়িত করিবেন। এবং আক্রন্দ ও আক্রন্দাসার দ্বারা পার্ষ্ণিগ্রাহাসারকে পীড়িত করিবেন। [ইহা পশ্চিমভাগের কথা] ॥৪৬॥ স্বয়ং ও মিত্র উভয়ে মিলিয়া রিপুর উচ্ছেদ করিবেন, আর মিত্র ও মিত্রমিত্রের সাহায্যে রিপুমিত্রকে প্রপীড়িত করিবেন ॥৪৭॥ পৃথিবীপতি শক্রর মিত্রের মিত্রকে নিজের মিত্র এবং মিত্রের মিত্র এই উভয় মিত্রের সাহায্যে পীড়িত করিবেন ॥৪৮॥ সর্ব্বদা উত্থানশীল বিজিগীষু নরপতি পূর্ব্বোক্তক্রমে মধ্যে মধ্যে মিত্রদিগের অহিতাচরণকারী শক্রদিগকে পীড়িত করিবেন ॥৪৯॥ উদযোগী

নীতিজ্ঞগণ শত্রুকে সর্ব্বদা উভয়দিকে পীড়িত করিবেন, ইহাতে রিপুর উচ্ছেদ হয় অথবা ঐ শত্রু বশবর্ত্তী হইয়া থাকে ॥৫০॥ সাধারণ কারণে মিত্রতাকারী এবং সামান্য কারণে মিত্রতাভঙ্গকারী, ইহাকেই সামান্য কহে। সামান্য-মিত্রকে সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মসাৎ করিবে অর্থাৎ মিত্র করিয়াই রাখিবে—মিত্রতাভঙ্গ করিতে দিবে না; এইরূপ মিত্র দ্বারা শত্রুকে উচ্ছিন্ন করিবে; তাহা হইলে শত্রুগণ অনায়াসেই উচ্ছেদ যোগ্য হয় ॥৫১॥ কারণ দ্বারাই মিত্র এবং শত্রু হয়। যে কারণে শত্রু হয় সেই কারণ পরিত্যাগ করিবে ॥৫২॥ রাজা প্রধানতঃ সকল স্থানেই সকল প্রজার সহিত মেলা মেশা করিবেন। তাহাদের সহিত মিলিত হইলে সম্পত্তি সর্ব্বাঙ্গীন ভোগ হয়॥ ( পাঠান্তরে—রাজা শত্রু এবং মিত্রের রাজ্যের সকল লোককে অনুরক্ত করিবেন এবং ঐ প্রজাগণকে নিজ রাজ্যে সংস্থাপন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্রীলাভ হয় ) ॥৫৩॥ বিজিগীষু নরপতি দূরবর্ত্তী অর্থাৎ স্বীয় মণ্ডলের বাহিরের মাণ্ডলিক-রাজাগণ এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদ্য দুর্গবাসী-রাজাগণ ইহাদিগকে মিত্র করিবেন, তাহা হইলে ইহাদিগের সহিত বিশেষ বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ রাজারা বিজিগীষুর মণ্ডলের সাধন করিবে অর্থাৎ সহায়ক হইবে ॥৫৪॥ মধ্যম জয় করিবার ইচ্ছায় অভিযানে উন্মুখ হইলে বিজিগীষু শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া ( অর্থাৎ সন্ধি করিয়া ) এক হইয়া থাকিবেন; তাহা হইলে মধ্যম আপনাকে অসক্ত দেখিয়া বিজিগীষুর সহিত সন্ধি করিবেন ॥৫৫॥ উদাসীন অভিযান করিলে সমস্ত মাণ্ডলিকগণ ( অর্থাৎ অরি, বিজিগীষু ও মধ্যম ) পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া (সন্ধি করিয়া মিলিত হইয়া) থাকিবেন কিন্তু পরস্পর মিলিত হইয়া না থাকিতে পারিলে উদাসীনের নিকট পরাজিত হইবে ॥৫৫॥ ক *। প্রবল বিপদ উপস্থিত হইলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিলিতভাবে অবস্থান করিবেন। সঙ্ঘধর্ম্ম অর্থাৎ মিলিতভাবে থাকাই সম্পূর্ণ-আপদ নিবারণের উপায়। ৫৫ খ * ॥

* ৫৫ ক ও খ এই দুইটি শ্লোক ট্রাভাঙ্কুরের সংস্করণে অতিরিক্ত ( ৫৬—৫৭ সংখ্যা )।

সহজশত্রু ও কার্য্যজশত্রু, এই দুই প্রকার শত্রু হয়। স্বকুলোৎপন্ন শত্রুকেই সহজ-শত্রু বলে—এতদ্ভিন্ন যে শত্রু হয়, তাহার নাম কার্য্যজ-শত্রু ॥৫৬॥ উচ্ছেদ, অপচয়, পীড়ন এবং কর্ষণ—এই চারি প্রকার ব্যবহার শত্রু-বিষয়ে আছে, ইহা নীতিশাস্ত্র-বেত্তারা বলিয়া থাকেন ।৫৭॥ সমস্ত প্রকৃতির নাশকেই উচ্ছেদ কহে। যোগ্য-পুরুষগণকে নষ্ট করাকেই পণ্ডিতগণ অপচয় কহেন ।৫৭ ক *॥ পণ্ডিতেরা কোষ রিক্ত করা, দণ্ডসামর্থ্যের হানি করা এবং প্রধান মন্ত্রীর বধ করাকেই কর্ষণ কহেন। এতদ্ভিন্ন অনিষ্ট-সাধনকে পীড়ন কহেন ॥৫৮॥ শত্রু যখন আশ্রয়বিহীন ( প্রবল পৃষ্ঠপোষক-বিহীন ) হয় অথবা দুর্ব্বলকে আশ্রয় করে এইরূপ অবস্থায় ঐ শত্রু সম্পদ্‌যুক্ত হইলেও উচ্ছেদ-যোগ্য হয় ॥৫৯॥ নিজেকেই আশ্রয় বলিয়া মনে করে এমন আশ্রয়াভিমানীকে কালে ( অর্থাৎ সুযোগ বুঝিয়া ) কর্ষণ ও পীড়ন করিবেন। বাস্তবিক আশ্রয় বলিতে দুর্গ অথবা সাধু-সম্মত-মিত্র। ফলতঃ আশ্রয়াভিমানী নিরাশ্রয় ।৬০॥ সকল তন্ত্রের অপহারী বলিয়া বিভীষণের সহজশত্রু সহোদর রাবণ এবং সূর্য্যপুত্র সুগ্রীবের সহজশত্রু সহোদর বালী উচ্ছেদ্য হইয়াছিল। সেইরূপ সর্ব্বতন্ত্র হরণ করিলে নিজশত্রু (অর্থাৎ সহজ জ্ঞাতিশত্রু) উচ্ছেদযোগ্য হয় ।৬১॥ সহজশত্রু ছিদ্র, মর্ম্ম, ( পাঠান্তরে—কর্ম্ম ) ও বীর্য্য ( বল ) (পাঠান্তরে—বিত্ত) জানে ; অতএব অন্তর্গত অগ্নি যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে সেইরূপ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত বলিয়া সহজশত্রু সর্ব্বনাশ সাধন করে ॥৬২॥

যে মিত্র শত্রুরও মিত্র এবং বিজিগীষুরও মিত্র, এইরূপ উভয়াত্মক মিত্র যদি [ ঔদাসীনভাবে না থাকিয়া ] শত্রুর পক্ষপাতিত্ব করে, তাহা হইলে ইন্দ্র যেমন ত্রিশিরাকে সত্বর হইয়া বধ করিয়াছিল সেইরূপ বিজিগীষুও এই পক্ষপাতি মিত্রকে শীঘ্রই বিনষ্ট করিবেন (১) ॥৬৩॥ *। বিজিগীষু আপনার

* ৫৭ ক শ্লোকটি ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে অতিরিক্ত আছে। ( উহাতে ৬০ সংখ্যা )

(১) এই শ্লোকটি ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে ৭৫ সংখ্যক শ্লোক।

উচ্ছেদ আশঙ্কায় বলবান্ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছে এইরূপ কষ্টে পতিত শত্রুর অপচয় করিবেন। (পাঠান্তরে—বিজিগীষু আপনার উচ্ছেদের আশঙ্কায় বলবান্ কর্ত্তৃক নিগৃহীত এবং কষ্টে পতিত শত্রুর উপচয় অর্থাৎ তাহার পৃষ্ঠপোষণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন। তাৎপর্য্য এই যে অন্য বলবান্ রাজা যখন পার্শ্ববর্ত্তী শত্রুকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ঐ শত্রুকে রক্ষা করা আবশ্যক, কেননা, ঐ বলবান্ রাজা শত্রু-রাজ্য-গ্রহণ করিতে পারিলেই এই বিজিগীষুর রাজ্য আক্রমণ করিবে, এই ভয়ে এখানে শত্রুরও সাহায্য করিতে হইবে) ॥৬৪॥ * বিজিগীষু যে শত্রুর উচ্ছেদ করিলে অন্যান্য নূতন শত্রু জন্মায় সেই নূতন শত্রুর উচ্ছেদ করিবেন না; এই নূতন শত্রুকে নিজের অধীন করিয়া রাখিবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজিগীষু ভূম্যনন্তর শত্রুর রাজত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ব্বে বিজিগীষুর যে স্বাভাবিক মিত্র ছিল অর্থাৎ শত্রুর যে ভূম্যনন্তর শত্রু ছিল সেই রাজা এখন বিজিগীষুর ভূম্যনন্তর হওয়ায় স্বাভাবিক শত্রুর স্থান গ্রহণ করিল, সুতরাং এই নূতন শত্রুর সহিত শত্রুতা না রাখিয়া উহাকে হস্তগত করিয়া রাখিবেন ॥৬৫॥ বংশপরম্পরাগত শত্রু দুর্দ্দমনীয় হইলে (পাঠান্তরে—বশবর্ত্তী শত্রু অন্যের সাহায্যে বিদ্রোহী হইলে) ইহাকে বশীভূত করিবার জন্য তাহার বিপক্ষে তাহারই বংশীয় একজনকে দাঁড় করাইবেন ॥৬৬॥ বিষ বিষ দ্বারাই প্রশমিত হয়, হীরকের দ্বারায় হীরকের ছিদ্র করা যায় এবং পরীক্ষিত সামর্থ্যসম্পন্ন গজেন্দ্র দ্বারাই অন্য গজেন্দ্র নিহত হয় ॥৬৭॥ মৎস্য মৎস্যকেই খাইয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে নিশ্চয়ই নষ্ট করে, দেখা যায় রাম রাবণকে বধ করিবার জন্য বিভীষণকে সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন ॥৬৮॥ যে কার্য্য করিলে মণ্ডলের ক্ষোভ উপস্থিত হয়, বুদ্ধিমান্ রাজা তাহা করিবেন না, কিন্তু প্রকৃতির অনুরঞ্জন করিবেন ॥৬৯॥ সাম দান ও মান দ্বারা আত্মীয় প্রকৃতির অনুরঞ্জন করিবেন এবং ভেদ ও দণ্ড প্রয়োগে পরকীয় অর্থাৎ শত্রু ও শত্রু-প্রকৃতির ভেদ-সম্পাদন করিবেন ॥৭০॥

* ট্রাভাঙ্কুরের সংস্করণের এই পাঠান্তরই সমীচীন।

সমস্ত দ্বাদশ মণ্ডল মিত্র ও শত্রুতে পরিপূর্ণ। সকল লোকই স্বার্থপর। কোথাও যে মধ্যস্থতা দেখা যায় তাহাও প্রকৃত পক্ষে মধ্যস্থতা নয় অর্থাৎ স্বস্বার্থ উপস্থিত হইলেই এই মধ্যস্থতা আর থাকে না ॥৭১॥ ভোগপ্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অভ্যুদয় সম্পন্ন মিত্রও বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাকে পীড়ন করিতে হইবে; এবং ঐ মিত্র অত্যন্ত বিকৃত হইলে তাহার নিধন সাধন করিতে হইবে, যেহেতু ঐ মিত্র পাপী এবং রিপুর মধ্যে গণনীয় ॥৭২॥ * ॥ বিজিগীষু নিজের বৃদ্ধির সহায়তাকারী শত্রুকেও মিত্র করিবেন; কিন্তু মিত্রও অহিত-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে ঐ মিত্রকে পরিত্যাগ করিবেন ॥৭৩॥ হিতবিষয়ে যে সর্ব্বদা অত্যন্ত যত্ন করে সেই বন্ধু। [ সাধারণ কার্য্যে ] অনুরক্তই হউক আর বিরক্তই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না, যে উপকারী সেই মিত্র ॥৭৪॥ মিত্রের দোষ জানিতে পারিলে তাহার বিষয় বহুবার বিচার করিয়া ( স্পষ্টভাবে দোষ প্রমাণিত হইলে ) ঐ মিত্রকে ত্যাগ করিবেন; যাহার কোন দোষ নাই এমন মিত্রকে যে ত্যাগ করে সেই ব্যক্তি নিজের ধর্ম্ম এবং অর্থের হানি করে ॥৭৫॥ রাজা স্বয়ং ভৃত্য, মিত্র ও বন্ধুদিগের সর্ব্বদা দোষ ও গুণের অন্বেষণ করিবেন। স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দোষ জানিতে পারিলে তখন দণ্ডপ্রয়োগ প্রশস্ত বলিয়া স্থির করিবেন ॥৭৬॥ স্বতঃ দোষ না জানিয়া কাহারও প্রতি কদাচ কোপ করিবেন না; যেহেতু নির্দোষ ব্যক্তির উপর ক্রোধকারীকে লোক সকল সর্পের ন্যায় মনে করে ॥৭৭॥ মিত্রদিগের মধ্যে কে উত্তম, কে মধ্যম এবং কে অধম তাহা জানিতে হইবে; যেহেতু উত্তম মিত্রের মধ্যম মিত্রের এবং অধম মিত্রের প্রত্যেকের কার্য্যই পৃথক্ পৃথক্। তাৎপর্য্য এই যে, যে যেমন মিত্র তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন ॥৭৮॥ মিত্রদের সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিবেন না এবং সেইরূপ অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগাদিও শুনিবেন না;

---

* ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে এই স্থানে 'বর্ত্ততে ইত্যাদি' করিয়া ৭৫ সং যে শ্লোকটি আছে তাহা কলিকাতা সংস্করণের ৬৩ শ্লোক এবং সেই স্থানেই উহা ধরা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে—যাহারা মিত্রভেদ করায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ॥৭৯॥ প্রায়োগিক অর্থাৎ সাধারণের ব্যবহর্ত্তব্য বাক্য, মাৎসরিক অর্থাৎ পরশ্রীকাতরের বাক্য, মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ লোকের কথা, পাক্ষপাতিক অর্থাৎ পক্ষপাতী বাক্য, সোপন্যাস অর্থাৎ অর্থলিপ্সুর কথা এবং সানুশয় অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপাদনের উপযুক্ত কথা (পাঠান্তরে-সংশয়িত বাক্য অর্থাৎ সন্দেহজনক বাক্য)—এই সকল বাক্য বিশেষরূপে বুঝিবেন ॥৮০॥ বন্ধুদের মধ্যে [বিবাদ উপস্থিত হইলে] রাজা প্রকাশ্যে কোন পক্ষই অবলম্বন করিবেন না এবং বন্ধুদিগের মধ্যে পরস্পর পরশ্রীকাতরতা ঘটিলে রাজা স্বয়ং শীঘ্রই তাহা নিবারণ করিবেন ॥৮১॥ কার্য্যের গুরুতাপ্রযুক্ত কালজ্ঞ-নরপতি নীচলোকদিগের বিদ্যমান দোষকেও ঢাকিয়া অবিদ্যমান গুণেরও কীর্ত্তন করিবেন অর্থাৎ নীচলোকদিগকে হাতে রাখিবার আবশ্যক হইলে তাহাদের দোষ উপেক্ষা করিয়া অযথা গুণেরই উল্লেখ করিবেন। ফলতঃ একটু তোষামোদ করিতে হইবে ॥৮২॥ রাজা উত্তম মধ্যম ও অধম সকল অবস্থার লোককেই মিত্র করিবেন। যাঁহার অনেক মিত্র তিনি শত্রুদিগকে বশবর্ত্তী করিয়া রাখিতে পারেন ॥৮৩॥ লোকের বিপদ্ উপস্থিত হইলে প্রকৃত মিত্র যে ভাবে প্রতীকার করিতে দাঁড়ায় সেইরূপভাবে ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্যক্তিই দাঁড়াইতে পারে না ॥৮৪॥ দৃঢ়ব্রত মিত্রগণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শত্রুদিগকে নিগৃহীত করিবেন; মণ্ডলজ্ঞগণ ইহাকেই বিজিগীষুর মণ্ডলচরিত বলিয়া থাকেন ॥৮৫॥ মিত্র উদাসীন এবং শত্রু ইহাদের লইয়াই বিজিগীষুর মণ্ডল এবং ইহাদের সম্যক্ প্রকারে আয়ত্তীভূত করাই মণ্ডলশোধন ॥৮৬॥ রাজা নীতিপথে থাকিলে, উদ্‌যোগী হইয়া মণ্ডলের শুদ্ধি সম্পাদন করিলে এবং বিশুদ্ধমণ্ডল হইয়া প্রজাবর্গের অনুরঞ্জন করিলে শারদীয় শশধরের ন্যায় সুন্দররূপে শোভা পাইতে থাকেন ॥৮৭॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে মণ্ডলযোনি মণ্ডলশোধন নামক অষ্টম সর্গ ॥

# ...ম সর্গ।

## সন্ধি বিকল্প।

বলবান্ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া আর কোনরূপ প্রতীকারের উপায় না পাইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া সন্ধির চেষ্টা করিবেন এবং এই উপায়ে কালবিলম্ব করিবেন ॥১॥

কপাল, উপহার, সন্তান, সঙ্গত, উপন্যাস, প্রতীকার, সংযোগ, পুরুষান্তর, অদৃষ্টনর, আদিষ্ট, আত্মামিষ, উপগ্রহ, পরিক্রয়, উচ্ছিন্ন, পরিভূষণ (পরদূষণ —পাঠান্তর) ও স্কন্ধোপনেয় এই ষোল প্রকার সন্ধির কথা সন্ধিবিচক্ষণ-ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন ॥২-৪॥ (এই ষোল প্রকার সন্ধি অবান্তর ভেদে অনেক প্রকার হইয়া থাকে।)* কেবল উভয় পক্ষে যে সমানভাবে সন্ধি তাহাকে কপাল-সন্ধি কহে। যে সন্ধিতে কিছু দিতে হয় তাহার নাম উপহার-সন্ধি। কন্যাদান পূর্ব্বক যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহার নাম সন্তান-সন্ধি। বন্ধুতা-স্থাপনপূর্ব্বক যে সন্ধি স্থাপিত হয় নীতিজ্ঞগণ তাহাকে সঙ্গত-সন্ধি বলিয়াছেন। [একণে সঙ্গত-সন্ধির বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করা হইতেছে।] এই সন্ধিতে উভয় পক্ষের যাবজ্জীবন সমান স্বার্থ বর্ত্তমান থাকে এবং সম্পদে ও বিপদে কোন কারণেই এই বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না সুতরাং এই সঙ্গত-সন্ধির উৎকৃষ্টতা হেতু অপর সন্ধিকুশল পণ্ডিতেরা এই সন্ধিকে সোণার ন্যায় নির্ম্মল দেখিয়া ইহার কাঞ্চন-সন্ধি নাম দিয়াছেন ॥৫-৮॥ উভয়ের কল্যাণকারী একমাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যে সন্ধি করা হয় তাহাকে উপন্যাস-কুশল-পণ্ডিতগণ উপন্যাস-সন্ধি বলেন ॥৯॥ 'আমি পূর্ব্বে উপকার করিয়াছি এখন তুমি আমার প্রত্যুপকার করিবে' এই সর্ত্তে যে সন্ধি তাহার নাম প্রতীকার-সন্ধি ॥১০॥ অথবা 'আমি এখন উপকার করিতেছি এবং কালক্রমে এ আমার উপকার

---

* এই অংশটুকু ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে বন্ধনীর মধ্যে আছে এবং কথিত হইয়াছে যে জয়মঙ্গলা-ব্যাখ্যাকার ইহা ধরেন নাই।

করিবে' এই সর্ত্তে যে সন্ধি হয় তাহাকেও প্রতীকার-সন্ধি কহে। ইহার দৃষ্টান্ত রাম ও সুগ্রীব ॥১১॥ একই প্রয়োজন উদ্দেশ করিয়া দুই রাজা মিলিত-ভাবে অভিযান করিবার জন্য যে সন্ধি করেন তাহার নাম সংযোগ-সন্ধি ॥১২॥ 'আমাদের উভয়ের সেনাপতি মিলিয়া আমার এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিবে', এই সর্ত্তে যে সন্ধি হয় তাহাকে পুরুষান্তর-সন্ধি কহে ॥১৩॥ 'আমার এই প্রয়োজনটি তুমি একাই সম্যকরূপে সাধিত করিবে' এই সর্ত্তে শত্রুর সহিত যে সন্ধি তাহাকে অদৃষ্টনর-সন্ধি কহে ॥১৪॥ যেখানে রাজ্যের কিয়দংশ দিয়া বলবান্ রিপুর সহিত সন্ধি করা হয়, সন্ধিবিৎ পণ্ডিতগণ এই সন্ধিকে আদিষ্ট-সন্ধি কহে ॥১৫॥ নিজের সৈন্যের সহিত আপনাকে অর্পণ করিয়া যে সন্ধি করা হয় তাহাকে আত্মামিষ-সন্ধি কহে অর্থাৎ এই সন্ধিতে আপনাকে আমিষ রূপে দেওয়া হয়। নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য সমস্ত রাজ্য প্রদান করিয়া যে সন্ধি করা হয় তাহার নাম উপগ্রহ-সন্ধি। ফলতঃ এখানে শত্রু উপগ্রহ স্বরূপে বর্ত্তমান বলিয়া ইহার নাম উপগ্রহ ॥১৬॥ অবশিষ্ট-প্রজারক্ষার জন্য ধনাগারের অংশ অথবা কুপ্য ( স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতিরিক্ত বস্ত্র কম্বল প্রভৃতি ধন ) কিংবা সমস্ত ধনাগার দিয়া যে সন্ধি করা হয় তাহাকে পরিক্রয়-সন্ধি কহে ॥১৭॥ সারবান্ ভূমি দিয়া যে সন্ধি করা হয় তাহার নাম উচ্ছিন্ন-সন্ধি। সমস্ত ভূমি হইতে সমুৎপন্ন ফল ( আয় ) দান করিয়া যে সন্ধি করা হয় তাহাকে পরিভূষণ বা পরদূষণ সন্ধি কহে ॥১৮॥ যেখানে লাভের অংশ ভাগাভাগি করিয়া লওয়া হইবে এই সর্ত্তে সন্ধি হয়, সন্ধিবেত্তারা তাহাকে স্কন্ধোপনেয়-সন্ধি কহে। [পুরুষান্তর-সন্ধি হইতে স্কন্ধোপনেয়-সন্ধি পর্য্যন্ত নয়টি সন্ধি অভিযোক্তার প্রতি জানিতে হইবে ; আর উপন্যাস, প্রতীকার ও সংযোগ অনভিযোক্তার প্রতি বুঝিতে হইবে। বাকি কপাল, উপহার, সন্তান ও সঙ্গত এই চারিটি অভিযোক্তার প্রতি যোজনীয় ] ॥১৯॥

পরস্পরের উপকার, মৈত্র, সম্বন্ধ ( বৈবাহিক সম্বন্ধ ) এবং উপহার কেবল এই চারি প্রকার সন্ধিই অপর পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন ॥২০॥

একমাত্র উপহার-সন্ধিই সন্ধি, ইহা আমাদিগের মত। মৈত্র-সন্ধি ভিন্ন অন্য যত প্রকার সন্ধি আছে, সবই উপহার-সন্ধির ভেদমাত্র ॥২১॥ যখন বলবান্ অভিযোক্তা (আক্রমণকারী) কিছু না লইয়া নিবৃত্ত হয় না তখন উপহার ব্যতীত আর অন্য প্রকার সন্ধিই নাই ॥২২॥

বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুক-জন (ভীরু প্রকৃতিবর্গ), লোভী, লুব্ধজন (লোভী প্রকৃতিবর্গ), বিরক্ত-প্রকৃতি (যাহার প্রকৃতিবর্গ বিরক্ত), অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, অনেক চিত্তমন্ত্র (যাহার মন্ত্রগুপ্তি নাই), দেব-ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী, দৈবোপহতক (যাহার দৈব প্রতিকূল), দৈবচিন্তক (যিনি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন চেষ্টা করেন না), দুর্ভিক্ষ-রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত, বল-ব্যসন-সঙ্কুল (যাহার সৈন্যেরা ব্যসনী), অদেশস্থ (যিনি নিজের রাজ্যে থাকেন না—অথবা অপ্রশস্ত স্থানে স্থিত), বহুশত্রুযুক্ত, যিনি কাল যুক্ত নন্ অর্থাৎ যিনি সময় বুঝিয়া চলিতে জানেন না, সত্যরূপ ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট—এই বিংশতি প্রকার ব্যক্তির সহিত সন্ধি না করিয়া ইহাদিগের সহিত কেবল বিগ্রহই করিবে; কারণ ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে ইহারা শীঘ্রই শত্রুর বশবর্ত্তী হয় ॥২৩-২৭॥

বালক নিজের প্রভাব শূন্য, কেবল অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, অতএব লোকে তাহার হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহে না; স্বয়ং যুদ্ধ করিতে না পারিলে পরের জন্য কে যুদ্ধ করিবে? ॥২৮॥ বৃদ্ধব্যক্তি ও দীর্ঘরোগী-ব্যক্তি ইহাদের উৎসাহ শক্তি নাই সুতরাং ইহারা নিশ্চয়ই স্বয়ং অথবা আত্মীয় দ্বারা পরাভূত হইয়া থাকে ॥২৯॥ সকল জ্ঞাতি কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত ব্যক্তি অনায়াসেই উচ্ছেদ্য হয়, কারণ শত্রু কর্ত্তৃক অর্থ দ্বারা বশীভূত জ্ঞাতিরাই ইহার বিনাশ-সাধন করিয়া থাকে ॥৩০॥ ভীরু-ব্যক্তি যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ হয় বলিয়া শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং বীর হইলেও সৈন্যগণ ভীরু হইলে, ঐ সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উঁহাকে ত্যাগ করে ॥৩১॥ লুব্ধ-নরপতি ভাগের সময় অবিচার করেন বলিয়া তাঁহার অনুজীবীগণ তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করে না। অনুজীবীগণ

লোভী হইলে শত্রুর দানে বশীভূত হইয়া ঐ লোভী অনুজীবীগণই প্রভুকে বিনষ্ট করে ॥৩২॥ বিরক্ত-প্রকৃতি-রাজার প্রকৃতিবর্গ যুদ্ধকালে রাজাকে ত্যাগ করে। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত-রাজা অনায়াসেই উচ্ছেদনীয় হয় ॥৩৩॥ যাহার মন্ত্র অনেকে জানিতে পারে এমন অনেক চিত্তমন্ত্র-রাজা মন্ত্রীদিগের বিদ্বেষ-ভাজন হয়; রাজার অব্যবস্থিত চিত্ততা হেতু মন্ত্রীরা কার্য্যে উপেক্ষা করে ॥৩৪॥ ধর্ম্ম বলবান্ বলিয়া দেবব্রাহ্মণনিন্দক ব্যক্তি স্বয়ই অবসন্ন হইয়া পড়ে। যাহার দৈবপ্রতিকূল (অর্থাৎ অনুষ্ঠিত দৈবকার্য্যের শুভ ফল যে পায় না) এইরূপ দৈবোপহতক রাজাও অবসন্ন হইয়া পড়েন ॥৩৫॥ সম্পৎ ও বিপদের কারণ একমাত্র দৈব, ইহাই ভাবিয়া যিনি স্বয়ং চেষ্টা (অর্থাৎ পুরুষকার প্রকাশ) করেন না, এইরূপ দৈবপর ব্যক্তি স্বয়ংই অবসন্ন হয় ॥৩৬॥ দুর্ভিক্ষব্যসনগ্রস্ত অর্থাৎ দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি স্বয়ংই অবসন্ন হয়। যাহার সৈন্যগণ ব্যসনী তাহার যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই ॥৩৭॥ অদেশস্থ রাজাকে ক্ষুদ্র শত্রুও বধ করিতে পারে, যেমন ক্ষুদ্র কুম্ভীর জলে গজেন্দ্রকেও আকর্ষণ করিতে পারে। (জলশূন্য স্থানে অবস্থিত কুম্ভীরকে কুকুরও পরাভূত করে) * ॥৩৮॥ যাহার অনেক শত্রু তিনি অত্যন্তভীত, শ্যেনপক্ষীর মধ্যে পায়রার ন্যায় তিনি যে পথে যান সেই পথেই বিনষ্ট হন ॥৩৯॥ যেমন নিশীথ সময়ে হতজ্যোতি অর্থাৎ দৃষ্টিহীন বায়সকে পেচক মারিয়া ফেলে সেইরূপ যিনি অসময়ে সৈন্যের অভিযান করেন তিনি যথাকালে সৈন্য-চালনাকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হন ॥৪০॥ সত্যরূপ-ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির সহিত কোনরূপেই সন্ধি করিবে না, কারণ তাহার সহিত সন্ধি করিলে সে স্বয়ং অসাধু অর্থাৎ মিথ্যা আচরণকারী বলিয়া অচিরাৎ ঐ সন্ধি ভঙ্গ করে ॥৪১॥

সত্য, আর্য্য, ধার্ম্মিক, অনার্য্য, বহুভ্রাতৃক, ধনী ও অনেক-বিজয়ী—এই সাতজনের সহিত সন্ধি করা যাইতে পারে ॥৪২॥ সত্য অর্থাৎ সত্যপালন-কারী ব্যক্তির সহিত সন্ধি হইলে সে ব্যক্তি সত্যই পালন করে কখনও বিকৃত

---

* ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে এই অংশটুকু অতিরিক্ত আছে।

হয় না। আর্য্য-ব্যক্তি স্পষ্ট ভাবে প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলেও অনার্য্যভাব প্রাপ্ত হয় না ॥৪৩॥ ধার্ম্মিক-রাজাকে [ শত্রুরা ] আক্রমণ করিলে তাঁহার হইয়া সকলেই (অর্থাৎ শত্রু মিত্র ও উদাসীন ) যুদ্ধ করে ; প্রজাগণের অনুরাগ এবং ধর্ম্ম হেতু ধার্ম্মিক রাজাকে উচ্ছেদ করা দুঃসাধ্য অর্থাৎ ধার্ম্মিকের উচ্ছেদ হয় না ॥৪৪॥ অনার্য্যের ( অর্থাৎ অযুক্তকার্য্যকারীর ) সহিত সন্ধি করিবে ; অনার্য্য প্রায়ই রেণুকা-পুত্র পরশুরামের ন্যায় শত্রুকে ত নষ্ট করেই এমন কি তাহার মূল অর্থাৎ শত্রুর ঝাড়বংশও বিনষ্ট করে ॥৪৫॥ যেরূপ ঝাড়বাঁধা নিবিড় কাঁটাযুক্তবাঁশ কাটা যায় না, সেইরূপ ভ্রাতৃসংঘাতবান্ ( বহু ভ্রাতায় মিলিত ) রাজার উচ্ছেদ করা যায় না ॥৪৬॥ সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হরিণের ন্যায় বলবান্ বিপক্ষ আক্রমণ করিলে দুর্ব্বল আক্রান্ত-ব্যক্তি নিজের রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিলেও তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না ॥৪৭॥ সামান্য চেষ্টাতেই সিংহ [ যেমন ] মত্ত হস্তীকে বধ করে, সেইরূপ বলবান্ অল্প আয়াসেই দুর্ব্বলকে নিহত করে ; অতএব নিজের মঙ্গলের জন্য বলবানের সহিত সন্ধি করিবে ॥৪৮॥ বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না ; দেখা যায়, মেঘ কখনও বায়ুর বিপরীত দিকে যায় না ॥৪৯॥ নদী যেমন প্রতিকূলে অর্থাৎ নীচুপথ ব্যতীত উচুদিকে যায় না, সেইরূপ প্রবল বিপক্ষের নিকট প্রণত হইবে এবং সুযোগ পাইলে বিক্রম প্রকাশ করিবে তাহা হইলে সম্পত্তি কদাচ বিনষ্ট হয় না ॥৫০॥ যমদগ্নি-পুত্র পরশুরামের ন্যায় অনেক-যুদ্ধ-বিজয়ী ব্যক্তির প্রতাপে সকল প্রকার —বলবান্, সমবল ও দুর্ব্বল—শত্রু সর্ব্বত্র ( দুর্গ অদুর্গ সর্ব্বত্রই ) সর্ব্বদা ( সময়ে ও অসময়ে ) পরাভূত হয় অর্থাৎ বিনা যুদ্ধেই বশ্যতাস্বীকার করে ॥৫১॥ অনেক-যুদ্ধ-বিজয়ী-ব্যক্তি যাহার সহিত সন্ধি করে সেই সন্ধিত-ব্যক্তির প্রতাপে শত্রুগণ শীঘ্র বশীভূত হইয়া পড়ে ॥৫২॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্ধি করা সত্ত্বেও [ শত্রুকে ] কখনও বিশ্বাস করিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, পুরাকালে ইন্দ্র সন্ধি করিয়াও সন্ধিকালে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥৫৩॥

রাজ্যের আস্বাদ পাইলে পিতা এবং পুত্র উভয়েই বিকার প্রাপ্ত হয়, অতএব সাধারণ লোকচরিত্র হইতে রাজচরিত্র স্বতন্ত্র বলিয়া বলা হয় ॥৫৪॥

বলবান্ বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যত্ন সহকারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া আপনার মুক্তির জন্য শত্রু অপেক্ষায় বলবান্ নরপতিকে আহ্বান করিবে অর্থাৎ অবরোধ মোচনের জন্য অন্য বলবান্ রাজার সাহায্য গ্রহণ করিবে ॥৫৫॥ ভরদ্বাজ বলেন যে সিংহ যেমন হস্তীর সহিত লড়াই করে সেইরূপ আপনার শক্তি ও উৎসাহ পর্য্যালোচনা করিয়া বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবে ॥৫৬॥ সিংহ একাই হাজার হাতীর দলকে বিদলিত করে, অতএব আপনাকে সিংহের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত বুঝিতে পারিলে শত্রুকে আক্রমণ করিবে ॥৫৭॥ যে রাজা সৈন্যের সহিত বল প্রকাশ করিয়া বিক্রম সহকারে বলবান্ বড় রাজাকে নিহত করে, তাহার প্রতাপের উৎকর্ষ দেখিয়া সকল স্থানেই অন্য রাজারা তাহার শত্রু হইয়া যায় অর্থাৎ দুর্ব্বলকে প্রবল হইতে দেখিলে সকলেই ঈর্ষান্বিত হয় ॥৫৮॥ বল-বিক্রম-প্রকাশ করিয়া অল্পসৈন্য-রাজা প্রবল রাজাকে নিহত করিলে তাহার প্রতাপ প্রকাশ পায়, তখন শত্রুগণ সকল স্থানেই তাহার বশবর্ত্তী হয় ॥৫৮ ক॥ * বৃহস্পতি বলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভের সন্দেহ; অতএব তুল্যবল ব্যক্তির সহিতও সন্ধি করিবে; যাহাতে সন্দেহ তাহা করিবে না ॥৫৯॥ বৃদ্ধিকামী নরপতি যে পর্য্যন্ত নিজের সম্পূর্ণ মনের মত বৃদ্ধিলাভ করিতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত সমান বলশালী ব্যক্তির সহিতও সন্ধি করিবেন; যেহেতু দুইটি কাঁচা ঘটে পরস্পর সমান ভাবে আঘাত লাগিলে দুইটিই ভাঙ্গিয়া যায় ॥৬০॥ কখন কখন যুদ্ধে উভয়েরই বিনাশ হয়—সমান বল সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়েই কি যুদ্ধে বিনষ্ট হয় নাই? ॥৬১॥

হিমালয়ের বারিবিন্দু উচ্চ প্রদেশ হইতে ক্ষত স্থানে পড়িলে অল্পমাত্র

---

* ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে ইহা ৫৯ শ্লোক, ইহা আদর্শ পুস্তকের ৫৮ শ্লোক। এখানে উভয়ের পাঠের প্রভেদ দেখান হইল। ট্রাভাঙ্কুরের পাঠ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

হইয়াও যেমন দুঃখদায়ক হয়, সেইরূপ বিজিগীষুর বিপৎকালে যে শত্রুর সহিত সন্ধি করা আছে এইরূপ দুর্ব্বল শত্রুও বিজিগীষুর বিপক্ষে অভিযান করিয়া, বিজিগীষুর দুঃখের কারণ হয়॥৬২॥ হীন ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিবে না, তাহার নিঃসন্দেহ কারণ আছে; হীনের সহিত সন্ধি করিলে হীনের উপর বিশ্বাস জন্মে, তখন ঐ হীন ব্যক্তি বিশ্বাস বুঝিতে পারিয়া [নিজের লাভে] নিঃস্পৃহ হইয়া (পাঠান্তরে—নির্দ্দয় হইয়া) বিজিগীষুকে প্রহার করে অর্থাৎ অনিষ্টাচরণ করে॥৬৩॥ প্রতাপী-ব্যক্তি [কোন ব্যক্তি—পাঠান্তর] বলবানের সহিত ছলপূর্ব্বক সন্ধি করিয়া অত্যন্ত যত্ন সহকারে ঐ বলবান্ ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য উত্তমরূপে তাহার অনুসরণ করিবে॥৬৪॥ বিশ্বাস জন্মিলে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী থাকিয়া আকার ইঙ্গিত গোপন করিয়া কেবল প্রিয়বাক্যই বলিবে কিন্তু যাহা মনোগত কার্য্য তাহা করিবেই করিবে॥৬৫॥ বিশ্বাসী হইতে পারিলেই প্রিয় হওয়া যায়; এবং বিশ্বাসী হইতে পারিলেই স্বকার্য্য সাধনও করা যায়। [দেখা যায়] ইন্দ্র বিশ্বাসী হইয়াছিলেন বলিয়াই দিতির গর্ভ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন॥৬৬॥

যুবরাজ অথবা প্রধান পুরুষের সহিত সন্ধি করিয়া (ষড়যন্ত্র করিয়া) অভিযোগের নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প বিজিগীষুর অন্তঃকরণে কোপ জন্মাইয়া দিবে। [ফলতঃ ইহাতে বিজিগীষু অভিযোগ বিষয়ে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তির যখন বিক্রম-শক্তির অভাব হয় এবং অভিযোক্তা তাহার সহিত সন্ধি করিতে অনিচ্ছু, তখন অভিযুক্তের আত্মরক্ষার্থে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়]॥৬৭॥ [অন্তঃপ্রকোপের উপায় প্রদর্শন।] প্রধান পুরুষকে [উপলক্ষণে যুবরাজকেও] প্রচুর অর্থ উপহার দ্বারা এবং প্রগাঢ় অর্থ সম্পন্ন (অর্থাৎ দেশ-রাজ্য-প্রাপ্তির প্রলোভন যুক্ত) বহুতর পত্রদ্বারা তাহার ধন-বিষয়ে অবিশুদ্ধি প্রকাশ করিবে॥৬৮॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি [উক্তরূপে] বিজিগীষুর মহামাত্র অর্থাৎ প্রধান অমাত্যকে দূষিত করিয়া ফেলিলে ঐ

প্রধান শত্রু নিজের পক্ষকে অবিশ্বাস করে এবং এইরূপে যুদ্ধ-ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে ॥৬৯॥ বিপক্ষের অমাত্যদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার উদ্যোগ প্রশমিত করিবে ; অথবা তাহার বৈদ্যকে ভাঙ্গাইয়া উহার দ্বারা বিষপ্রদান-পূর্ব্বক শত্রু-নিপাত করিবে ॥৭০॥ অনন্তর সকল প্রকার চেষ্টা দ্বারা শত্রুর কোপ জন্মাইবে, কোপের পর শত্রু অনিষ্ট করিবে, ঐ অনিষ্ট অনুসরণ করিয়া শত্রুর ধর্ষণ করিবে ॥৭১॥ সেই রাজার রাজ্যে বাস করে এমন নিমিত্তজ্ঞের অর্থাৎ জ্যোতিষী বা শকুনজ্ঞের ছলধারী অথবা সিদ্ধপুরুষের ছলধারী ( কৃত্রিম উল্কাপাত রক্তপাত বা বৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম ) এইরূপ চর দ্বারা অভিযানে উদ্যত বিপক্ষ-রাজার ভবিষ্যৎ-বিপদের আশঙ্কা জানাইয়া দিবে অর্থাৎ এই সময়ে যুদ্ধযাত্রা অত্যন্ত অনিষ্টকর ইহা বুঝাইয়া দিয়া অভিযান নিবারণের চেষ্টা করিবে ॥৭২॥

সৈন্যক্ষয়, অর্থব্যয়, নিজের শরীরের ক্লেশ এবং আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের বিনাশ প্রভৃতি যুদ্ধের দোষ বিবেচনা করিয়া যিনি বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের কার্য্যপর্য্যালোচনা করিয়াছেন তিনি বরং অল্পমাত্র পীড়নও স্বীকার করিবেন কিন্তু যুদ্ধে ঐ সমুদয় দোষ ঘটে বলিয়া যুদ্ধ করিবেন না। ফলতঃ অল্পক্ষতি স্বীকার করিলে যেখানে যুদ্ধ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় সেখানে ঐ ক্ষতি স্বীকার করিবে ॥৭৩॥ স্ত্রী ( পাঠান্তরে—সৈন্য ), স্বয়ং, সুহৃৎ এবং অর্থ এই সমস্তই ক্ষণমাত্রেই বৃথা হইয়া যায় অর্থাৎ মরিলেই সব ফুরাইয়া যায় ; এবং ঐ সমুদয়ই মুহুর্মুহু ব্যাকুল হইয়া উঠে অর্থাৎ যুদ্ধকালে কে মরিবে কে বাঁচিবে ইহা লইয়া সকলেই কাতর হইয়া পড়ে ; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি অবিরত যুদ্ধ-ব্যাপারে আসক্ত হইবে না ॥৭৪॥ এমন পণ্ডিত ব্যক্তি কে আছে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া সুহৃৎ, ধন, রাজ্য, নিজকে ও কীর্ত্তিকে সন্দেহ-দোলায় আরোপিত করে ? ॥৭৫॥ সম্যক্‌রূপে আক্রান্ত হইয়া সাম, দান, বা ভেদ নীতি প্রয়োগ করিয়া সন্ধি করিবে কিন্তু যদি সমবলশালী শত্রু-রাজা সন্ধিভঙ্গ করিয়া অভিযান করে, তাহা হইলে তাহার সহিত সন্ধি

করিবার জন্য দূর হইতেই তাহাকে সন্তাপিত করিবে ॥৭৬॥ ধীর ব্যক্তি [শত্রুর আচরণে] অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত করিয়া অন্যের অভেদ্য সৈন্যের সাহায্যে শত্রুকে সন্তাপিত করিবে, যেহেতু তপ্তবস্তু তপ্তবস্তুরই সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ উভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িলেই সন্ধি হয় ॥৭৭॥ সন্ধি-বিশারদ প্রাচীন মহর্ষিগণ এইরূপে সন্ধির বিষয় বলিয়াছেন। অতএব এই নিয়মে গুরু এবং লঘু দুই প্রকার বলাবল পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা বিজয়লাভ করেন (পাঠান্তরে—বিনয়ী হইতে পারেন) ॥৭৮॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে সন্ধি-বিকল্প নামক নবম-সর্গ ॥

---

## দশম-সর্গ।

### বিগ্রহ-বিকল্প।

পরস্পর অপকার করিলে তাহা হইতে যে অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ জন্মায় অথবা হৃদয়ে যে দুঃখ জন্মায় তাহা হইতেই মনুষ্যগণের বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে ॥১॥ [রাজা] নিজের অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষায় অথবা শত্রুকর্ত্তৃক-পীড়িত হইয়া দেশ বুঝিয়া (অর্থাৎ শত্রুর রাজ্যের প্রজাবর্গ তাহাদের নিজের রাজার প্রতি বিরূপ হইয়াছে এইরূপ অবস্থায়) এবং কাল বুঝিয়া (অর্থাৎ অমাত্যাদি বিরূপ হওয়ায় শত্রু যখন আন্তরিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে) ও নিজের শক্তি অর্থাৎ সৈন্যবলাদি বুঝিয়া বিগ্রহ আরম্ভ করিবেন ॥২॥ [শত্রুর পীড়নে যুদ্ধের কারণ দেখাইতেছেন।] শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্য, স্ত্রী, স্থান (দুর্গ), দেশ, যান (পাঠান্তরে—জ্ঞান), ধন (পাঠান্তরে—সৈন্য), গর্ব্ব, এবং মান এই সমুদয়ের হানি, বৈষয়িক পীড়া, জ্ঞানের অর্থের শক্তির (মিত্র-শক্তির) ও ধর্ম্মের ব্যাঘাত, দুর্দ্দৈব, মিত্রের জন্য অপমান, বন্ধুর বিনাশ, প্রজাবর্গের প্রতি রাজার অনুগ্রহের বিচ্ছেদ, মণ্ডলের দোষোৎপাদন

এবং একটি বিষয় লাভের জন্য উভয়ের আকাঙ্ক্ষা—এই সমুদয় বিগ্রহের উৎপত্তি স্থান ॥৩-৫॥

রাজ্য, স্ত্রী, স্থান ও দেশের অপহরণ জনিত যে যুদ্ধ বাধে তাহা দানদ্বারা ( অর্থাৎ কোষ, অশ্বাদি অথবা ভূমি প্রদান দ্বারা ) কিংবা দম দ্বারা ( অর্থাৎ গুপ্তদণ্ডদ্বারা ) প্রশমন হয়, ইহাই যুক্তিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত ॥৬॥ স্বার্থ এবং ধর্ম্মহানিতে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহা দান অথবা দম দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। বিষয় ধ্বংস হইতে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহা শত্রুর বিষয়ের ধ্বংস দ্বারা প্রশমিত হয় ॥৭॥ মানের ( পাঠান্তরে—জ্ঞানের ) অপহরণ হইতে যে যুদ্ধ হয় তাহা উপেক্ষা দ্বারা, জ্ঞানের ব্যাঘাত অর্থাৎ শিক্ষাহানি হইতে যে যুদ্ধ হয় তাহা ক্ষমা দ্বারা এবং শক্তির হানিপ্রযুক্ত যে যুদ্ধ হয় তাহা ঐ শক্তির পরিত্যাগ দ্বারা শান্তি হইয়া থাকে ॥৮॥ অধার্ম্মিক অনিষ্ট-চিন্তাকারী মিত্রকে লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করিবে; আর আত্মতুল্য মিত্রকে লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবে ॥৯॥ অপমান হইতে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় সম্মান প্রদান করিয়া তাহার উপশম করিবে। আর অভিমান হইতে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সাম পূর্ব্বক উপায় অর্থাৎ সাম ও দান দ্বারা অথবা নম্রতা স্বীকার করিয়া তাহার শান্তি-বিধান করিবে ॥১০॥ বন্ধুর বিনাশ হইতে যে বিগ্রহ জন্মে তাহা ধীরব্যক্তি গুপ্তভাবে সামাদি নীতিপ্রয়োগ দ্বারা অথবা রহস্য-করণ ( অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক মায়া ) দ্বারা প্রশমিত করিবে ॥১১॥ উভয়ের এক বস্তু লাভের জন্য যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহার পরিহারের জন্য ঐ বস্তুর লাভেচ্ছা ত্যাগ করিবে ॥১২॥ শত্রুকর্ত্তৃক ধনের অপচয় ঘটিলেও যুদ্ধ করা উচিত নয়, কেননা সময় সময় যুদ্ধে লোকের সর্ব্বনাশও হইয়া থাকে। ( প্রসিদ্ধদৃষ্টান্তযুক্তদানাদি দ্বারা ) * এবং ভেদ-সাধন দ্বারা মহাজন জনিত ( অর্থাৎ শৌর্য্যবীর্য্যশালী মদোদ্ধত ব্যক্তির সহিত ) বিরোধের

* এই বন্ধনীর অংশ ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে ১৪ সংখ্যক শ্লোকে অতিরিক্ত আছে।

প্রশমন করিবে ॥১৩॥ প্রাণিবর্গের রক্ষাই রাজধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্মের হন্তারক হইলে যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা মিষ্ট বাক্যে প্রশমিত করিবে (পাঠান্তরে—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ঐরূপ বিগ্রহের শান্তি-স্থাপন করিবেন অর্থাৎ মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিবেন)। দৈব-হেতুক বিগ্রহের দৈবশান্তি প্রভৃতি উপায় দ্বারা প্রশমন করিবে; ইহাই সাধুদিগের সম্মত ॥১৪॥ মণ্ডলের ক্ষোভ-জনিত-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাহা সামপ্রভৃতি উপায় দ্বারা প্রশান্ত করিবে ॥১৪$\frac{1}{2}$॥

সাপত্ন্য (একার্থাভিনিবেশ জন্য), বাস্তুজ (বাসভূমির হরণ জন্য), স্ত্রীহরণ জন্য, অজ্ঞাত কারণে উপস্থিত (পাঠান্তরে—বাগ্‌জাত, বাক্য হইতে উৎপন্ন) এবং অপরাধ হইতে উৎপন্ন—এই পাঁচ প্রকার বৈর অর্থাৎ বিরোধের স্থান, ইহা শত্রুতার প্রভেদ-বিষয়ে দক্ষ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন॥ ভূমির অবরোধ, শক্তির ব্যাঘাত, ভূম্যনন্তর অর্থাৎ পাশাপাশি ভূমি থাকা এবং মণ্ডলের ক্ষোভ হইতে শত্রুতা জন্মে; এই চারি প্রকারই শত্রুতার স্থান, ইহা বাহুদন্তীপুত্র স্বীকার করেন ॥১৫-১৭॥ কুলজ অর্থাৎ একার্থাভিনিবেশের অন্তর্গত সহজ-বৈর এবং অপরাধজ অর্থাৎ অপরাধ হইতে উৎপন্ন কৃত্রিম-বৈর, এই দুই প্রকার শত্রুতার স্থান মনুশিষ্যগণ স্বীকার করেন ॥১৭$\frac{1}{2}$॥

যে যুদ্ধ অল্প ফলপ্রদ ১, যে যুদ্ধ নিষ্ফল ২, যে যুদ্ধে ফলের সন্দেহ ৩, যে যুদ্ধে তৎকালে (বর্ত্তমানে) দোষজনক ৪, যে যুদ্ধ উত্তরকালে নিষ্ফল ৫, যে যুদ্ধ বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে দোষজনক ৬, যে যুদ্ধ অপরিজ্ঞাত-বীর্যশালী-শত্রুর সহিত ৭, যে যুদ্ধ শত্রু কর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়াছে ৮, যে যুদ্ধ অপরের জন্য ৯, যে যুদ্ধ সাধারণ স্ত্রীর নিমিত্ত ১০, যে যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী ১১, যে যুদ্ধ উৎকৃষ্ট-ব্রাহ্মণগণের সহিত ১২, যে যুদ্ধে শত্রু হঠাৎ দৈববল যুক্ত ১৩, যে যুদ্ধে শত্রু বলবান্ মিত্রযুক্ত ১৪, যে যুদ্ধ বর্ত্তমানে ফলজনক কিন্তু ভবিষ্যতে ফল শূন্য ১৫, এবং যে যুদ্ধ ভবিষ্যতে ফলযুক্ত কিন্তু বর্ত্তমানে নিষ্ফল ১৬, এই ষোড়শ প্রকার যুদ্ধ করিবে না ॥১৮-২২॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎকালে ও উত্তরকালে যাহা বিশুদ্ধ তাহাই আরম্ভ করিবেন এবং যে সকল কার্য্য তৎকালে ও ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ অর্থাৎ দোষ-শূন্য তাহারই চিন্তা করিবেন। এইরূপে উভয়কালে বিশুদ্ধ কার্য্য করিলে নিন্দনীয় হইতে হয় না ॥২৩॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে অবিরুদ্ধ উত্তম কার্য্য করিবেন। সামান্য অর্থের লোভে, ইহলোক অর্থাৎ এই জগতের মান সম্ভ্রম হারাইবেন না; পরলোক-বিরুদ্ধ-কার্য্যকারী ব্যক্তিকে দূরে পরিহার করিবেন। উক্ত প্রমাণগুলি আগম-( শাস্ত্র ) সিদ্ধ, অতএব উভয় লোকে যাহা সাধু কল্যাণকর কার্য্য তাহাই করিবেন ॥২৪-২৫॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন নিজ সৈন্য সামন্তকে হৃষ্ট পুষ্ট অর্থাৎ উৎসাহযুক্ত ও বলবান্ দেখিবে এবং শত্রুর ইহার বিপরীত দেখিবে তখন যুদ্ধ আরম্ভ করিবে ॥২৬॥ যখন নিজের প্রকৃতি-মণ্ডল স্ফীত অর্থাৎ অতিবলবান্ ও অনুরক্ত দেখিবে, আর শত্রুকে ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিবে তখন বিগ্রহ করিবে ॥২৭॥ যখন দৈব অনুকূল বলিয়া স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ যখন অল্পমাত্র পুরুষকার দ্বারা দুঃসাধ্যকার্য্যও অনায়াসে সাধিত হইতেছে এবং শত্রুর ইহার বিপরীত দেখা যাইতেছে তখন বিগ্রহ করিবে ॥ক॥ যখন মিত্র, আক্রন্দ ও আসার ইহারা অত্যন্ত অনুগত এবং শত্রুর ইহার বিপরীত তখন বিগ্রহ করিবে ॥খ॥ *॥ ভূমি, মিত্র ও হিরণ্য—এই তিনটি বিগ্রহের ফল। যখন এই তিনটি অবশ্যই পাইবার নিশ্চয় হয় তখন বিগ্রহ করিবে ॥২৮॥ প্রথমতঃ অর্থই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষায় মিত্র শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষায় ভূমি শ্রেষ্ঠ; এই সমস্তই ভূমির বিভব; এই সকল ভূমির বিভূতি অপেক্ষায় বন্ধু ( প্রিয়ব্যক্তির বিচ্ছেদ অসহিষ্ণু ) এবং সুহৃৎ ( সতত অনুমত সঙ্গী) শ্রেষ্ঠ ॥২৯॥ বিপক্ষ যদি সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্যে সমান হয় তাহা হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই শত্রুর প্রতি সাম প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ করিবে। আর যদি নিজের উপায় গুলি শত্রু

---

* ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে ক, খ, ইহাদের সংখ্যা $২৯\frac{১}{২}$, $৩০\frac{১}{২}$, এই দুইটি শ্লোক কলিকাতা সংস্করণে নাই।

প্রতিহত করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে ঐ সমবল শত্রুর প্রতি দণ্ড প্রশস্ত ॥৩০॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি বিগ্রহ উপস্থিত হইলে সামাদি উপায় দ্বারা উহা প্রশমিত করিবেন এবং জয়লাভ অনিশ্চিত বলিয়া সবেগে অগ্রসর হইবেন না ॥৩০॥ প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও যিনি অবিনাশী সম্পৎ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈতসী-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন অর্থাৎ বেতকে যেমন ইচ্ছামত ঘোরান ফেরান ও বাঁকান যায় সেইরূপ প্রবল শত্রুর মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন; কিন্তু ভুজঙ্গের বৃত্তি অনুসরণ করিবেন না অর্থাৎ সাপের ন্যায় তেড়ে কামড়াইতে যাইবেন না ॥৩২॥ বেতসবৃত্তি অবলম্বনকারী ব্যক্তি ক্রমশঃ (কালক্রমে) অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় এবং ভুজঙ্গবৃত্তি অবলম্বনকারী ব্যক্তি কেবল বধ প্রাপ্ত হয় ॥৩৩॥ (বেতসবৃত্তি অবলম্বনকারী) নীতিজ্ঞ ব্যক্তি মত্তপ্রমত্তের ন্যায় থাকিয়া সুযোগ উপস্থিত হইলে ঐ অপরিভ্রশ্যমান (দুর্ব্বার) শত্রুকে সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া গ্রাস করিবে ॥৩৪॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি (অকালে) কূর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পীড়নও সহ্য করিবে কিন্তু সময় পাইলেই ক্রূরসর্পের ন্যায় দাঁড়াইবে ॥৩৫॥ কালবিশেষে পর্ব্বতের ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হয় এবং কালবিশেষে অগ্নির ন্যায় অসহিষ্ণু হইতে হয়; আবার কালবিশেষেই শত্রুকে মিষ্ট কথা বলিয়া স্কন্ধেও বহন করিতে হয় ॥৩৬॥ (পুনরায় সুযোগ উপস্থিত হইলেই পাষাণে আছাড়িলে ঘট যেমন চূর্ণ হইয়া যায় শত্রুকেও সেইরূপে বিনষ্ট করিতে হয়। লোক নিয়তই স্বার্থপর। যেরূপে স্বার্থসিদ্ধি হয় সেইরূপভাবে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে শত্রুর প্রতীকার করিবে।) * লোক-প্রসিদ্ধ সুব্যবহার দেখাইয়া প্রসন্নতাবৃত্তি অনুসরণপূর্ব্বক শত্রুর হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রবেশ করিয়া (অর্থাৎ শত্রুর প্রতি অসন্দিগ্ধ-সদাচরণ দেখাইয়া শত্রুর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া) নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক থাকিবে এবং কাল উপস্থিত হইলেই বলপূর্ব্বক রাজলক্ষ্মীর

---

* এই অংশ ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে ৩৯—৪০ সংখ্যার শ্লোকের মধ্যে অতিরিক্ত এবং ব্যাখ্যাকার ও কলিকাতা সংস্করণে এ দুটি ধরে নাই।

কেশাকর্ষণ করিবে অর্থাৎ শত্রু-বিমর্দ্দন করিয়া তাহার রাজ্য গ্রহণ করিবে ॥৩৭॥

স্বকুলোৎপন্ন, সত্যবাদী, মহাপরাক্রমী, স্বৈর্য্যশালী, কৃতজ্ঞতাযুক্ত, ধৈর্য্য-শালী ( পাঠান্তরে-বুদ্ধিমান্ ), অত্যন্ত বলবান্, অত্যন্ত বদান্য ও বাৎসল্যযুক্ত —এইরূপ গুনবান্ শত্রুকে নীতিজ্ঞেরা অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলিয়া থাকেন ॥৩৮॥

মিথ্যাবাদিতা, নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা, ভীরুতা, অনবধানতা, অলসতা, বিষণ্ণতা, বৃথাভিমানিতা, দীর্ঘসূত্রিতা এবং স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্তা —এইগুলি লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ ॥৩৯॥

[ রাজা ] স্বয়ং মন্ত্র, প্রভাব ও উৎসাহ এই ত্রিশক্তিযুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত-দোষ-গ্রস্ত শত্রুকে জয় করিবার জন্য শীঘ্রই অভিযান করিবেন। যিনি ইহার অন্যথা করেন, তিনি অবিদ্বান্ ও অসাধু ব্যক্তির সম্মত কার্য্য করিয়া আত্মঘাত করেন। ফলতঃ উপযুক্ত সময়ে নীতিভ্রষ্ট শত্রুকে দমন না করিলে নিজেই নিজের বিনাশের কারণ হইতে হয় ॥৪০॥ রাজ্যপদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া চররূপচক্ষু দ্বারা ( পাঠান্তরে—প্রজ্ঞাদ্বারা ) মণ্ডলের কার্য্যসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অটল উদ্যম সহকারে নরপতি পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধপদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হইবেন ॥৪১॥ ইতি কামন্দকীয়-নীতিসারে বিগ্রহ-বিকল্প ( অর্থাৎ বিগ্রহের ভেদ ) নামক দশম-সর্গ ॥

---

## একাদশ-সর্গ। (১)

### যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় বিকল্প।

যাঁহার বল ( অর্থাৎ দেশকালানুসারে শক্তি ) ও বীর্য্য ( উৎসাহ ) শত্রুর অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট, যিনি জয়াভিলাষী এবং যাঁহার অমাত্য প্রভৃতি

---

(১) দশমসর্গ পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্করণের অনুসরণ করা হইয়াছে, সেই অনুসারে

প্রকৃতিপুঞ্জ স্বামীর গুণে অনুরক্ত এইরূপ বিজিগীষু-নরপতির যাত্রাকেই যান (অভিযান) কহে ॥১॥ নীতিনিপুণ-ব্যক্তিগণ বিগৃহ্য-যান, সন্ধায়-যান, সম্ভূয়-যান, প্রসঙ্গ-যান এবং উপেক্ষা-যান এই পাঁচ প্রকার যান নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥২॥ যেখানে বলবান্ (পাঠান্তরে—বলপূর্ব্বক) বিজিগীষু সমুদয় দ্রব্যপ্রকৃতির সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তাহাকে যানজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিগৃহ্য-যান বলিয়া থাকেন ॥৩॥ সম্মুখের এবং পশ্চাতের অরিপক্ষীয় মিত্রদিগের বিপক্ষে নিজের সম্মুখস্থ ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী মিত্রগণের যে অভিযান তাহাও বিগৃহ্যযান বলিয়া অভিমত। [এই দুই প্রকার বিগৃহ্য-যান] ॥৪॥ (চেষ্টার অবরোধকারী শত্রুগণের সহিত সন্ধি করিয়া যেখানে অপর শত্রুর প্রতি অভিযান করা হয়, তাহাকে সন্ধায়-যান কহে)॥*॥ বিজয়প্রার্থী বিজিগীষু পার্ষ্ণিগ্রাহ-শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া ঐ পার্ষ্ণিগ্রাহের মিত্রের প্রতি যে অভিযান করে, তাহাকে সন্ধায়যান কহে ॥৫॥ শক্তি ও শৌচযুক্ত এবং যুদ্ধ-বিশারদ (পাঠান্তরে—একমতাবলম্বী) সামন্ত নরপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া যে অভিযান হয়, তাহার নাম সম্ভূয়যান ॥৬॥ বিজিগীষু এবং তাঁহার শত্রু এই উভয়ের যে সাধারণ শত্রু, ঐ সাধারণ শত্রুর প্রকৃতি-নাশের নিমিত্ত বিজিগীষু ও তাঁহার শত্রু এই উভয়ের যে মিলিত অভিযান তাহাকে সম্ভূয়যান কহে। ইহার দৃষ্টান্ত রামায়ণে হনুমান্ ও সূর্য্যের বিষয় ॥৭॥ (বিজিগীষু এবং তাঁহার শত্রু এই উভয়ে মিলিত হইয়া উভয়ের সাধারণ শত্রুর প্রকৃতিনাশের নিমিত্ত যে অভিযান হয়, তাহার নামও সম্ভূয়যান; ইহার

---

শ্লোক সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। এই ১১শ সর্গ হইতে ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণ অনুসরণ করা হইতেছে। কারণ এই দুই সংস্করণে ১১শ সর্গ হইতে শ্লোকের ও সর্গের কম বেশী লইয়া অনেক গোল ঘটিয়াছে, সেই জন্য ট্রাভাঙ্কুর সংরক্ষণ অনুসরণ করা সুবিধা বোধ হওয়ায় কলিকাতা সংস্করণ স্থলে ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণ গ্রহণ করা হইল।

* এই বন্ধনীর মধ্যস্থিত শ্লোকটি ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে এই স্থানে বন্ধনীর মধ্যে অতিরিক্ত আছে।

দৃষ্টান্ত রাম ও সুগ্রীব * ॥ যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চয়ই করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অল্প সৈন্য লইয়া শত্রু জয়ের জন্য মিলিত ভাবে যে গমন, তাহাকেও সম্ভূয়-যান বলে ॥(১)॥ একজনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া পথি মধ্যে কোনও কারণে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি যে অভিযান, তাহাকে প্রসঙ্গযান কহে ; ইহার দৃষ্টান্ত মহাভারতে মদ্ররাজ শল্য ॥৮॥ শত্রুর প্রতি অভিযান করিয়াছে এবং শত্রুও প্রায় কায়দা হইয়া আসিয়াছে, এমন অবস্থায় শত্রুর বলবান্ মিত্র ঐ শত্রুর সাহায্যের জন্য উপস্থিত তখন পরাজিত প্রায় শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যকারী মিত্রের প্রতি যে অভিযান, তাহাকে উপেক্ষাযান কহে ॥৯॥ [ ইহার উদাহরণ ] অর্জ্জুনের সহিত নিবাত-কবচের যুদ্ধের সময় কালকঞ্জ নামক হিরণ্যপুরবাসী অসুরগণ নিবাত-কবচের সাহায্যে উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন উপেক্ষাযান অবলম্বন পূর্ব্বক নিবাত-কবচকে পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে হিরণ্যপুরবাসীদিগকে বিনাশ করেন ॥১০॥

স্ত্রীতে আসক্তি, মদ্যাদিপান, মৃগয়া ও পাশাখেলা—এই চারি প্রকার মানুষের কামজ-ব্যসন (২) এবং বহুপ্রকার দৈব উপদ্রব, এই একপ্রকার দৈবব্যসন ; এই পাঁচপ্রকার ব্যসন কথিত আছে। এই পাঁচপ্রকার ব্যসনে যে ব্যক্তি আসক্ত, তাহার বিরুদ্ধে অভিযান কর্ত্তব্য ॥১১॥

অরি এবং বিজিগীষু পরস্পরের সামর্থ্য সমান হওয়ায় কেহই কাহাকে জয় করিতে পারে না ; তখন উভয়ের কাল-প্রতীক্ষায় যুদ্ধের যে নিবৃত্তি তাহার নাম আসন। এই আসন পাঁচপ্রকার বলিয়া কথিত ॥১২॥ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যে আসন গ্রহণ তাহার নাম বিগৃহ্যাসন। শত্রুর

---

* এই অংশ পুনরুক্ত। ইহা কলিকাতা সংস্করণে নাই এবং ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে জয়মঙ্গলা ব্যাখ্যাকার ধরেন নাই।

(১) ইহা কলিকাতা সংস্করণে আছে, কিন্তু জয়মঙ্গলা ব্যাখ্যাকার ইহা ধরেন নাই।

(২) মানুষব্যসন দ্বিবিধ— কামজ ও কোপজ। বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ এই তিন প্রকার কোপজব্যসন

সহিত [ কিছুকাল ] যুদ্ধ করিয়া যে আসন গ্রহণ তাহাও বিগৃহ্যাসন ॥১৩॥ যখন শত্রু দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে এবং তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা যাইতেছে না তখন ইহার আসার ( সুহৃদ্‌বল ) ও বীবধ ( রসদ ) নষ্ট করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থে অবস্থান করিবে ॥১৪॥ রসদের যোগান ও মিত্র-সাহায্য বন্ধ হওয়ায়, দুর্গস্থিত যবসৈন্ধব প্রভৃতি খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়ায় এবং প্রকৃতি-বর্গ বিরক্ত হওয়ায় ঐ [ দুর্গাবরুদ্ধ ] শত্রু কালক্রমে বশীভূত হইয়া পড়ে ॥১৫॥ অরি এবং বিজিগীষু পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হীনবল হইলে তখন তাহাদের যে সন্ধিপূর্ব্বক অবস্থান, তাহার নাম সন্ধায়াসন ॥১৬॥ ইহার দৃষ্টান্ত শত্রুতায় দুর্দ্ধর্ষ রাবণ ও নিবাতকবচের যুদ্ধে ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় ইহারা সন্ধি করিয়া অবস্থান করিয়া ছিল ॥১৭॥ উদাসীন এবং মধ্যম পরস্পরে তুল্যবল আশঙ্কা করিয়া উভয়ের সন্ধিপূর্ব্বক যে অবস্থান, তাহাকে সম্ভূয়াসন কহে ॥১৮ উদাসীন এবং মধ্যম উভয়ে মিলিত হইয়া উভয়ের বিনাশকামনাকারী অথচ উভয় অপেক্ষায় অধিক সম্পত্তিশালী যে উভয়ের সাধারণ শত্রু তাহার বিরুদ্ধে প্রতিব্যূহ অর্থাৎ মিলিত-বলবিন্যাস করিবে ॥১৯॥ প্রসঙ্গক্রমে কোন্ শত্রুর প্রতি অভিযানের ইচ্ছায় বহির্গত হইয়া [কোন কারণে] অন্যত্র যে আসন-গ্রহণ, তাহাকে আসনজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রসঙ্গাসন বলেন ॥২০॥ বলবান্ শত্রুকে উপেক্ষা করিয়া যে অবস্থান, তাহাকে উপেক্ষাসন কহে ; যেমন কৃষ্ণ সত্যভামার তুষ্টির জন্য নন্দনকানন হইতে পারিজাত বৃক্ষ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ইন্দ্র তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ॥২১॥ কোন কারণ বশতঃ অন্য কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া উপেক্ষিত ব্যক্তির যে আসন-গ্রহণ, তাহাকে উপেক্ষাসন বলে ; ইহার দৃষ্টান্ত— রুক্মি-রাজা (অর্থাৎ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের সময় রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া ক্রথকৈশিক [বিদর্ভ] দেশস্থ ক্ষত্রিয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভীত হইয়া কুরু ও পাণ্ডব প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইয়াছিলেন যে তাহারা যদি ভীত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট উপেক্ষিত হইয়া রুক্মী আসন-গ্রহণ করিয়াছিলেন) ॥২২॥

[ এক্ষণে দ্বৈধীভাব বলা হইতেছে ] কাকের দৃষ্টি কোন্‌দিকে থাকে উহা যেমন লক্ষ্য করা যায় না সেইরূপ অলক্ষিতভাবে দুইজন বলবান্ শত্রুর মধ্যে কেবল বাক্যেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া ( অর্থাৎ আমার রাজ্য ও আমি ইহা ত আপনারই এইরূপ বলিয়া ) উহাদের বুদ্ধির অগোচরে দ্বৈধভাব অবলম্বন পূর্ব্বক উভয়কে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকিবে। [ ইহা স্বতন্ত্র দ্বৈধীভাব ] ॥২৩॥ উভয় শত্রুই আক্রমণ করিলে যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে এবং নিকটবর্ত্তী বলবান্ শত্রুর সেবা করিবে। [ এই পাঠ সঙ্গত বোধ হয় না ]। (পাঠান্তরে—উভয় শত্রুর অত্যন্ত নিকটে পড়িয়া সযত্নে আত্মরক্ষা করিবে এবং উভয় শত্রুই আক্রমণ করিলে উভয়ের মধ্যে যে বলবান্ তাহারই সেবা—আশ্রয় গ্রহণ—করিবে ) ॥২৪॥ যখন আক্রমণকারী উভয় শত্রু পরস্পরের মধ্যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকায় আক্রান্ত ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিতে অনিচ্ছু হয় তখন ঐ আক্রান্ত ব্যক্তি উহাদের শত্রুর নিকট যাইবে অথবা অধিক বলশালী ব্যক্তির আশ্রয় লইবে। [ এই দুইটি শ্লোকে পরতন্ত্র দ্বৈধীভাব প্রকাশিত হইল ] ॥২৫॥ স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র এই উভয় ভেদে দ্বৈধীভাব দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র দ্বৈধীভাব বলা হইয়াছে। উভয়-বেতনকে পরতন্ত্র কহে অর্থাৎ যে ব্যক্তি উভয়ের নিকট হইতে সাহায্যপ্রার্থী সেই ব্যক্তি উভয়-বেতন ॥২৬॥ [আটটি শ্লোকে সংশ্রয়ের—একমাত্রের আশ্রয় গ্রহণের—কথা।] বলবান্ শত্রু উচ্ছেদ করিলে এবং তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না থাকিলে নিজবংশীয় সত্যবাদী সজ্জন এবং অতিশয় বলবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥২৭॥ যে ব্যক্তি পরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার নাম সংশ্রয়ী। আশ্রয়-দানকারী ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য উপাসনা করিবে, সর্ব্বদা তাঁহার ভাবে ভাবিত হইবে, তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করিবে ও তাঁহার কার্য্যে প্রশ্রয় দিবে, এইগুলি সংশ্রয়ী ব্যক্তির বৃত্তি ॥২৮॥ *

* এই ২৮ শ্লোকটি কলিকাতা সংস্করণে ২৯ শ্লোক। ২৯—৩০ পর্য্যন্ত শ্লোক কলিকাতার সংস্করণে নাই। ৩০ শ্লোকে ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে একাদশ সর্গ শেষ হইয়াছে

আশ্রিতব্যক্তি আশ্রয়দাতাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট কাল অতিবাহিত করিবে এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া সবল হইয়া ক্রমশঃ স্বাধীন হইবে ॥২৯॥ যদি কোন বলবানের আশ্রয় না পাওয়া যায় তাহা হইলে আশ্রয় শূন্য হইয়া ঐ আক্রমণকারীকে সৈন্য অথবা অর্থ কিংবা উর্ব্বরা ভূমি অর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে অর্থাৎ তাঁহার সহিত সন্ধি করিবে ॥৩০॥ বিপন্ন হইয়া নিজের পরিত্রাণের জন্য সমস্তই অর্পণ করিবে; কেননা, জীবিত থাকিলে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পুনরায় রাজত্ব লাভ হয় ॥৩১॥ আশ্রিতব্যক্তি নিজের সম্পূর্ণ বলাধান হইলে আশ্রয়ত্যাগ করিবে। অথবা আশ্রয়দাতা-শত্রুর ব্যসন উপস্থিত হইলে তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিবে। অথবা অত্যন্ত বলবতী সিংহ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে (আশ্রয়দাতাকে) প্রহার করিবে। অথবা সময় পাইয়া উত্থিত হইয়া আশ্রয়দাতা-শত্রুকে প্রহার করিবে ॥৩২॥ কারণ না ঘটিলে বলবান্ সমবল বা দুর্ব্বলের সহিত সঙ্গ করিবে না; কেননা, তাহাতে ক্ষয় ব্যয় বিশ্বাস বা হিংসা জনিত দোষ জন্মায় ॥৩৩॥ কারণ-বশতঃ সংশ্রয়-গ্রহণ করিয়া পিতাকেও বিশ্বাস করিবে না, কারণ বিশ্বাসকারী সাধু ব্যক্তিকে অসাধুগণ প্রায়ই মারিবার চেষ্টা করে ॥৩৪॥ এই যে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও সংশ্রয়—এই ছয়টি গুণের কথা বলা হইল, অন্য পণ্ডিতেরা এইগুলিকে সন্ধি ও বিগ্রহ এই দুইটি গুণের অন্তর্গত করিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা যান ও আসনকে বিগ্রহের রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥৩৫॥ সন্ধিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় এই দুইটি সন্ধিরই রূপান্তরমাত্র; যেহেতু বিজিগীষু ব্যক্তি অভিযান বা আসন-গ্রহণ করিয়া বিগ্রহই করেন ॥৩৬॥

---

এবং দ্বাদশ সর্গ আরম্ভ করিয়া ১—৭ পর্য্যন্ত ও আরও একটি শ্লোক যাহা বন্ধনীর মধ্যে ৮ম সংখ্যক শ্লোকের উপরে ধরিয়াছে তাহা কলিকাতা সংস্করণে নাই। কলিকাতা সংস্করণে যাহা একাদশ সর্গ তাহা ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে একাদশ ও দ্বাদশ সর্গ কিন্তু ট্রাভাঙ্কুরের ১১শ সর্গের ২৯ শ্লোক হইতে দ্বাদশ সর্গের ৮ম শ্লোকের উপর পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি কলিকাতা সংস্করণে নাই।

অতএব বিজ্ঞগণ যান এবং আসনকে বিগ্রহ বলিয়াই স্বীকার করেন ॥৩৬॥ যেহেতু দ্বৈধীভাব এবং সংশ্রয় সন্ধি না হইলে হইতে পারে না, অতএব ঐ দুইটিকে সন্ধিরই রূপান্তর বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করেন ॥৩৭॥ ("সন্ধি পূর্ব্বক ইত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত ১৬ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই সন্ধির লক্ষণ এবং সূক্ষার্থে ইত্যাদি করিয়া ১৪ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বিগ্রহের রূপ ; অতএব সন্ধি ও বিগ্রহ এই দুইটি মাত্র গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয়।)* কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সন্ধি বিগ্রহ ও সংশ্রয় এই তিনটি মাত্র গুণ ॥৩৮॥ বলবান্ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করাকেই সংশ্রয় কহে। অতএব সংশ্রয় সন্ধি হইতে ভিন্ন, ইহা বৃহস্পতি বলিয়া থাকেন ॥৩৯॥ গুণ বলিতে একমাত্র বিগ্রহ। সন্ধি প্রভৃতি গুণগুলি বিগ্রহ হইতেই উৎপন্ন হয়। অবস্থা ভেদে বিগ্রহই ষাড়্গুণ্য ধারণ করে, ইহাই আমাদের গুরুর মত ॥৪০॥ ইতি কামন্দকীয়-নীতিসারে যান-আসন-দ্বৈধীভাব-সংশ্রয়-বিকল্প-নামক একাদশ-সর্গ ॥

---

## দ্বাদশ-সর্গ। (১)

### মন্ত্র-বিকল্প।

পূর্ব্বকথিত ষাড়্গুণ্য বিষয়ে পরিপক্কবুদ্ধি, এবং যাঁহার কার্য্যকলাপ কোন রূপে বাহিরে প্রকাশ হয় না, এইরূপ মন্ত্রজ্ঞ নরপতি মন্ত্রিগণের সহিত স্বীয় এবং পরকীয় মণ্ডল-বিষয়ে অতি গোপনভাবে মন্ত্রণা করিবেন ॥১॥ মন্ত্রার্থ-কুশল রাজা বিজয়-সুখ লাভ করিয়া থাকেন। আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ মন্ত্রার্থে অকুশল রাজা স্বাধীন হইলেও পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করেন ॥২॥ রাক্ষসগণ যেরূপ যজ্ঞধ্বংস করে সেইরূপ এই মন্ত্রণায় অকুশল রাজাকে

---

* বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ টীকাকার ধরেন নাই, সম্ভবতঃ ইহা মূলের অন্তর্গত নহে।

(১) এই দ্বাদশসর্গ কলিকাতা সংস্করণের একাদশ সর্গের অন্তর্গত।

শত্রুগণ চারিদিক হইতেই নষ্ট করে। অতএব মন্ত্র-কুশল হইবে ॥৩॥ বিশ্বস্ত-পণ্ডিত-মন্ত্রীর সহিত স্ব-পর-মণ্ডল সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিবে। আর বিশ্বাসী মূর্খ-মন্ত্রীকে এবং অবিশ্বাসী মন্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে ॥৪॥ রাজ্যের কুশল-লাভের জন্য কৃতকর্ম্মা সুনীতিপরায়ণ পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের আচরিত শাস্ত্রীয়-পথ পরিত্যাগ করিবে না ॥৫॥ শাস্ত্রবিরুদ্ধ-ব্যবহারকারী সহসা অভিযোগ-কারী শত্রুর খড়্গের মুখের গ্রাসে না পড়িয়া নিবৃত্ত হয় না ॥৬॥ প্রভাবশক্তি ও উৎসাহশক্তি এই দুই অপেক্ষায় মন্ত্রশক্তিই প্রশস্ত; কারণ শুক্রাচার্য্য প্রভাব ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়াও বৃহস্পতির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন ॥৭॥ ( শুক্ররূপধারী বৃহস্পতি অসুরদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অসীম প্রভাবসম্পন্ন শুক্রাচার্য্যও বৃহস্পতিকে শাপ দিয়াছিলেন )॥ * সিংহ কেবল বলপূর্ব্বক অর্থাৎ উৎসাহ-শক্তিতেই হস্তীকে মারিয়া ফেলে এবং নীতিমূঢ়-ধীরব্যক্তি ঐ সিংহকে বধ করে; আর মন্ত্রশক্তিসম্পন্নব্যক্তি ঐরূপ শত শত ধীর ব্যক্তিকেও পরাজিত করে ॥৮॥ (+) সামাদি উপায়ের উত্তম বোধের দ্বারা পূর্ব্বেই অমঙ্গল-অবলোকনকারী-পণ্ডিতগণ স্ব-পর-মণ্ডল সম্বন্ধে যাহা মন্ত্রণায় নিশ্চিত করেন, তাহা নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥৯॥ মন্ত্রশক্তি অবলম্বন করিয়া লাভের ইচ্ছা করিবে। কাল বুঝিয়া অভিযান করিবে। একমাত্র উৎসাহ-শক্তি-অবলম্বন অনুতাপের কারণ হয় ॥১০॥ প্রশস্ত-বুদ্ধি-সহকারে সাধ্য ও অসাধ্যের নিশ্চয় করিবে, নতুবা হস্তীর দন্তদ্বারা পর্ব্বত গাত্রে যে আঘাত তাহা কেবল দন্তভঙ্গেরই কারণ হইয়া থাকে অর্থাৎ না বুঝিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে কেবল হানিই হয় ॥১১॥ অসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের ক্লেশ ছাড়া আর কি ফল হইতে পারে? আকাশের আস্বাদ করিতে গেলে খাদ্য কোথায় মিলে? ॥১২॥ পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে ঝাঁপ

---

* এই বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ ব্যাখ্যাকার ধরেন নাই। এই দ্বাদশসর্গের প্রথম শ্লোক হইতে এই পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্করণে নাই।

(+) কলিকাতা সংস্করণে এই শ্লোকটি একাদশ সর্গের ৩০ সংখ্যক শ্লোক।

দিবে না। যাহা স্পর্শযোগ্য তাহাই স্পর্শ করিবে। পতঙ্গ অগ্নিতে পড়িলে পুড়ে মরা ছাড়া তাহার আর কি লাভ হইবে? ॥১৩॥ মোহপ্রযুক্ত দুঃসাধ্য-বিষয় পাইবার চেষ্টা করিলে কার্য্যের বিপৎ রাশি স্পষ্টই পরিতাপের কারণ হয় ॥১৪॥ * ধীরভাবে পদবিক্ষেপ করিয়া যেমন উন্নত পর্ব্বতের চূড়ায় উঠা যায়, সেইরূপ বুঝিবার উপযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা সম্পত্তি লাভ করা যায় ॥১৫॥ সকল লোকের নমস্য এই রাজ্যপদ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। অল্পমাত্র দোষে ব্রাহ্মণ্য যেমন দূষিত হয় সেইরূপ ইহা অল্পমাত্র অপরাধে দূষিত হইয়া থাকে ॥১৬॥ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-বিধানে পালিত বনরাজি যেরূপ শীঘ্র অভীষ্টপ্রদ হয় তদ্রূপ নির্ম্মল-বুদ্ধি-সম্পন্ন-ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া যে সকল কার্য্য আরম্ভ করেন তাহা শীঘ্র সুন্দর ফলপ্রদ হয় ॥১৭॥ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় আরব্ধ কার্য্যের বিনাশে যেমন সন্তাপ জন্মে, যথাবিধি আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হইলেও তেমন সন্তাপ হয় না ॥১৮॥ যে কার্য্য সম্যকরূপে আরব্ধ হইয়াছে তাহা যদি বিপরীত ফল দেয় তাহা হইলে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা অদৃষ্টবশে নিষ্ফল-পুরুষকার হইলেন বলিয়া নিন্দনীয় হন না ॥১৯॥ নির্ম্মল-বুদ্ধি-সম্পন্ন-ব্যক্তি ফললাভের নিমিত্ত যথাবিহিত পুরুষকার প্রকাশ করিবে, যদি পুরুষকার বিফল হয় তাহা হইলে অথর্ব্ববেদে নিপুণ হইয়া দৈব অবলম্বন করিবে (পাঠান্তরে—অকাণ্ডে বিনাশকুশল দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করিবে) ॥২০॥ ধীরব্যক্তি আপনাকে ও শত্রুকে বুঝিয়া তবে অভিযান করিবেন। আপনার ও পরের বলাবল বুঝাই বুদ্ধির কাজ ॥২১॥ মতিমান্ মন্ত্রণা শাস্ত্রে কুশল ব্যক্তি যে কার্য্য নিষ্ফল, যে কার্য্য বহুবিধক্লেশদায়ী, যে কার্য্যের ফলে সন্দেহ আছে এবং যে কার্য্যে অত্যন্ত শত্রুতা জন্মে এই সমুদয় কার্য্য করিবেন না ॥২২॥

বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যে কার্য্য শুভদায়ক, দেশকালানুসারে যাহা শুভকর এবং যে কার্য্য হিতকর, পণ্ডিতগণ সেই কার্য্যেরই প্রশংসা করিয়া

---

* ১২½ হইতে ১৩½ শ্লোকাংশ কলিকাতা সংস্করণে নাই।

থাকেন ॥২৩॥ যে কার্য্য হিতজনক এবং কথনও নিন্দাস্পদ হইবে না তাহা প্রথমে ভাল বলিয়া বোধ না হইলেও করিবে ॥২৪॥ ফললাভের জন্য সর্ব্বদাই বুদ্ধি পূর্ব্বক আরম্ভ করা শ্রেয়স্কর। কদাচিৎ সিংহ-বৃত্তি (হঠকারিতা) অবলম্বন করিলেও সুফল দেখা যায়, ইহা কেবল সেই স্থলেই হয় যেখানে একমাত্র কল্যাণই তাহার মিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ॥২৫॥ সহসা অভিযান করিয়া দুষ্টগণের (বুদ্ধিমান্ শত্রুগণের) নিকট হইতে সম্পৎলাভ করা দুঃসাধ্য কিন্তু উপায় অবলম্বন করিলে মত্তহস্তীর মাথায়ও পা দেওয়া যায় ॥২৬॥ নীতিজ্ঞ-বিদ্বানের নিকট কোন স্থানে কোন বস্তুই অসাধ্য নাই। দেখা যায় অভেদ্য লোহাও উপায় দ্বারা গলিয়া যায় ॥২৭॥ বৃহৎ লৌহপিণ্ড বহনকালে কাটিতে পারে না কিন্তু অতি অল্প লৌহও ধারাল হইলে ইচ্ছামত ফল দেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বলবান্ ব্যক্তি উপায় বিহীন হইলে কোন কার্য্য করিতে পারে না, অথচ দুর্ব্বল ব্যক্তিও উপায় অবলম্বন করিয়া মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে ॥২৮॥ জল আগুনকে নিবাইয়া ফেলে ইহাই লোক প্রসিদ্ধ, কিন্তু উপায় অবলম্বন করিলে আগুনও জলকে শুকাইয়া ফেলে ॥২৯॥ •

উপায় দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, বিজ্ঞাত বস্তুর নিশ্চয় হইয়া থাকে, কোন বিষয়ের দ্বৈধভাব ঘটিলে সন্দেহের ছেদন হইয়া থাকে এবং উহার শেষ পর্য্যন্ত দর্শন হইয়া থাকে। ফলতঃ দেশান্তরীয় ও কালান্তরীয় ব্যাপার অপ্রত্যক্ষ বিষয়, উহা মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বুঝিতে হয়; মন্ত্রীর অবগত বিষয়ের তত্ত্বাভাস বুদ্ধি দ্বারা মন্ত্রণায় স্থির হয়; কাহার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত বা অনুচিত এই সন্দেহ মন্ত্রণার দ্বারাই নিরাকৃত হয়; এবং সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়ের মধ্যে সন্ধিই যে শ্রেষ্ঠ তাহা মন্ত্রণায় বুঝাইয়া দেয়, ইহাই শেষ উপলব্ধি। এই চারিটি মন্ত্রণাসাধ্য ॥৩০॥ বিচক্ষণ পণ্ডিত-দিগের শাসনে থাকিয়া কাহারও অবমাননা করিবে না এবং সদুপদেশযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় (ছোট বড় বিচার না করিয়া) সকলেরই কথা শুনিবে ॥৩১॥ যে রাজা মদমত্ত ও কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মন্ত্রীর কথা না

শুনিয়া নিজের ইচ্ছায় কার্য্য করে, শত্রুগণ এই মন্ত্রণা-বিচ্যুত রাজাকে অবিলম্বেই পরাজিত করিয়া থাকে ॥৩২॥ মন্ত্রণা উত্তমরূপে গোপনে রক্ষা করিবে; নরপতিদিগের তাহাই একমাত্র উপায়। এই মন্ত্রশক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িলে নিশ্চয়ই রাজ্যের হানি হয় এবং এই মন্ত্রণা যদি গুপ্ত থাকে তাহা হইলে উত্তমরূপে রাজ্যরক্ষা হয় ॥৩৩॥ সিংহের ন্যায় চেষ্টাকারী বিচক্ষণ ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কার্য্য তাঁহার আত্মীয়গণ কার্য্যকালে বুঝিতে পারে এবং অপর ব্যক্তিগণ ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইলে তবে বুঝিতে পারে ॥৩৪॥ যে মন্ত্র পশ্চাত্তাপপ্রদ নহে, যাহা সঙ্গে সঙ্গেই ফল দিয়া থাকে, যাহা দীর্ঘকাল-সাধ্য নয় এবং যাহা অভীষ্ট-ফল প্রদান করে—এইরূপ মন্ত্রই প্রশংসার্হ বলিয়া স্বীকৃত ॥৩৫॥ সকল রকম সহায়, সকল প্রকার সাধনের উপায়, দেশের বিভাগ ও কালের বিভাগ, এবং বিপত্তির প্রতীকার—এই পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র ॥৩৬॥ আরব্ধ কার্য্য সমাপন করিবে, অনারব্ধ কার্য্য আরম্ভ করিবে, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত কার্য্য বিশেষরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে ॥৩৭॥ রাজা মন্ত্রবিশারদ মন্ত্রীদিগকে নানাপ্রকার কার্য্যে পরিচালিত করিবেন। এবং মন্ত্রণা-বিষয়ে সকল মন্ত্রিগণের যে মতটির ঐক্য হইবে তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ॥৩৮॥ যে মন্ত্রণায় মন্ত্রীরা একমত হইয়াছে, যাহাতে মনে কোনও আশঙ্কা আসে না, এবং যাহা পণ্ডিতেরা নিন্দা করেন না, সেই অভিপ্রেত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন ॥৩৯॥ মন্ত্রজ্ঞ-ব্যক্তিগণের মন্ত্রণায় অবধারিত হইলেও স্বয়ং পুনরায় তাহার বিচার করিবেন এবং যাহাতে স্বার্থের হানি না ঘটে মন্ত্রণাকুশল রাজা তাহাই করিবেন ॥৪০॥ স্বার্থতৎপর মন্ত্রীগণ দীর্ঘকালব্যাপী বিগ্রহ-কামনা করেন। দীর্ঘকালব্যাপী বিগ্রহে নরপতি ব্যাকুল হন, তখন ঐ নরপতি অমাত্যগণের ভোগ্য হন অর্থাৎ তখন রাজা মন্ত্রীগণেরই বশে আসিয়া পড়েন ॥৪১॥ মনের প্রসন্নতা শ্রদ্ধা বুদ্ধি ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতির স্ব স্ব বিষয় সম্পাদন সামর্থ্য, সহায়সম্পন্নতা ও উদ্যোগ—এইগুলি আরব্ধ কার্য্যের সিদ্ধির লক্ষণ অর্থাৎ যে কার্য্যের আরম্ভে এইগুলি প্রকাশ পায় সেই কার্য্য

সিদ্ধি হয়; ইহা হইতেই মন্ত্রসিদ্ধি বুঝিতে পারা যায় ॥৪২॥ লঘু-উত্থান, বিঘ্নশূন্যতা এবং সমুদয় সহকারি কারণগুলির সংযোগ—এই কারণগুলি কার্য্যের সিদ্ধিকেই জানাইয়া দেয় ॥৪৩॥ সর্ব্বদা মন্ত্রণার স্মরণ রাখিবে ও যত্ন সহকারে উহা গোপনে রাখিবে। সযত্নে মন্ত্রগুপ্তি না করিলে ঐ মন্ত্র প্রকাশ পাইয়া অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করে ॥৪৪॥ * ॥ মন্ত্র-রক্ষাপরায়ণ হইয়া বিশ্বস্ত ব্যক্তির ও তাহার বিশ্বস্ত পাত্রগণের নিকট হইতে মন্ত্রণা গুপ্ত রাখিবে। কারণ উক্তরূপে মন্ত্র গোপন না রাখিলে বিশ্বাসীগণের মধ্য হইতেই উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ বিশ্বাসী ব্যক্তি তাহার বিশ্বাসীকে বলে এবং ঐ বিশ্বাসী তাহার বিশ্বাসীকে বলে; এইরূপে মন্ত্রের বহুল প্রচার হইয়া সাধারণে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। (পাঠান্তরে—বার বার মন্ত্র বলাবলি করিবে না, সযত্নে মন্ত্রকে গোপনে রাখিবে, যেহেতু মন্ত্রকে গোপনে না রাখিলে আত্মীয় পরম্পরায় সর্ব্বজন বিদিত হইয়া পড়ে ॥১১।৬৪ কলি, সং) ॥৪৫॥ মদ্যপানাদি জন্য মত্ততা, প্রমাদ (অসাবধানতা), কাম (স্ত্রীকে বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রণার কথা বলা), নিদ্রাবস্থায় প্রলাপ, (থাম প্রভৃতির আড়ালে) প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত ব্যক্তি, সহচরী ও অবমত (বোবা বা শুক সারিকা প্রভৃতি উপেক্ষার পাত্র) এই সমুদায় মন্ত্রণা-ভেদ করিয়া দেয় ॥৪৬॥

থামশূন্য স্থানে, জানালা রহিত স্থানে, আর একবারে ফাঁকায় (পাঠান্তরে—চারিদিক্ ঘেরা স্থানের মধ্যগত ঘরে), ছাদের উপর ও বনমধ্যে—এই সকল স্থানে সর্ব্বজনের অবিদিত ভাবে মন্ত্রণা করিবে ॥৪৭॥ মনুর মতে, মন্ত্রিগণের মন্ত্রিমণ্ডল অর্থাৎ মন্ত্রণা করিবার স্থান দ্বাদশ প্রকার। বৃহস্পতির মতে ষোড়শ প্রকার এবং শুক্রাচার্য্যের মতে বিংশতি প্রকার। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, দ্বাদশ-রাজক-মণ্ডলের জন্য দ্বাদশ মন্ত্রী; এই দ্বাদশ মন্ত্রী এবং অরি, বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন সম্বন্ধে চারিজন মন্ত্রী; মোট—ষোলজন মন্ত্রী। দশরাজক-মণ্ডলের দশজন মন্ত্রী ও ঐ মণ্ডলের দ্রব্য এবং প্রকৃতি

---

* এই শ্লোকটি কলিকাতা সংস্করণে নাই।

অবধারণের জন্য দশজন মন্ত্রী, মোট বিশজন মন্ত্রী ॥৪৮॥ অন্য পণ্ডিতদিগের মতে আবশ্যক অনুসারে কম বা বেশী মন্ত্রী করিবে। মন্ত্রণা-কৌশলে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য (পাঠান্তরে—কার্য্যসিদ্ধির পূর্ণতা লাভের জন্য) মন্ত্রিমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া একাগ্রচিত্তে যথাবিধি কার্য্য করিবে ॥৪৯॥ এক এক জনের সহিত কার্য্যগুলি বার বার বিচার করিয়া (পাঠান্তরে—গুপ্তকার্য্যগুলি বার বার বিচার-পূর্ব্বক স্থির করিয়া) আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রত্যেকের মত ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে ॥৫০॥ প্রভুর হিতৈষী পণ্ডিত বহু-মন্ত্র-প্রয়োগ-দ্রষ্টা মহাপক্ষ (অর্থাৎ যাহার মত বহু মন্ত্রীরা মানেন এইরূপ মন্ত্রী) নীতিশাস্ত্রানুসারে যাহা বলিবেন সেই মত গ্রহণ করিয়া সম্যক্‌রূপে কার্য্য করিবে ॥৫১॥ মন্ত্রণা স্থির করিয়া কার্য্যকাল অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ মন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য আরম্ভ করিবে; কিন্তু কোন কারণে কালবিলম্ব ঘটিলে পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিবে ॥৫২॥ নীতিপারদর্শী ব্যক্তি কখনও কার্য্যকাল অতিক্রম করিবে না; কেন না, কার্য্যের সুযোগ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে ॥৫৩॥ নীতিজ্ঞ ব্যক্তি নীতিবিশারদদিগের মত অবলম্বন করিয়া যথাকালে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। যিনি যথাকালে কার্য্য করেন তিনি সেইকার্য্যের উত্তম ফল লাভ করেন ॥৫৪॥ যাহা যাহা নীতি প্রদর্শিত হইল সেই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া উপযুক্ত দেশ-কালে সহায়-সম্পন্ন হইয়া নিতান্ত অনুরক্ত পার্শ্ববর্ত্তী নৃপগণের সহিত মিত্রতায় বদ্ধ হইয়া অভিযান করিবে কিন্তু কপটতা পূর্ব্বক অভিযান করিবে না (পাঠান্তরে—অনুরক্ত পার্ষ্ণিগ্রাহ-নৃপতির সহিত মিলিত হইয়া লাভজনক বিষয় আক্রমণ করিবে কিন্তু চপলতা সহকারে আক্রমণ করিবে না॥ কলি, সং ১১।৭৪) ॥৫৫॥ অল্পজ্ঞানী ব্যক্তি অহিতকেই হিত মনে করে এবং মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ সহসা অভিযান করে এবং শত্রুর খড়্গে আহত হইয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে ॥৫৬॥ শত্রুর বলাবল বিচার না করিয়া নীতিশূন্য হইয়া 'আমিই বলবান্' এইরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া যে নির্ব্বোধের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কেবল নিজের

মতেই শত্রুকে আক্রমণ করে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তির বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত চৈতন্যোদয় হয় না ॥৫৭॥ * ॥ এইরূপে মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে নরপতি নীতিপথ অবলম্বন করিয়া উদ্‌যোগযুক্ত হইয়া দুষ্ট সর্পের ন্যায় বলবান্ রিপুকে বশীভূত করিবেন ॥৫৮॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে মন্ত্রবিকল্প নামক দ্বাদশ-সর্গ॥

---

## ত্রয়োদশ-সর্গ।*

### দূতপ্রচার।

মন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা ও সুমন্ত্র-প্রদান-সমর্থ রাজা মন্ত্রিদিগের অনুমোদিত দৌত্যকার্য্যে অভিমানযুক্ত মন্ত্রীকে দূত করিয়া শত্রুমণ্ডলে পাঠাইবেন ॥১॥ প্রগল্‌ভ স্মরণশক্তিসম্পন্ন বক্তা শস্ত্রে কুশল শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিই রাজার দূত হইবার উপযুক্ত ॥২॥ নিসৃষ্টার্থ মিতার্থ ও শাসনহারক এই তিন প্রকার দূত। ইহারা যথাক্রমে অমাত্য-গুণের এক এক পদ হীন। নিসৃষ্টার্থ অর্থাৎ সন্ধি প্রভৃতি কার্য্যে সুনিপুণ, ইনি অমাত্যের সম্পূর্ণ গুণযুক্ত। মিতার্থ অর্থাৎ পরিমিতভাষী, ইনি অমাত্যগুণের একপাদ হীন অর্থাৎ ত্রিপাদগুণ যুক্ত। শাসনহারক অর্থাৎ পত্রবাহক, ইনি দ্বিপাদ গুণযুক্ত ॥৩॥ নিসৃষ্টার্থ দূত স্বামীর আজ্ঞানুসারে আপনার পক্ষের বাক্য ও ঐ বাক্যের শত্রুপক্ষের উত্তর প্রত্যুত্তর উত্তরোত্তর চিন্তা সহকারে (পাঠান্তরে—স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের দোষ-গুণ উত্তরোত্তর চিন্তাসহকারে) গন্তব্য স্থানে যাইবে ॥৪॥ অন্তপাল (জনপদের প্রান্তরক্ষাকারী) এবং বনাধ্যক্ষগণের সহিত মিত্রতা করিবে। আর স্বকীয়সামর্থ্যসিদ্ধির জন্য জলপথ ও স্থলপথ অবগত হইবে ॥৫॥ শত্রুর

---

* এই ৫৭ সংখ্যক শ্লোকটি কলিকাতা সংস্করণে নাই।

* কলিকাতা সংস্করণে ইহা দ্বাদশ সর্গ॥

দুর্গে এবং সভায় শত্রুর অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করিবে না ; কার্য্যসিদ্ধির জন্য কাল-প্রতীক্ষা করিবে এবং শত্রুর অনুমতি লইয়া প্রত্যাগমন করিবে ।।৬।। শত্রুরাজ্যের সারবত্তা, দুর্গ, দুর্গের বিষম স্থান, অন্তঃকোপাদি ছিদ্র, ধনবল, মিত্রবল ও সৈন্যবল জানিবে ।।৭।। প্রাণবধের নিমিত্ত খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে দেখিয়াও প্রভুর বার্ত্তা যাহা বলা হইয়াছে তাহাই বলিবে এবং শত্রু-নরপতির মুখের আকার প্রকার দেখিয়া তাহার অনুরাগ বিরাগ বুঝিয়া লইবে ।।৮।। গালাগালি দিলেও সহ্য করিবে ; নিজের কাম ক্রোধ ত্যাগ করিবে। কাহারও সহিত একত্র শয়ন করিবে না ( কারণ পাছে নিদ্রাবস্থায় গুপ্তকথা বাহির হইয়া যায় ) ; শত্রুর অভিপ্রায় অবগত হইবে ।।৯।। * ॥ বিপক্ষরাজার প্রতি তাহার প্রজাবর্গের কিরূপ অনুরাগ ও বিরাগ আছে তাহা জানিবে। †। শত্রুর অলক্ষিতভাবে নিজের কর্ত্তব্য কাজ হাঁসিল করিবার জন্য ক্রুদ্ধ লোভী ভীত বা অবমানিত ব্যক্তিদিগকে হস্তগত করিয়া রহস্যভেদ করিয়া লইবে ।।১০।। বধ্যমান ( পাঠান্তরে—জিজ্ঞাসিত ) হইয়াও নিজের প্রভুর প্রকৃতিবর্গের ক্ষুদ্রতা বলিবে না এবং বিনয় সহকারে [ শত্রু রাজাকে ] বলিবে যে "আপনি চারচক্ষুবলে সমস্তই ত জানেন" ।।১১।। উভয়পক্ষের অর্থাৎ স্বপক্ষ বিপক্ষের উত্তমবংশ, দিগন্তবিশ্রান্ত নাম, প্রচুর ধনসম্পত্তি ও অতিমহৎ কর্ম্ম এই চারি প্রকার বিষয়ের কীর্ত্তন করিয়া [ শত্রু রাজার ] স্তব করিবে ।।১২।। বিদ্যা এবং শিল্প শিক্ষা দিবার ছলে উভয় পক্ষের বেতনে থাকিয়া নিজের কর্ত্তব্য বুঝিবে ও বিপক্ষ রাজার বিরুদ্ধ চেষ্টাও অবগত হইবে ।।১৩।। ( শত্রুর চালচলন বুঝিবার জন্য ) তপস্বীর বেশ ধরিয়া অনুচরবর্গের সহিত শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিখিবার ছলে তীর্থ আশ্রম ও দেবতাস্থানে বিচরণ করিবে ।।১৪।। ভেদযোগ্য ব্যক্তিগণের প্রতি নিজ স্বামীর প্রতাপ, কুল, ঐশ্বর্য্য, ত্যাগ, উৎসাহ সম্পৎ,

* এই শ্লোকটি কলিকাতা সংস্করণের ১৫ শ্লোক।

† এই অংশটি কলিকাতা সংস্করণে ৮ম শ্লোকের শেষাংশ।

অক্ষুদ্রতা ও দক্ষতা কীর্ত্তন ( পাঠান্তরে—প্রদর্শন ) করিবে ॥১৫॥ নিদ্রিত বা মাতাল অবস্থায় মনের ভাব প্রকাশ হইতে পারে, অতএব প্রত্যহ একাকী নিদ্রা যাইবে, স্ত্রীপ্রসঙ্গ ও মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে * ॥১৬॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ( বিপক্ষ-রাজ্যে থাকিয়া ) সময় নষ্ট হইতেছে ইহা জানিয়াও স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য খেদ করিবে না, [ বিপক্ষ ] নানা রকম প্রলোভন দ্বারা তাহার যে সময় নষ্ট করিতেছে তাহা বুঝিবে ॥১৭॥ [ এবং ইহাও বুঝিবে যে ] এই যে দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছে ইহাতে আমাদের রাজার কোন ব্যসন ইহারা দেখিতেছে অথবা নিজেরাই কোন বিপদ্ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে ॥১৮॥ অথবা নীতি-সুচতুর দূত ইহাও বুঝিবে যে বিপক্ষগণ তাহার রাজার অন্তঃপ্রকোপ উৎপাদনের চেষ্টায় আছে কিংবা দুর্গে বিপক্ষেরা নিজেদের রসদ সংগ্রহ করিতেছে অথবা দুর্গ-সংস্কারে নিযুক্ত আছে ॥১৯॥ অথবা বিপক্ষ রাজা তাহার নিজের মিত্রের অভ্যুদয় আকাঙ্ক্ষায় দেশ-কাল-বিবেচনা করিতেছে কিংবা সৈন্য-সাহায্যের চেষ্টায় আছে, ( সম্ভবতঃ ) এই সকল কারণেই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে দিতেছে না ॥২০॥ এই বিপক্ষ স্বপক্ষের যাত্রা ও কালের যথোপযুক্ত ক্রিয়ার জন্য ( পাঠান্তরে—আমাদিগের যাত্রাকালের ক্ষয় প্রার্থী হইয়া ) বিলম্ব করিতেছে। পণ্ডিত-দূত কাল-ক্ষয় হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত সমুদায়ের বিতর্ক করিবে ॥২১॥ বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য শত্রুরাজ্যে থাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত প্রভুকে জানাইবে এবং কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া চলিয়া আসিবে ॥২২॥ শত্রুর কে শত্রু তাহার জ্ঞান, শত্রুর সুহৃদ্ ও বন্ধুর ভেদ সংঘটন, শত্রুর দুর্গ কোষ ও বল জ্ঞান, শত্রুর অমাত্যদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন, শত্রুর রাষ্ট্রপাল বন-পাল ও অন্তপালদিগকে বশীভূত করা এবং যুদ্ধের অপসার ভূমিজ্ঞান ( অর্থাৎ যুদ্ধকালের জন্য রাস্তা-ঘাট জ্ঞান ও সৈন্যাদি সমাবেশের এবং নির্গমের উপযুক্ত ভূমি নির্ণয়) এইগুলি দূতের কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥২৩-২৪॥

* এই শ্লোকটি কলিকাতা সংস্করণে নাই ॥

নরপতি দূতের সাহায্যেই শত্রু-দমন করিবেন এবং নিজের সম্বন্ধে বিপক্ষ-দূতের চেষ্টা অবগত হইবেন ॥২৫॥ ইতি দূত-প্রচার ॥

## দূত-চর-বিকল্প।

তর্কজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, মৃদু অর্থাৎ নরমধাতের লোক, শীঘ্রগমনক্ষম, ক্লেশ ও পরিশ্রম সহিষ্ণু, দক্ষ এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই চর হইয়া থাকে ॥২৬॥ ধূর্ত্তচরগণ জগজ্জনের মত সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবার জন্য তপস্বী সাজিয়া অথবা শিল্প বা পণ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে ॥২৭॥ সমস্ত বার্ত্তাবেত্তা চরগণ প্রতিদিন রাজার নিকট হইতে বহির্গত হইবে এবং বাহিরের সংবাদ জানিয়া পুনর্ব্বার রাজার নিকট ফিরিয়া আসিবে, কারণ ইহারাই রাজার দূরবর্ত্তী চক্ষু অর্থাৎ চরের সাহায্যেই রাজা দূরের বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হন। এইজন্যই লোক রাজাকে "চারচক্ষু" বলিয়া থাকে ॥২৮॥ কাপড়ের মধ্যে কৌশলে সূক্ষ্ম সূতা চালাইলে যেমন বুঝা যায় না, সেইরূপ গুপ্তচরের সাহায্যে রাজা শত্রু-পক্ষের চেষ্টা অবগত হইবেন। রাজা নিদ্রিত হইয়াও জাগিয়া থাকেন যেহেতু তিনি চারচক্ষু অর্থাৎ চারগণই তাঁহার চক্ষু ॥২৯॥ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও বায়ুর ন্যায় চেষ্টাশীল ( অর্থাৎ চরের সাহায্যে সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি ) রাজা নীতিশাস্ত্রানুমোদিত চর সকলের সাহায্যে সমস্ত জগৎ ব্যাপৃত করিয়া ফেলিবেন ॥৩০॥ চারচক্ষু নরপতি প্রভূত চরবর্গে সম্পন্ন থাকিবেন কিন্তু তিনি চরবিহীন হইলে সমতল পথেও অন্ধের ন্যায় পতিত হন অর্থাৎ চর না থাকায় শত্রুর চেষ্টা অবগত হইতে না পারিয়া শত্রুর অল্প চেষ্টাতেই মূঢ়ের ন্যায় পরাভূত হন ॥৩১॥ রাজা চরের দ্বারা বিপক্ষদিগের অমাত্যবর্গের সম্পৎ, রাজকোষ, তাহাদের সকল অবস্থার চেষ্টা এবং তাহারা দূত-প্রেরণকারী রাজার দেশ প্রার্থনা করে কি না এই সমুদয় জানিবেন ॥৩২॥ চর দুই প্রকার—প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ( গুপ্ত )। গুপ্তচরের কথা বলা হইল; প্রকাশ্য যে চর তাহাকে দূত কহে ॥৩৩॥ ঋত্বিক যজ্ঞস্থলে কর্ম্মকাণ্ডের

সূত্রানুসারে যেমন যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন সেইরূপ নীতিবিশারদ ব্যক্তি চরের সাহায্যে নীতিচালনা করিবেন। দূত সন্ধান দিলে, তবে গূঢ়চর তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবে॥৩৪॥ বেশ ও আচরণকে সংস্থা কহে। রাজকার্য্যের সমৃদ্ধির জন্য (পাঠান্তরে—কার্য্যসিদ্ধির জন্য) বেশ ও চরিত্র-বিশেষযুক্ত গূঢ়চরকে সংস্থা নামক চর কহে। ইহাদের মধ্যে যাহারা শত্রুর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে, তাহাদিগকে সঞ্চার কহে। (পাঠান্তরে—সংস্থাচর পরিচারকের ছলে রাজার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে) ॥৩৫॥ বণিক, কৃষক, লিঙ্গী (সন্ন্যাসী), ভিক্ষুক (পরিব্রাজক প্রভৃতি), অধ্যাপক (নামান্তরে—কাপটিক) ইহারা সংস্থানামক চর এবং ইহারা পূর্ব্বোক্ত বণিক প্রভৃতির কপট-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চারগণের আশ্রয় দিবার জন্য (রাজার বৃত্তিতে) স্বচ্ছন্দে থাকে ॥৩৬॥ স্বরাজ্যে এবং পররাজ্যে সর্ব্বত্র মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, দৌবারিক, অন্তর্ব্বংশিক, প্রশাস্তা, সমাহর্ত্তা, সন্নিধাতা, প্রদেষ্টা, নায়ক, পৌর, ব্যবহারিক, পরিষদধ্যক্ষ, দণ্ডপাল, দুর্গপাল, অন্তপাল এবং আটবিক এই আঠার জনের কার্য্যস্থানেই পরচিত্ত-বেদী সঞ্চার নামক চরগণ থাকিবে ॥৩৭॥ তীক্ষ্ণ (মরিয়া অস্ত্রজীবী), প্রব্রাজক (ভিক্ষুক লিঙ্গী), সত্রী (ছদ্মবেশধারী) এবং রসদ (বিষপ্রয়োগ-কারী) ইহারাই সঞ্চারের মধ্যে প্রধান। ইহারা কেহ কাহাকেও চিনে না * ॥৩৮॥ যিনি [ চরদ্বারা ] স্বপক্ষের কিংবা বিপক্ষের চেষ্টা বুঝিতে না পারেন তিনি শত্রুরা তাঁহার ছিদ্রান্বেষী হইলেও (পাঠান্তরে—জাগিয়া থাকিয়াও) নিদ্রিত থাকেন, আর কখনও পুনরায় জাগরুক হন না অর্থাৎ শত্রুকবলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হন; ফলতঃ স্বপক্ষের ও পরপক্ষের চেষ্টা সর্ব্বদাই বুঝিতে হইবে নতুবা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী ॥৩৯॥

স্বপক্ষীয় লোকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি কারণ প্রযুক্ত ক্রুদ্ধ আর কোন ব্যক্তি অকারণে ক্রুদ্ধ তাহা বুঝিবে। অকারণ-ক্রুদ্ধ পাপীদিগকে

* এই ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটি কলিকাতা সংস্করণে ৩৪ সংখ্যক শ্লোক।

তীক্ষ্ণ-চরদ্বারা গুপ্তভাবে হত্যা করিবে ।।৪০।। যাহারা কারণে ক্রুদ্ধ হয় তাহাদিগকে বশীভূত করিবে এবং অরির মুখ যে ছিদ্র ( অর্থাৎ প্রকৃতিবর্গের ক্রোধ লোভ ভয় মান প্রভৃতি যে দোষরূপ ছিদ্র ) তাহা দান এবং মানদ্বারা প্রশান্ত করিবে ( পাঠান্তরে—অকারণ-ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে দান ও মানদ্বারা বশীভূত করিবে এবং ছিদ্র পূরণ করিবে ) ।।৪১।। রাজ্যের কণ্টকদিগের প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া উহাদিগকে প্রশান্ত করিবে এবং উদ্‌যোগী হইয়া সাম-দান-প্রয়োগে ছিদ্র পূরণ করিবে * ।।৪২।।যানপাত্রে (অর্থাৎ নৌকায়) ক্ষুদ্রছিদ্র পাইয়া জল প্রবেশ করিয়া যেমন তাহাকে ডুবাইয়া দেয় সেইরূপ শত্রু অতিক্ষুদ্র ছিদ্র পাইয়া তাহাদ্বারা প্রবেশ করিয়া বলবান্ হইয়া রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দেয় ।।৪৩।। জড় মূক অন্ধ ও বধিরের ভেলধারীগণ, পণ্ডক ( নপুংসক ), কিরাত, বামন, কুব্জ, কারুকার্য্যকারী, ভিক্ষুক, চারণ ( নট ও নর্ত্তক ), দাসীগণ, মালাকার, কলাশাস্ত্রজ্ঞ—এই সমুদয় লোক অলক্ষিতভাবে অন্তঃপুর-সংক্রান্ত-সংবাদ আহরণ করিবে ।।৪৪-৪৫।। ছত্রধারী ব্যজনধারী ভৃঙ্গারধারী যানবাহক বাহনরক্ষক হস্তিপক এবং অন্যান্য অশ্বপালক গোপালক ও রথচালক প্রভৃতি ইহারা বাহিরের বার্ত্তা দিবে ।।৪৬।। অন্নপাচক (পাঠান্তরে—ডালপাচক), ব্যঞ্জনপাচক, কল্পক (নাপিত ), ( পাঠান্তরে—শয্যারচনকারী ), স্নাপক ( যে স্নান করাইয়া দেয় ), ( পাঠান্তরে—ব্যয়কা অর্থাৎ যে হুকুমমত টাকা দেয় ), প্রসাধক, ভোজক ( অর্থাৎ যে হাতে করিয়া খাদ্য আনিয়া দেয় ), গাত্র-সংবাহক, যাহারা জল-পান-ফুল-সুগন্ধি-দ্রব্য-আভরণ আনিয়া দেয় এবং যাহারা নিকটে থাকে, ইহাদিগকে রসদ (বিষপ্রয়োগী) করিবে ।।৪৭-৪৮।। সাঙ্কেতিক-শব্দ প্রয়োগে, ম্লেচ্ছভাষা প্রয়োগে, চিঠি-পত্র ব্যবহারে, আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা চরগণ অতি সাবধানে পরস্পরের চারচর্য্যা অর্থাৎ চরসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ।।৪৯।। সূর্য্যের রশ্মিজাল যেরূপ ভূমির জল আকর্ষণ করে সেইরূপ সমস্ত জগতের

---

* এই ৪২ সংখ্যক শ্লোকটি কলিকাতা সংস্করণে নাই।

সমস্ত মত সম্যকরূপে পান করিয়া বিবিধ শিল্প-বিদ্যা ও অধ্যয়নে সুনিপুণ চরগণ বহুরূপী সাজিয়া বিচরণ করিবে ॥৫০॥ নিজের সমৃদ্ধির জন্য শত্রুর এবং নিজের বিষয় অবগত হইয়া যে প্রণিধান (অর্থাৎ চররীতি) দ্বারা শত্রুকে বশে আনিতে পারা যায়, নিজে নিজে খুব সাবধান হইয়া শত্রুর প্রযুক্ত ঐ প্রণিধান চরনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা জানিবে ॥৫১॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে রাজোপদেশে দূতপ্রচার ও দূত-চর-বিকল্প নামক ত্রয়োদশ-সর্গ ॥

---

## চতুর্দ্দশ-সর্গ। *

### উৎসাহ প্রশংসা।

চরচর্য্যাতে বার বার দূতের চেষ্টা বিফল হইলে (অর্থাৎ শত্রুপক্ষীয় চরগণ গুপ্তভাবে তাহাদের শত্রুদলে মিশিয়া তাহাদের বিপক্ষ-রাজার উদ্দেশ্য বিফল করিলে), [বিজিগীষু] রাজা সূক্ষ্মবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া (১১ সর্গের ১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) অনুরক্ত প্রকৃতিবর্গের সহিত অভিযান করিবেন (পাঠান্তরে—চরচর্য্যায় প্রতিদিন দূতের চেষ্টা সফল হইতেছে জানিয়া উপযুক্ত লাভের সম্ভাবনায় সূক্ষ্মবুদ্ধি সহকারে শত্রুর প্রতি অভিযান করিবেন) ॥১॥ অরণি (অর্থাৎ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদনের কাষ্ঠ) যেমন অগ্নি প্রসব করে, সেইরূপ সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ়বুদ্ধি যদি সত্ত্ব ও প্রযত্নদ্বারা যুক্ত হয় (অর্থাৎ ব্যসনে বা অভ্যুদয়ে বিকারশূন্য হইয়া অধ্যবসায় যুক্ত হয়, আর বিচারদ্বারা হেয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয় অংশের গ্রহণকারী হয়) তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে ॥২॥ ধাতুর মধ্য হইতে যেমন স্বর্ণকে নিষ্কাষিত করা হয় এবং দুগ্ধ-মন্থন করিয়া যেমন ঘৃত আহরণ করা হয়, সেইরূপ সত্ত্ববুদ্ধি ও প্রযত্নযুক্ত

* কলিকাতা সংস্করণে ইহা ১৩শ সর্গ।

ব্যবসায় হইতে নিশ্চয়ই ফললাভ হইয়া থাকে ॥৩॥ মহাসমুদ্র যেমন জলরাশির আশ্রয় সেইরূপ ধীমান্ উৎসাহ-সম্পন্ন ও ব্যবসায়-যুক্ত (পাঠান্তরে—প্রভুশক্তি-সম্পন্ন) ব্যক্তি লক্ষ্মীর উৎকৃষ্ট আশ্রয় ॥৪॥ জলে যেমন নলিনী জীবিত থাকে সেইরূপ বুদ্ধি থাকিলে লক্ষ্মীও থাকে। বুদ্ধি উত্থান ও অধ্যবসায় যুক্ত হইলে ঐ লক্ষ্মীর বিস্তার হয় ॥৫॥ ছায়া যেমন কায়াকে ছাড়ে না অথচ সময়ে বিস্তার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ উৎসাহ-সম্পন্ন এবং বুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধরূপে চলিতে সমর্থ ব্যক্তির নিকট হইতে লক্ষ্মী একপাও সরেন না বরং তাহার লক্ষ্মী-সম্পৎ বাড়িয়া যায় ॥৬॥ নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ সম্পৎ সমুদয় ব্যসনশূন্য অশ্রান্ত মহোৎসাহী ও মহামতি-সম্পন্ন ব্যক্তিতে উপগত হয় ॥৭॥ স্ত্রীগণ যেমন নপুংসককে পরাভূত করে, সেইরূপ সত্ত্ববুদ্ধিযুক্ত হইলেও যাহার মন সর্ব্বদা ব্যসনাসক্ত তাদৃশ অলস ব্যক্তি সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হয় ॥৮॥ কাষ্ঠ যেমন অগ্নিকে পরিবার্দ্ধিত করে সেইরূপ উৎসাহদ্বারা সত্ত্বকে (অর্থাৎ ব্যসন বা অভ্যুদয়ে বিকারশূন্য অধ্যবসায়কে) বর্দ্ধিত করিবে। সতত উদ্‌যোগী ব্যক্তি দুর্ব্বল (অর্থাৎ কোষদণ্ডবিহীন) হইলেও নিশ্চয়ই লক্ষ্মীলাভ করে ॥৯॥ দুষ্ট স্ত্রীকে যেমন বলপূর্ব্বক ভোগ করিতে হয় সেইরূপ পুরুষকার-সহকারে শ্রীসম্পৎ ভোগ করিবার জন্য উদ্যোগ করিবে; কখনও ক্লীবের ন্যায় আচরণ করিবে না অর্থাৎ উৎসাহ ত্যাগ করিবে না ॥১০॥ দুর্ব্বিনীত স্ত্রীকে যেমন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বশীভূত করিতে হয়, সেইরূপ সর্ব্বদা উদ্যোগী ব্যক্তি সিংহবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লক্ষ্মীকে বশে আনিবেন ॥১১॥ শত্রুদিগের মণিরঞ্জিত কিরীটযুক্ত শিরস্ত্রাণ-শোভিত মস্তকে পদার্পণ না করিয়া পুরুষ কখনই ভদ্রতা লাভ করিতে পারে না ॥১২॥ অতিশয় যত্নে প্রেরিত প্রমত্ত চিত্ত-হস্তী দ্বারা প্রবল বৈরি-বৃক্ষকে উন্মূলিত করিতে না পারিলে সুখ সম্ভাবনা কোথায়? ॥১৩॥ হেলায় আকৃষ্ট দেদীপ্যমান তীক্ষ্ণ-খড়্গের কিরণে অতিমাত্র-রঞ্জিত সুন্দর-

করীকর-সদৃশ হস্তদ্বারাই সম্পৎরাজি আহৃত হয় ॥১৪॥ মহৎ ব্যক্তি উচ্চতর পদ লাভের ইচ্ছা করিয়া উচ্চপদই পাইয়া থাকেন এবং নীচ ব্যক্তি অধঃপতনের আশঙ্কা করিয়াই নীচ হইতে নীচতর পদেই পতিত হয় ॥১৫॥ মহাপরাক্রান্ত সিংহ যেমন বিপুলকায় মত্তহস্তীর মস্তকে পদাঘাত করে সেইরূপ মহাবলশালী ব্যক্তি নিজ অপেক্ষায় অধিক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিকে পদানত করিতে পারে। ॥১৬॥ সর্প যেমন ভয়ঙ্কর ফণা দেখায় সেইরূপ ভয়হীন হইয়া শত্রুকে ভয় দেখাইবে এবং যথাশক্তি শত্রুর দণ্ডবিধান করিবে ॥১৭॥ ইতি উৎসাহ প্রশংসা।

## প্রকৃতিকর্ম্ম।

যাহা হইতে প্রকৃতিবর্গের ব্যসন উপস্থিত হয়, সেই কারণ প্রশমিত করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিবে। অনয় ( অশুভ ) এবং অপনয় ( অপচয় ) যথাক্রমে দৈবব্যসন ও মানুষব্যসন। যাহা শ্রেয়ঃধ্বংস করে তাহাকে ব্যসন কহে। ব্যসনী ব্যক্তি নীচগতি প্রাপ্ত হয় অথবা বিনষ্ট হয় ( পাঠান্তরে—ব্যসনী-ব্যক্তি ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয় ), অতএব ব্যসন ত্যাগ করিবে ॥১৮-১৯॥ অগ্নিপীড়া, জলপীড়া, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এই পাঁচপ্রকার দৈবব্যসন। ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু বিপৎ সে সমুদয়ই মানুষব্যসন ॥২০॥ কার্য্যতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি পুরুষকার অথবা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দ্বারা দৈবব্যসনের নাশ করিবে এবং উৎসাহদ্বারা ( দুর্গাদির পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা ) ও সামাদি নীতি প্রয়োগদ্বারা মনুষ্যব্যসন নিরাকরণ করিবে ॥২১॥

স্বামী ( বিজিগীষু ) হইতে মিত্র পর্য্যন্ত যে মণ্ডল, তাহার নাম প্রকৃতি-মণ্ডল। এই প্রকৃতিমণ্ডলের কর্ম্ম এবং ব্যসন যথাক্রমে বলিতেছি ॥২২॥ মন্ত্র, মন্ত্রফলের প্রাপ্তি, কার্য্যের অনুষ্ঠান, আয়তি (প্রভাব), আয়-ব্যয়-জ্ঞান, দণ্ডনীতি, শত্রুদমন, ব্যসনের প্রতীকার এবং রাজার ও রাজ্যের রক্ষা ( পাঠান্তরে—রাজাকে রাজ্যে অভিষেক করা )—এইগুলি অমাত্যের কর্ম্ম। কিন্তু অমাত্য ব্যসনী হইলে পূর্ব্বোক্ত সমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥২৩-২৪॥

অমাত্যগণ ব্যসনী হইয়া রাজাকে আকর্ষণ করিলে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় রাজা অভিযানে অসমর্থ হন ॥২৫॥ ( কোষ, দণ্ড, কুপ্য, পিষ্ট—সীসক, বাহন ) * হিরণ্য, বস্ত্র, ধান্যাদি, বাহনাদি ও অন্যান্য দ্রব্য সমুদায় প্রজার নিকট হইতে [ রাজা ] পাইয়া থাকেন ॥২৬॥ প্রজা বার্ত্তা-সাধন করে এবং বার্ত্তাই লোকরক্ষা করে ; প্রজা ব্যসনস্থ হইলে কিছুমাত্র সিদ্ধ হয় না ॥২৭॥ শত্রু-সমাগমরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে ঐ দেশবাসীগণ আপনাদের রাজ্যের দুর্গবাসীদিগের অবলম্বনের জন্য প্রজাদিগের পরিত্রাণ ও কোষদণ্ডের রক্ষা করিয়া উপকার করিবে।। ২৮ ।। দুর্গ আশ্রয় করিয়া অপ্রকাশ্যে ভেদসাধনাদি, লোকরক্ষা, মিত্র এবং অমিত্রের পরিগ্রহ, সামন্ত ও আটবিকের পীড়া নিবারণ করা যায় ॥২৯॥ দুর্গস্থ নরপতিকে স্বপক্ষ ও পরপক্ষ সকলেই পূজা করে ; অতএব দুর্গের ব্যসন উপস্থিত হইলে সমস্তই বিপন্ন হয়।। ৩০ ॥

ভৃত্যপোষণ, দান, ভূষণ, যান, বাহন, স্থিরতা, শত্রু-পক্ষকে উপজাপ ( ভেদ করা ), দুর্গসংস্কার, সেতুবন্ধন, বাণিজ্য, প্রজাপরিগ্রহ ও মিত্রপরিগ্রহ, ধর্ম্মসিদ্ধি, কামসিদ্ধি ও অর্থসিদ্ধি—এইগুলি কোষ হইতে সম্পন্ন হয় ॥ ৩১-৩২ ॥ অর্থই রাজার মূল—এই প্রবাদ সর্ব্বজন সিদ্ধ। অতএব কোষের ব্যসন উপস্থিত হইলে রাজার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় ॥৩৩॥ অর্থশালী নরপতি অর্থদ্বারাই ক্ষীণবল বর্দ্ধিত করেন, [অর্থদ্বারাই] প্রজাবর্গকে আয়ত্ত করেন, এবং শত্রুরাও [অর্থমোহেই] তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে ॥৩৪॥

মিত্র, অমিত্র, হিরণ্য ও ভূমির আত্মসাৎকরণ, দূরের কার্য্যও শীঘ্র সম্পাদন, লব্ধবস্তুর রক্ষা, শত্রুচক্রের ব্যাঘাতসাধন, নিজের প্রভাব

---

* ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে এই অংশ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে তাহাদের 'ক' পুস্তকে এই অংশ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু ব্যাখ্যাকার ধরেন নাই। আর কলিকাতা সংস্করণেও এ অংশ নাই।

অক্ষুণ্ণ রাখা—এইগুলি দণ্ড হইতে সাধিত হয়। আর দণ্ডের-ব্যসন উপস্থিত হইলে এইগুলির ক্ষয় হয় ॥৩৬॥ দণ্ডবান্ নরপতির শত্রুগণও নিশ্চয়ই মিত্র হইয়া থাকে। দণ্ডপরিচালন সমর্থ নরপতি বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া পৃথিবী ভোগ করে ॥৩৭॥

মিত্র স্নেহপ্রযুক্ত হইয়া প্রকাশ্যেই বিজিগীষুর শত্রুর মিত্রকে স্তম্ভিত করে, শত্রুর বিনাশ করে এবং ভূমি কোষ দণ্ড ও প্রাণ দিয়াও উপকার করে। মিত্রের ব্যসন উপস্থিত হইলে মিত্রের কার্য্যকারিত্ব থাকে না ॥৩৮-৩৯॥ উপকার না পাইয়াও মিত্র মিত্রের মঙ্গলই করিয়া থাকে। মিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসেই দুঃসাধ্য-সাধন করিতে সমর্থ হন ॥৪০॥

বিদ্যাসমুদয়ের আলোচনা, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষা, শস্ত্রশিক্ষা ও শাস্ত্রশিক্ষা, যুদ্ধনীতিশিক্ষা, ব্যায়াম, শাস্ত্রবিজ্ঞান (পাঠান্তরে—শস্ত্রবিজ্ঞান), বর্ম্ম (পাঠান্তরে—কর্ম্ম) সমূহের লক্ষণজ্ঞান, হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণ ও উহাদের পরিচালনের কৌশলজ্ঞান, মল্লযুদ্ধের কৌশলশিক্ষা, মায়াদ্বারা পরচিত্ত-প্রবেশ-জ্ঞান, ধূর্ত্তের নিকট ধূর্ত্ততা, সাধুর নিকট সাধুতা, মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণা, একাকী মন্ত্রিত-বিষয়ের বিচার, মন্ত্রগুপ্তি, মন্ত্রের তাৎপর্য্য-জ্ঞান (পাঠান্তরে—মন্ত্রানুসারে অবস্থান), উপেক্ষা, সাম দান ভেদ ও দণ্ডের সাধন, প্রশাস্তা (সৈন্যাধ্যক্ষ), সূত (রথচালক), সেনাপতি মন্ত্রী অমাত্য ও পুরোহিত ইহাদের কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ, দুর্ব্বৃত্তদিগের পরিত্যাগ (পাঠান্তরে—দুষ্টদিগের কারাগারে অবরোধ), কে কি কারণে রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে আর কে কি কারণেই বা রাজ্যের বাহিরে যাইতেছে তাহার জ্ঞান, দূতপ্রেরণ, প্রকৃতিব্যসন-নিরোধ, ক্রোধীর ক্রোধপ্রশমন, গুরুদিগের অনুসরণ, পূজ্যব্যক্তিদিগের সম্মান-রক্ষা, ধর্ম্মাধিকারের প্রবর্ত্তন, রাজ্যের কণ্টকশোধন, সমস্ত অনুজীবিগণের মধ্যে কে প্রকৃত ভরণীয় আর কে ভরণীয় নয় তাহার জ্ঞান, উহাদিগের মধ্যে কে কার্য্য করে আর কে কার্য্য করে না তাহার পরীক্ষা এবং উহাদিগের

মধ্যে কে সন্তুষ্ট কে অসন্তুষ্ট তাহার বিচার, মধ্যম ও উদাসীনের চরিত্রজ্ঞান এবং উহাদের সিদ্ধি, অর্থাৎ সন্ধির পালন, মিত্রদিগের সহিত মিত্রতা রক্ষা, শত্রুদিগের নিগ্রহ, পুত্র ও দারা প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষা, বন্ধুবর্গের সহিত মিত্রতা-রক্ষা, খনি-দ্বীপ-বন-দুর্গ-সেতু-বাণিজ্যের পথ প্রভৃতি রাজকীয় বৃত্তির যথাযথ পরিচালন, অসৎলোকদিগের বৃত্তি রোধ করা, সজ্জনদিগের বৃত্তি স্থাপন করা, সকল জীবে অহিংসা, অধার্ম্মিকদিগের বর্জ্জন, অকার্য্যের প্রতিষেধ, কর্ত্তব্যকার্য্যের প্রবর্ত্তন, দাতব্যবস্তু (ক্ষেত্রাদির) দান, অদানার্হ (পাপার্জ্জিত) অর্থসংগ্রহ করিবে না (পাঠান্তরে—যাহা দানযোগ নয় তাহার সংগ্রহ), অদণ্ডনীয়ের দণ্ড-নিষেধ, দণ্ডনীয়ের দণ্ডবিধান, অগ্রাহ্য (অর্থাৎ পূর্ব্ববৈরি অথবা স্বভাবতঃ বিদ্বেষী) দিগের অগ্রহণ, গ্রাহ্যদিগের গ্রহণ, অর্থযুক্ত (সফল অভিযানাদির) অনুষ্ঠান, অনর্থের (অর্থাৎ বলবানের সহিত বিগ্রহ প্রভৃতির) বর্জ্জন, ন্যায়সঙ্গত করগ্রহণ, করদানে অসমর্থ ব্যক্তির কর রেহাই করা, প্রধান ব্যক্তিদিগের সমর্থন (পাঠান্তরে—সংবর্দ্ধন), দুষ্ট ব্যক্তিদিগের নিরাকরণ, বৈষম্যের প্রশমন, ভৃত্যদিগের বিরোধের মীমাংসা, অবিজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান, জ্ঞাত-বিষয়ের অবধারণ, সর্ব্বদাই কার্য্যের আরম্ভ, আরব্ধকার্য্যের পরিসমাপ্তি, অলব্ধবিষয়ের ন্যায়ানুসারে লাভেচ্ছা, লব্ধবস্তুর পরিবর্দ্ধন, বর্দ্ধিত বিষয় হইতে বিধিপূর্ব্বক সৎপাত্রে অর্পণ, অধর্ম্মের প্রতিষেধ, ন্যায়ানুসারে চলা, উপকার্য্য (অর্থাৎ উপকারের উপযুক্ত) ব্যক্তির উপকার—এইগুলি রাজার বৃত্তি ॥৪১—৫৮॥ রাজা নীতিপরায়ণ হইয়া উদ্যোগী হইলে এই অমাত্যাদি সমুদায়ের উন্নতি-সাধন করেন এবং ব্যসনী হইলে এই সমুদায় ক্ষয় করেন ॥৫৯॥ রাজা ধর্ম্ম এবং অর্থ উপার্জ্জনে উৎকণ্ঠিত হইয়া অনুস্থচিত্ত হইলে মন্ত্রী এই সমুদয়ের বিশেষরূপ উন্নতি করিতে পারেন অর্থাৎ রাজা ব্যসনী না হইয়া উদ্‌যোগী ও নীতিপরায়ণ হইলে মন্ত্রী সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিয়া রাজ্যের উন্নতি করিতে পারেন ॥৬০॥ ইতি প্রকৃতি কর্ম্ম ॥

## প্রকৃতিব্যসন।

বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, অর্থদূষণ (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে করগ্রহণ), পান, স্ত্রী, মৃগয়া এবং দ্যূত (জুয়া খেলা)—এইগুলি রাজার ব্যসন ॥৬১॥

আলস্য, স্তব্ধতা, দর্প, প্রমাদ (অনবধানতা), বৈরকারিতা (অকারণ ঝগড়া বাধান) এবং পূর্ব্বোক্ত বাক্‌পারুষ্য হইতে দ্যূত পর্য্যন্ত বিষয়গুলি মন্ত্রীর ব্যসন বলিয়া কথিত হয় ॥৬২॥

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ (পঙ্গপাল), অসৎকর (অতিরিক্ত কর), দণ্ড (অসমীচীন দণ্ড), শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক পীড়া, চোর ও রাজসৈন্য এবং রাজপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে নিয়মাধীন রাখিতে না পারা, মড়ক, ব্যাধি, দুষ্টলোকের অত্যাচার, পশুবর্গের বিপৎ (পাঠান্তরে—মৃত্যু) এবং পশুদিগের রোগ—এইগুলিকে রাষ্ট্রব্যসন বলে ॥৬৩-৬৪॥

যন্ত্রের, প্রাকারের ও পরিখার জীর্ণতা ; হীনশস্ত্রতা ; ঘাস ও ইন্ধনের ক্ষীণতা—এইগুলি দুর্গের ব্যসন বলিয়া কথিত হয় ॥৬৫॥

অসদ্‌ভাবে ব্যয়িত, পরিক্ষিপ্ত ( বহুস্থানে অনাদায়ীভাবে স্থিত), ভক্ষিত (কীটাদিদ্বারা বিনষ্ট), অসঞ্চিত, মুষিত (সামন্ত ও আটবিকগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত) এবং দূরদেশে অবস্থিত—এইগুলি কোষের (ধনাগারের) ব্যসন ॥৬৬ ॥

উপরুদ্ধ, পরিক্ষিপ্ত (অর্থাৎ বহুস্থানে দুইচারিজন করিয়া ছড়াইয়া থাকা), বিমানিত (অত্যন্ত অপমানিত), অমানিত (অপমানিত), অভৃত (বেতন ও উপযুক্ত আহারাদির অভাবগ্রস্ত), ব্যাধিত, শ্রান্ত, দূরায়াত (দূরপথ অতিক্রম করিয়া আগত), নবাগত (অপরিচিত স্থানে আগত), পরিক্ষীণ (বিশিষ্ট বীরশূন্য), প্রতিহত (পরাজিত) (পাঠান্তরে—অগ্ররহিত অর্থাৎ নেতারহিত), প্রহতাগ্রজব (প্রধান বীর বিনষ্ট), আশাভ্রষ্ট, অভূমিষ্ঠ (অর্থাৎ যুদ্ধের অযোগ্য স্থানে অবস্থিত), অনৃতপ্রাপ্ত (মিথ্যাপবাদগ্রস্ত), কলত্রগর্ভী (যে সৈন্যদলে স্ত্রীলোক থাকে),

অতিক্ষিপ্ত (পাঠান্তরে—বিক্ষিপ্ত), অন্তঃশল্য ( ভেদকারীলোকযুক্ত ), ভেদগর্ভ (একতাশূন্য) বা অপসৃত (কতকগুলি পলায়িত), অবমুক্ত (প্রধান পরিত্যক্ত), (পাঠান্তরে—অবিযুক্ত অর্থাৎ প্রধান পরিশূন্য ), ক্রুদ্ধমৌল ( পৈতৃক-বিশ্বস্ত-সৈন্যের ক্রোধযুক্ত), অরিমিত্র-যুক্ত, শত্রুপক্ষীয়-লোকযুক্ত, দূষ্যযুক্ত ( রাজ-পরিত্যক্ত-লোকযুক্ত ), স্ববিক্ষিপ্ত ( নিজ রাজ্যমধ্যে বিক্ষিপ্ত ), মিত্রবিক্ষিপ্ত (মিত্রকে দত্ত), বিচ্ছিন্নবীবধ (খাদ্যের আমদানী শত্রুরা বিচ্ছেদ করিয়াছে ), বিচ্ছিন্ন-আসার ( যাহার সুহৃদ্বল বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ), শূন্যমূল (জনপদবাসীর অরক্ষিত), অস্বামিসঙ্গত ( রাজার সহিত মিলন পরিশূন্য ), ভিন্নকূট ( প্রধান সেনাপতিশূন্য ), দুষ্টপার্ষ্ণিগ্রাহযুক্ত, অন্ধ ( নীতির উপদেষ্টা-রহিত )—এইগুলি সৈন্যের ব্যসন ॥৬৭-৭১$\frac{১}{২}$॥

এই বলব্যসনের মধ্যে কতকগুলি ব্যসনের প্রতীকার অসম্ভব এবং কতকগুলি ব্যসনের প্রতীকার সম্ভব, এক্ষণে তাহাই বলা হইবে॥৭২॥ উপরুদ্ধ অবস্থায় বাহিরে আসিয়া মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিবে। পরিক্ষিপ্ত হইয়া যদি চারিদিকে শত্রু-বেষ্টিত হয় তাহা হইলে দুর্গ হইতে বা ব্যূহ হইতে বাহির হইবে না ( পাঠান্তরে—পরিক্ষিপ্ত হইলে চারিদিক হইতে বিক্ষিপ্তদিগকে আনিয়া যুদ্ধের জন্য বাহির হইবে ) ॥৭৩॥ অমানিত অবস্থায় তাহাদিগকে সম্মান দেখাইয়া ও অর্থ দিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিবে। অত্যন্ত অপমানিত অবস্থায় ক্রোধে প্রজ্বলিত থাকে বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিবে না ॥৭৪॥ অভৃত অবস্থায় তখনই উপযুক্ত বেতনাদি দিয়া যুদ্ধে পাঠাইবে। ব্যাধিত ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য, অতএব পরাভব প্রাপ্ত হয়, এইজন্য তাহাদিগকে যুদ্ধে লইবে না ॥৭৫॥ পরিশ্রান্ত সৈন্যকে রীতিমত বিশ্রাম দিয়া যুদ্ধে পাঠাইবে। দূরায়াত-সৈন্য হাঁপাইয়া পড়ে, তখন তাহার অস্ত্রগ্রহণের ক্ষমতা থাকে না॥৭৬॥ নবাগত সৈন্যকে নূতনস্থানের সৈন্যদিগের সহিত মিলিত করিয়া ও উঁহাদের নীতি অবলম্বন করাইয়া যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। পরিক্ষীণ অবস্থায় নেতা ও প্রধান ব্যক্তিগণ বিনষ্ট

হওয়ায় ঐ সৈন্যদলকে যুদ্ধে লইবে না ॥৭৭॥ প্রতিহত অবস্থায় দলে বড় বড় বীর থাকায় তাহাদিগকে যুদ্ধে লইবে। হতাগ্রজব অবস্থায় প্রধান প্রধান বীরগণ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই সৈন্যদল যুদ্ধে অসমর্থ ॥৭৮॥ অর্থ-প্রাপ্তি না হওয়ায় আশাভঙ্গ হইয়াছে এইরূপ আশানির্ব্বেদী অবস্থায় পুনর্ব্বার অর্থ প্রাপ্তির আশা পূর্ণ থাকায় তাহাকে লইয়া যুদ্ধ করিবে। (পাঠান্তরে—আশাভঙ্গ অবস্থায় অর্থলাভ হইলে আশাপূর্ণ হয়, সে অবস্থায় তাহাকে যুদ্ধে লইবে না)। অভূমিষ্ঠ অবস্থায় যুদ্ধের ভূমি সঙ্কীর্ণ হওয়ায় সৈন্য-পরিচালনা করিতে পারা যায় না, এইজন্য ঐ অভূমিষ্ঠ-সৈন্যকে (অনুপযুক্ত স্থানস্থিত সৈন্যকে) যুদ্ধে লইবে না ॥৭৯॥ অনৃত-সম্প্রাপ্ত সৈন্যদলে যথাযোগ্য বাহন ও অস্ত্রাদি থাকায় ঐ সৈন্যদলকে যুদ্ধে লইবে। যে সৈন্যদলের স্ত্রীলোকগণ স্বচ্ছন্দ ও সবল, সেই কলত্রগর্ভী সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে সক্ষম ॥৮০॥ শত্রু মিত্র প্রভৃতি বহু রাজ্যে অবস্থিত অতএব অতিক্ষিপ্ত (বিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন) সৈন্যদিগকে যুদ্ধে নিয়োগ করিবে না। যে সৈন্যদলে শত্রুপক্ষ প্রবিষ্ট হইয়া আছে সেই অন্তঃশল্যযুক্ত সৈন্য যুদ্ধক্ষম নয় ॥৮১॥ পরস্পরের মধ্যে একতা নাই এইরূপ ভিন্নগর্ভ-সৈন্যদলকে যুদ্ধে লইবে না। এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে চলিয়া যাওয়ায় এই অপসৃত-সৈন্যদল যুদ্ধে অসমর্থ ॥৮২॥ অবমুক্ত (পাঠান্তরে—অবিযুক্ত) সৈন্য-দলকে প্রধান পক্ষগণ ত্যাগ করায় উহারা যুদ্ধে অক্ষম। পিতৃপিতামহ-ক্রমাগত মৌল (অর্থাৎ বিশ্বস্ত) সৈন্যদল ক্রুদ্ধ হইলে তাহাদিগের ক্রোধ অপনোদন করিলে উহারা যুদ্ধে সক্ষম হয় ॥৮৩॥ মিত্র, শত্রুর সহিত একত্র থাকায় শত্রুর মিত্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধে অক্ষম। সৈন্যমধ্যে শত্রু প্রবেশ করায় উহারা সামর্থ্য অনুসারে লড়িতে অসমর্থ ॥৮৪॥ দূষ্যযুক্ত সৈন্য-দলের কণ্টক উদ্ধৃত হইলে যুদ্ধ করাইবে। (পাঠান্তরে—সৈন্যদল দূষ্যযুক্ত হইলে তাহাদিগকে যুদ্ধে লইবে না, কিন্তু উহাদের ঐ দোষ নিবারিত হইলে উহাদিগকে যুদ্ধে নিযোগ করিবে।) আর বিশ্বস্ত-প্রধান-ব্যক্তি-কর্ত্তৃক রক্ষিত

হইলে দূষ্যযুক্ত হইলেও যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে ॥৮৫॥ বিপৎকালে স্বীয় বিষয়-মধ্যে বিকীর্ণভাবাপন্ন সৈন্যদলকে স্ববিক্ষিপ্ত কহে,; এই সৈন্য যুদ্ধে অসমর্থ। উপযুক্ত দেশকাল পাওয়ায় মিত্র-বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ মিত্রকে দেওয়া হইয়াছে যে সৈন্যদল তাহারা যুদ্ধে অনুপযোগী ॥৮৬॥ বীবধ বলিতে ধান্যাদি রসদ-বস্তুর প্রাপ্তি, এবং আসার বলিতে সুহৃদ্‌বল। বিছিন্ন-বীবধ সৈন্যদল ও বিচ্ছিন্ন-আসার সৈন্যদল ইহারা যুদ্ধের উপযুক্ত নয় ॥৮৭॥ জনপদবাসীর অরক্ষিত সৈন্যকে শূন্যমূল বলে; ইহারা যুদ্ধে সমর্থ। পিতা-পিতামহক্রমে পালকব্যক্তি শূন্য হইলে এই শূন্যমূল সৈন্যদল যুদ্ধে অক্ষম ॥৮৮॥ মৌলকর্তৃক পালিত শূন্যমূল-সৈন্যগণ যুদ্ধে সমর্থ। *। স্বামীর সহিত অসম্বদ্ধ সৈন্যকে অস্বামি-সঙ্গত-সৈন্য কহে; ইহারা যুদ্ধের অনুপযোগী ॥৮৯॥ ভিন্নকূট অর্থে অনায়ক। অতএব ভিন্নকূট সৈন্যদলকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে না। দুষ্পার্ষ্ণিগ্রাহ বলিতে যে সৈন্যদলের পার্ষ্ণিগ্রাহ পশ্চাৎ কোপেতে অত্যন্ত সন্তপ হইয়াছে; এইরূপ সৈন্যদল যুদ্ধে অসমর্থ ॥৯০॥ উপদেষ্টা-বিরহিতকে অন্ধ বলে। যে সৈন্যদলে উপদেষ্টা নাই সেই অন্ধ-সৈন্যদল মূঢ়; ইহারা যুদ্ধে অক্ষম। এই বল-ব্যসনাদি, সাধ্য কি অসাধ্য অর্থাৎ ইহার প্রতীকার সম্ভব কি অসম্ভব, তাহা সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া অভিযান করিবে ॥৯১॥

দৈবব্যসন, শক্র-পীড়া এবং কাম আর ক্রোধ হইতে উৎপন্ন লোক-প্রসিদ্ধ মৃগয়াদি ও বাক্‌পারুষ্যাদি দোষ—এইগুলি মিত্রব্যসন ॥৯২॥

নরেন্দ্র প্রভৃতি যে সাতটি প্রকৃতি বলা হইয়াছে তাহাদিগের যে ব্যসন, তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুতর বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ মিত্রব্যসন হইতে দণ্ডব্যসন গুরুতর, দণ্ডব্যসন অপেক্ষায় কোষব্যসন গুরুতর, কোষ-ব্যসন অপেক্ষায় দুর্গব্যসন গুরুতর, দুর্গব্যসন অপেক্ষায় জনপদব্যসন

---

* ৮৮ সংখ্যক শ্লোকের অর্দ্ধেক হইতে এই পর্য্যন্ত কলিকাতা সংস্করণে নাই।

গুরুতর, জনপদব্যসন অপেক্ষায় অমাত্য-ব্যসন গুরুতর, অমাত্যব্যসন হইতে রাজব্যসন গুরুতর ॥৯৩॥

নরপতি এই সমস্ত প্রকৃতির ব্যসন অত্যন্ত যত্নসহকারে বুঝিয়া বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে কালক্ষেপ না করিয়া ব্যসনগুলির প্রতীকার করিবেন ॥৯৪॥ ঐশ্বর্য্যকামী-নরপতি কাম-ব্যসনে অভিভূত হইয়া কিংবা শৌর্য্য-বীর্য্যে দর্পিত হইয়া প্রকৃতি-ব্যসন সমুদায়কে উপেক্ষা করিবেন না। যিনি প্রকৃতি-ব্যসন উপেক্ষা করেন তিনি অচিরাৎ শত্রুহস্তে পরাজিত হন ॥৯৫॥ রাজা সচেষ্ট হইয়া এই প্রকৃতির এই ব্যসন আছে, অতএব এই প্রকৃতিকে এই কার্য্যে যোজনা করা উচিত, ইহা নিয়ত চিন্তা করিয়া প্রকৃতিবর্গকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। যে রাজার প্রকৃতিবর্গের ব্যসনসমুদয় সুন্দর নীতি প্রয়োগে নিবারিত হয়, সেই রাজা চিরকাল ত্রিবর্গভোগ করিতে পারেন ॥৯৬॥ ইতি কামন্দকীয়-নীতিসারে উৎসাহ-প্রশংসা প্রকৃতি-কর্ম্ম ও প্রকৃতিব্যসন-নামক চতুর্দ্দশ-সর্গ ॥

---

## পঞ্চদশ-সর্গ। *

### সপ্তব্যসন-বর্গ।

অমাত্য হইতে মিত্র পর্য্যন্ত প্রকৃতিবর্গকে রাজ্য বলা হয়। সমুদয় রাজ্যব্যসন অপেক্ষায় রাজার ব্যসন অত্যন্ত গুরুতর ॥১॥ রাজা স্বয়ং ব্যসনী না হইলেই রাজত্বের ব্যসন প্রতীকারে সমর্থ হন; রাজার ব্যসন না থাকিলে রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইতে সমর্থ হয় এবং ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত হয় ॥২॥ যে রাজা নিজেকে অমাত্যদিগকে প্রজাদিগকে

* কলিকাতা সংস্করণে ইহা চতুর্দ্দশ সর্গ।

দুর্গকে কোষকে সৈন্যদিগকে এবং মিত্রবর্গকে ব্যসন হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ তিনি ত্রিবর্গ লাভ করিতে পারেন ॥৩॥ † ॥ যে নরপতির নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান নাই, তিনি অন্ধ বলিয়া কথিত। অন্ধও বরং ভাল কিন্তু মদগর্ব্বে যিনি সৎপথ পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন চক্ষুষ্মান্‌ও ভাল নহেন ॥৪॥ মন্ত্রকুশল মন্ত্রিগণ অন্ধ রাজাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করেন, আর চক্ষুষ্মান্ রাজা মদান্ধ হইলে সকল রকমে আপনার বিনাশ সাধন করেন ॥৫॥ অতএব শাস্ত্রচক্ষু-নরপতি প্রধান মন্ত্রীর মতানুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম-অর্থ-বিনাশকারী ব্যসনগুলি পরিত্যাগ করিবেন ॥৬॥ ব্যসনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ এই তিনটিকে ক্রোধজ-ব্যসন বলেন ॥৭॥ ব্যসনজ্ঞ পণ্ডিতগণ মৃগয়া, দ্যূত, স্ত্রী ও পান—এই চারিটিকে কামজ-ব্যসন বলিয়াছেন ॥৮॥

অপবাদ, কুৎসা ও ভৎসনাকে বাক্‌পারুষ্য কহে। নিরর্থক বাক্‌পারুষ্য লোককে উদ্বেজিত করে, অতএব ইহা করিবে না ; প্রিয়বাক্য বলিয়া জনসাধারণকে আত্মসাৎ করিবে ॥৯॥ যিনি হঠাৎ কুপিত হইয়া কর্কশভাবে অধিক ভৎসনা করেন, তাহাকে লোক স্ফুলিঙ্গ যুক্ত অগ্নির-ন্যায় মনে করিয়া উদ্বেজিত হয় ॥১০॥ তীক্ষ্ণ-অসির ন্যায় মর্ম্মচ্ছেদী বাক্যে হৃদয় বার বার বিদ্ধ হইলে তেজস্বী ব্যক্তি কুপিত হয় এবং ঐ ব্যক্তি কুপিত হইয়া বৈরিভাব ধারণ করে ॥১১॥ কর্কশবাক্যে জগৎকে উদ্বিগ্ন করিবে না। সর্ব্বদা প্রিয়ভাষী হইবে। যিনি প্রিয়ভাষী ও প্রিয়কার্য্যকারী তিনি দাতা না হইলেও লোকে তাঁহার সেবা করে ॥১২॥ [ অসিদ্ধ-সাধন বলিতে অর্থহরণ, তাড়ন ও বধ বুঝায় ] নীতিজ্ঞগণ অসিদ্ধ-সাধন-শাসনকে দণ্ড বলেন। সেই দণ্ডকে যুক্তিদ্বারাই পরিচালিত করিবে, যেহেতু যুক্তদণ্ডই প্রশংসনীয় ॥১৩॥ দণ্ডপারুষ্য-যুক্ত-নরপতি জনসাধারণকেই উদ্বেজিত

---

† কলিকাতা সংস্করণে এই শ্লোকটি নাই ॥

করেন। জনসাধারণ উদ্বেজিত হইয়া শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করে ॥১৪॥ জনসাধারণ শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে শত্রুর পক্ষ বলবান্ হয়। শত্রু সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইলে [ স্বপক্ষের ] বিনাশের নিমিত্ত হয় ; অতএব প্রজাবর্গকে উদ্বেজিত করিবে না ॥১৫॥ লোকানুগ্রহকারী নরপতি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হন। লোকের [ প্রজাবর্গের ] সমৃদ্ধিতেই রাজার বৃদ্ধি এবং ক্ষয়েতেই রাজার ক্ষয় ॥১৬॥ অতিগুরুতর অপরাধ করিলেও প্রাণান্তিক দণ্ড করিবে না, কিন্তু রাজ্য অপহরণে উদ্যত হইলে প্রাণদণ্ড করাই প্রশস্ত ॥১৭॥ [ অর্থদূষণ অর্থাৎ অদান, আদান, বিনাশ ও পরিত্যাগ। অদান বলিতে পূর্ব্বলব্ধ অর্থের উচ্ছেদসাধন। আদান অর্থে পণ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত করগ্রহণ। বিনাশ বলিতে অর্জিত অর্থ নষ্ট করা। আর পরিত্যাগ বলিতে কোন স্থান হইতে সম্ভাবিত প্রাপ্য অর্থের ব্যাঘাত করাইয়া পরিত্যাগ করান ] দুষ্ট ব্যক্তির অপকার করিবার নিমিত্ত প্রচুর অর্থব্যয়কে নীতিশাস্ত্র-পারদর্শীগণ অর্থদূষণ কহেন। অতএব হঠাৎ অত্যন্ত কোপের বশবর্ত্তী হইয়া সতত আত্মহিতাকাঙ্খী ব্যক্তি অর্থদূষণ করিবেন না ॥১৮-১৯॥

[ ৯—১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ক্রোধজ ব্যসনের কথা হইল। এক্ষণে ২০—৬৬ শ্লোক পর্য্যন্ত কামজ ব্যসনের কথা বলা হইতেছে ]

যান-ক্ষোভ ( যানপীড়া ) ; যান হইতে পতন ; যানাভিহরণ ( যান দ্বারা অনভিমত দেশে গমন ) ; ক্ষুধা পিপাসা পরিশ্রম আয়াস শীত বায়ু ও গ্রীষ্ম জনিত পীড়া ; মৃগয়ার জন্য অভিযানকালে অন্যের অশ্বের আঘাতে নিজের অশ্বের জখম হওয়ায় যান-ব্যসন-জনিত মহৎ দুঃখ ; তপ্ত বালুকা জন্য ও কুশ-কণ্টকযুক্তস্থান জন্য দুঃখ ; বহুবৃক্ষে সঙ্কটাপন্নস্থান, লতা ও কণ্টক লঙ্ঘন, প্রস্তরখণ্ড-পতন, শিলা-সমুদয়, স্থাণু ( খোঁটা সমুদয় ) এবং উইঢিপি—এইগুলি জনিত পীড়া। নিকটস্থ আটবিকগণ শত্রুসৈন্যকে বাধাদিবার নিমিত্ত পর্ব্বত নদী ও বন মধ্যে যে সকল গহ্বর প্রচ্ছন্নভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখে তজ্জনিত বধ বন্ধন ক্লেশ ; নিজের সৈন্য হইতে অথবা স্বকুলোদ্ভবব্যক্তি

হইতে কিংবা শত্রু দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে প্রাণবধ ; ভল্লুক, অজগর, মাতঙ্গ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হইতে ভয় ; দাবানলের ধূমে আচ্ছন্ন হওয়া এবং দিক্-ভ্রান্ত হইয়া বিপথে ভ্রমণ—এইগুলি রাজাদিগের মৃগয়া-ব্যসন বলিয়া কথিত ॥ ২০—২৫॥

জিতশ্রমত্ব, ব্যায়াম, আম মেদ ও কফের ক্ষয়, চলন্ত ও স্থির লক্ষ্যে বাণ অব্যর্থ হওয়া—এইগুলি মৃগয়ার গুণ, ইহা অপর পণ্ডিতেরা বলেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না। ইহার যে দোষ তাহা প্রায়ই প্রাণহানিকর, অতএব ইহা ত্যাগ করিবে ( পাঠান্তরে—ইহা অত্যন্ত ব্যসন ) ॥২৬—২৭॥ [ মৃগয়ায় ] দিবারাত্র আয়ুধ ও বাহন চালনায় আমাদি জীর্ণ হয়। চলন্ত বস্তুতে যন্ত্রের ( বন্দুক প্রভৃতির ) লক্ষ্যসিদ্ধি ও বাণের লক্ষ্যসিদ্ধি হয় ॥২৮॥ যদি মৃগয়াক্রীড়া বাঞ্ছিত হয়, তাহা হইলে মৃগয়ার জন্য নগরের নিকটে মনোহর মৃগয়ার অরণ্য প্রস্তুত করিবে ॥২৯॥ ঐ নির্ম্মিত অরণ্য পরিখা-বেষ্টিত হইবে ; ঐ পরিখা মনুষ্যের অগম্য কিন্তু মৃগের গম্য হইবে ; ( পাঠান্তরে—মৃগদিগেরও অগম্য হইবে ) ; ঐ বনের আয়াম ( অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ) ও পরিণাহ ( অর্থাৎ বিস্তার ) অর্দ্ধ যোজন অর্থাৎ দুই ক্রোশ পরিমাণ হইবে ; আর ঐ বন পর্ব্বতের উপান্তে অর্থাৎ পাদদেশে অথবা নদীর ধারে হইবে ; ঐ বনের মধ্যে যথেষ্ট জল ও শাদ্বল ( কচি ঘাসে আচ্ছন্ন ভূমি ) থাকিবে ; ঐ বনে কণ্টক-বিহীন-লতা ও গুল্ম থাকিবে ; ঐ বন বিষাক্ত-বৃক্ষ বর্জ্জিত হইবে, মনোহর ফল পুষ্পে সুশোভিত ও পরিচিত বৃক্ষরাজি বিরাজিত হইবে, বিরলভাবে সন্নিবেশিত স্নিগ্ধ-নীল-নিবিড়-ছায়াযুক্ত বৃক্ষে সুশোভিত হইবে এবং ভূমির ও পাহাড়ের গর্ত্ত সকল ধূলি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে ; ঐ বনমধ্যস্থ স্থাণু বল্মীক ও প্রস্তর তুলিয়া ফেলিয়া বনটিকে সমতল-ভূমি করিতে হইবে ; ঐ বনে কুম্ভীরাদি জলজন্তু পরিশূন্য অগভীর জলাশয় থাকিবে, উহা নানাবিধ জলজ পুষ্প ও নানাবিধ পক্ষিগণে সমাকীর্ণ থাকিবে ; ঐ বন অনায়াস-বধ্য মৃগে পরিপূর্ণ (পাঠান্তরে—মৃগদলে

পরিপূর্ণ ) থাকিবে ; উহাতে সবৎসা-হস্তিনী, নখদাঁত ভাঙ্গা ব্যাঘ্রাদি-হিংস্রজন্তু, শিং ও দাঁতভাঙ্গা হস্তী শূকর হরিণী প্রভৃতি থাকিবে ; আর উহার পরিখার তটে সুখসেব্য-লতা ও পুষ্পযুক্ত-লতা এবং ছোট ছোট কুঞ্জবন স্থাপিত হইবে, পরিখার বাহিরে এক ক্রোশ জুড়িয়া বৃক্ষ ও স্তম্ভ শূন্য ফাঁকা মাঠ থাকিবে ; ঐ বন প্রীতিবর্দ্ধনকারী হইয়া শত্রুসৈন্যের অগম্য হইবে। ভূপতিগণের মঙ্গলের জন্য বনচর জন্তুর অভিপ্রায়জ্ঞ ক্লেশ-আয়াস-সহিষ্ণু দৃঢ়কায় বিশ্বস্ত রক্ষিগণ কর্ত্তৃক ঐ বন রক্ষিত হইবে ॥৩০—৩৮॥ মৃগয়াকুশল শ্রম-সহিষ্ণু রাজার বিশ্বস্ত ব্যক্তি রাজার মৃগয়াখেলার জন্য এই বনে নানাবিধ পশু ছাড়িয়া দিবে ॥৩৯॥ চংক্রমণক্ষম ( অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বক্র ভ্রমণপটু ) রাজা কার্য্যান্তরের ক্ষতি না করিয়া প্রাতঃকালে অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত সহচরের সহিত মৃগয়াক্রীড়ার জন্য ঐ বনে প্রবেশ করিবেন ॥৪০॥ রাজা মৃগয়ার জন্য বনে প্রবেশ করিলে ঐ বনের বাহিরে দূর হইতে দেখা যায় এইরূপ স্থানে সুসজ্জিত সৈন্যগণ সতর্কে অবস্থান করিবে ॥৪১॥ পণ্ডিতেরা মৃগয়া-গমনে যে গুণ বলিয়াছেন নরপতি মৃগয়া-ক্রীড়ায় প্রীতিযুক্ত হইয়া কথিতরূপ মৃগয়ায় ঐ গুণ পাইয়া থাকেন ॥৪২॥ মৃগয়া-ক্রীড়ায় এই উৎকৃষ্ট বিধি নির্দ্দিষ্ট করা হইল; রাজা ইহার অন্যথাচরণ করিয়া ব্যাধের ন্যায় মৃগয়ায় গমন করিবেন না ॥৪৩॥

বহু অর্থ থাকিলেও উহা ক্ষণমধ্যেই নষ্ট হয়, [ পণের ] কোন পরিমাণ জ্ঞান থাকে না, ( পাঠান্তরে—সযত্নে রক্ষিত ধনও হঠাৎ অপরিমিতভাবে বিনষ্ট হয়), নিঃসত্যতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, কথা কাটাকাটি এবং কাটাকাটিও হয়। লোভ, ধর্ম্মক্রিয়া-লোপ, কাজ-কর্ম্ম-পরিত্যাগ, সাধু-সঙ্গ-পরিত্যাগ, এবং অসৎসঙ্গ গ্রহণ; অর্থনাশক্রিয়াবশ্য ( আত্মহারা হইয়া অর্থনাশ ; টীকাকার মতে—দ্যূতক্রীড়ার ব্যয়ের জন্য গচ্ছিত-অর্থরও বিনাশ ), সর্ব্বদা অবিচ্ছেদে বৈরভাবের উপক্রম, অর্থ থাকিতে নিরাশতা, অর্থ না থাকিলেও আশার সঞ্চার ; ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধ, ক্ষণে ক্ষণে হর্ষ, ক্ষণে ক্ষণে সন্তাপ, ক্ষণে ক্ষণে

সংক্লেশ (হাজত), ক্ষণে ক্ষণে সাক্ষীমানা, স্নানাদি গাত্রসংস্কার ও ভোগবিলাসেও অনাদর, ব্যায়াম-পরিত্যাগ, অঙ্গ-দৌর্ব্বল্য, শাস্ত্রবাক্যে উপেক্ষা, মলমূত্রের বেগধারণ, ক্ষুধা পিপাসার পীড়া সহ্য করা—এই গুলি নীতিশাস্ত্র-কুশল পণ্ডিতগণ দ্যূতক্রীড়ার দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥৪৪—৪৯॥ দ্বিতীয় লোকপালের তুল্য পাণ্ডুবংশীয়-ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কপটদ্যূতক্রীড়া করিয়া ভার্য্যা পর্য্যন্ত হারিয়াছিলেন। রাজা নল দ্যূতক্রীড়ায় সুবৃহৎ রাজত্ব হারাইয়া বনমধ্যে ধর্ম্মপত্নী দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া পরের (ঋতুপর্ণ রাজার) চাকুরী করিয়াছিলেন (সারথি হইয়াছিলেন)। পৃথিবীতে ইন্দ্রতুল্য ও অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর স্বর্ণকান্তি সেই প্রসিদ্ধ রুক্মী দ্যূত-ব্যসনে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ দ্যূতক্রীড়ার ভয়াবহ দোষে হতবুদ্ধি কাশী ও করূষদেশাধিপতি দন্তবক্রেরও দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল॥ দ্যূতক্রীড়ায় নিরর্থক ক্রোধ জন্মে, অত্যন্ত স্নেহেরও ক্ষয় হইয়া যায় এবং একান্ত অনুরক্ত স্বপক্ষ লোকের মধ্যেও ভেদ ঘটিয়া যায়। (পাঠান্তরে—হিতকারী পক্ষেরও ভেদ ঘটিয়া যায়)॥ অতএব রাজা কেবলমাত্র দোষের আকর এই দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিবেন। আর মেধাবী রাজা দর্পান্বিত-ব্যক্তির যে দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান তাহাও নিবারণ করিবেন ॥৫০—৫৫॥

যথাকালে কার্য্য করিতে না পারা; ধর্ম্মনাশ; অর্থনাশ; সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকার জন্য অনুগত প্রকৃতির কোপ; স্ত্রীকে বিশ্বাস করায় রহস্যভেদ; স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অকার্য্য প্রবৃত্তি; [স্ত্রীহেতু] ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, নিরোধ (জেল দেওয়া) (পাঠান্তরে—অনুরোধ রক্ষা করা) এবং সাহস—এইগুলি স্ত্রী-জনিত ব্যসন। আর পূর্ব্বকথিত দ্যূতব্যসনান্তর্গত ব্যসনগুলিও ইহার সঙ্গে ধরিতে হইবে। অতএব রাজ্যরক্ষাভিলাষী রাজা এই স্ত্রী-ব্যসন ত্যাগ করিবেন ॥৫৬-৫৮॥ স্ত্রীমুখ-দর্শনে চঞ্চলচিত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণের ইষ্ট-বিষয়-সমুদয় যৌবনের সহিত বিনষ্ট হয় ॥৫৯॥

বমন, বিহ্বলতা, সংজ্ঞানাশ, বিবস্ত্রতা, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, হঠাৎ বিপদের

উপস্থিতি, প্রাণগ্লানি (মদ্যপানে অসচ্ছন্দতা বা জীবনীশক্তির হ্রাস), বন্ধুবিচ্ছেদ, প্রজ্ঞাবিভ্রম (বিবেচনা শক্তির নাশ), শ্রুতবিভ্রম (পঠিতশাস্ত্রে ভ্রম), মতিভ্রম, সৎসঙ্গ-ত্যাগ, অসৎ সঙ্গলাভ, অনর্থ সংঘটন, স্খলন (পথে মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকা), কম্প, তন্দ্রা (অকাল নিদ্রা), অত্যন্ত স্ত্রী-সঙ্গম—এইগুলি পানব্যসন; ইহা সজ্জন কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিন্দিত ॥৬০-৬২॥ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র পরাক্রমী অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয় যাদবগণ অশেষকীর্ত্তিশালী হইয়াও অতিশয় পানদোষে ধ্বংস হইয়াছে ॥৬৩॥ ভৃগুর ন্যায় মেধাসম্পন্ন যোগীশ্বর ভগবান্ ভার্গব শুক্রাচার্য্য পান হেতু অত্যন্ত মত্ত হইয়া নিজ শিষ্য কচকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন ॥৬৪॥ পানোন্মত্ত ব্যক্তি যে যে স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত হয় সেই সেই স্থানেই কার্য্য নিয়মিতভাবে করিতে না পারায় অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে ॥৬৫॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি স্ত্রী-সম্ভোগ বা মদ্যপান পরিমিত মাত্রায় করিতে পারেন কিন্তু দ্যূত ও মৃগয়া কদাচ করিবেন না, যেহেতু এই দুইটি অত্যন্ত ব্যসন ॥৬৬॥ ব্যসন সমুদায়ের নিরাকরণ-সমর্থ পণ্ডিতগণ সাত প্রকার ব্যসন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গুলি অত্যন্ত ব্যসন এবং উন্নতির বিঘ্নকারী। এই ব্যসনগুলির একটির সংসর্গে আসিলেই শীঘ্র বিনাশ-প্রাপ্ত হয় (পাঠান্তরে—স্বভাবতঃ একটি ব্যসনই বিনাশ-সাধন করে); আর যখন সমুদয় ব্যসনগুলির একসঙ্গে সেবা হয়, তখন কি ইহারা বিনাশ সাধন করিবে না? ॥৬৭॥ এই দুরন্ত সাত প্রকার ব্যসন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগেরও ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ লালসায় পটুতর করিয়া তুলে, শাস্ত্রজ্ঞানের বিনাশ করে, শ্রেষ্ঠতা নষ্ট করে, নেতৃত্ব-হরণ করে এবং অতুল ঐশ্বর্য্যকেও অতিশীঘ্র চঞ্চল করিয়া দেয় ॥৬৮॥ শত্রুগণ ব্যসনাসক্ত নরপতিগণকে পরাভূত করে এবং তাহারা অজেয় হয়। কিন্তু ব্যসন-বিহীন নীতিজ্ঞ ভূপতিগণ রিপুদিগকে পরাজিত করেন এবং স্বয়ং অজেয় হইয়া থাকেন ॥৬৯॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে রাজার উপদেশপ্রদ সপ্ত-ব্যসন নামক পঞ্চদশ-সর্গ ॥

## ষোড়শ-সর্গ। *

### যাত্রা ও অভিযোগ প্রদর্শন।

[৩৪টি শ্লোকে যাত্রার বিষয় দেখাইতেছেন।] নানা প্রকার ব্যসন হইতে মুক্ত হইয়া মন্ত্র প্রভাব ও উৎসাহ এই তিন অপ্রতিম-শক্তি-সংযুক্ত হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষী নরপতি দুরন্তব্যসনযুক্ত শত্রুর প্রতি অভিযান করিবেন ॥১॥ শত্রুদিগের ব্যসনকালে তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, আচার্য্যগণ এইরূপ উপদেশ প্রায় দিয়া থাকেন। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মত হইতেছে যে ব্যসন কদাচিৎ উপস্থিত হয়, অতএব নিজের অভ্যুদয়কালে ক্ষমবান্ হইয়া অভিযান করিবে ॥২॥ যখন বলবত্তর শত্রুকে সবলে পরাক্রমপূর্ব্বক বধ করিতে সমর্থ তখন, অথবা যখন শত্রুর কর্ষণ পীড়ন ও অহিতাচরণ করিতে হইবে তখন, অভিযান করিবে ॥৩॥ রাজা বিজয়-লাভের নিমিত্ত শত্রুর শস্য-সম্পন্ন-ক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া অভিযান করিবেন। শস্যধ্বংসে শত্রুর বৃত্তিচ্ছেদ হয় এবং নিজ সৈন্যের উত্তম উপচয় হয় ॥৪॥ বিশুদ্ধপৃষ্ঠ হইয়া সম্মুখের ভয়স্থান সকল বিবেচনা করিয়া শত্রুর চেষ্টা অবগত হইয়া আপনার বীবধ ও আসারের পথ বিশুদ্ধ জানিয়া (পাঠান্তরে—শত্রুর দেশেও বীবধ আসারের পথ পরিষ্কার জানিয়া) অপ্রমত্ত-ভাবে শত্রুর দেশে প্রবেশ করিবেন ॥ ৫ ॥ নীতিবিশারদ রাজা সুসজ্জিত সৈন্য সমভিব্যাহারে সৈন্যদলের অন্নজল-সংস্থান রাখিয়া শত্রুসৈন্যের আক্রমণে ব্যাকুল না হইয়া নির্ভীকভাবে সমতল বিষম বা নিম্নভূমিতে সৈন্যচালনের সুগম পথ দিয়া যাত্রা করিবেন ॥ ৬ ॥ হস্তীদিগের তাপ নিবারণের জন্য গ্রীষ্মকালে প্রচুর জল ও বনযুক্ত পথ ধরিয়া যাইবেন; যেহেতু জল ব্যতিরেকে গ্রীষ্মের তাপে হস্তীদিগের কুষ্ঠরোগ জন্মে ॥ ৭ ॥ হস্তীসকল পরিশ্রম না করিয়া সুস্থ ভাবে থাকিলেও গ্রীষ্মে তাহাদিগের শরীরে জ্বালা উপস্থিত

---

* কলিকাতা সংস্করণে ইহা পঞ্চদশ-সর্গ ॥

হয়, পরিশ্রম করিলে গ্রীষ্ম-বৃদ্ধি হইয়া হস্তারা মারা যায় ॥ ৮ ॥ গ্রীষ্মকালে সকল প্রাণীই জল না পাইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হস্তী সকল গ্রীষ্মে অত্যন্ত প্রতপ্ত হইয়া জলপান করিতে না পাইয়া সত্বই শেষ অবস্থা পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ যে সকল হস্তী সুগন্ধি দান-বারিকণা ক্ষরণ করে, যে সকল হস্তীর দন্তাঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ হয় এবং যে সকল হস্তী কাল মেঘের ন্যায় দীপ্তিশালী, সেই সকল হস্তীদিগের উপর নরপতিদিগের রাজ্যস্থিতি নির্ভর করে ॥ ১০ ॥ যে হস্তী যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত, যে হস্তী যুদ্ধ-কৌশলে সুশিক্ষিত এবং অতি ধীরতর পুরুষ দ্বারা পরিচালিত এইরূপ একটিমাত্র হস্তী ছয় হাজার সুসজ্জিত অশ্বকে বধ করিতে পারে ॥ ১১ ॥ জলে স্থলে বৃক্ষ-সঙ্কটে সমতল প্রদেশে অসমতল প্রদেশে স্থাবরে অস্থাবরে প্রাচীর অট্টালিকা প্রাসাদোপরি গৃহের ( পাঠান্তরে—পর্ব্বতের ) বিদারণ-কার্য্যে হস্তী-সৈন্যে জয় অবশ্যম্ভাবী ॥ ১২ ॥ অতএব [রাজা] যে পথে যথেষ্ট জল আছে, প্রচুর অন্ন-জল পাওয়া যায় এবং যে পথে কোন আশঙ্কা নাই, সেই পথ দিয়া প্রতাপ উৎপাদন করিয়া ( শত্রুর দেশ নষ্ট করিতে করিতে ) ও সৈন্যগণকে বিশ্রাম করাইতে করাইতে ধীরে ধীরে অভিযান করিবেন ॥ ১৩ ॥

শত্রুদিগের মধ্যে অতিক্ষুদ্র শত্রুও বিজিগীষুদিগের প্রবল পশ্চাৎ কোপ উৎপাদন করে। বিজিগীষু অপ্রমত্তভাবে ঐ প্রকোপ পর্য্যালোচনা করিয়া অভিযান করিবে। কিন্তু অদৃষ্ট বিষয়ের জন্য দৃষ্ট বিষয় পরিত্যাগ করিবে না ॥ ১৪ ॥ পশ্চাৎ-প্রকোপ ( অর্থাৎ গৃহচ্ছিদ্র ) এবং সম্মুখের লাভ, এই দুইটির মধ্যে পশ্চাৎ-প্রকোপই গুরুতর, কারণ শত্রুরা ছিদ্রকে বড় করিয়া তোলে ; অতএব পশ্চাৎ-প্রকোপ শান্ত করিয়া অভিযান করিবে ॥ ১৫ ॥ সম্মুখের লাভ ও পশ্চাৎ-প্রকোপ প্রশমন, এই দুই কার্য্য একসঙ্গে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইলে বিশেষ ফল লাভের জন্য অভিযান করিবে। সম্মুখে অগ্রসর হইবার কালে পৃষ্ঠ-প্রদেশ অবিশুদ্ধ থাকিলে নিশ্চয়ই পার্ষ্ণিভেদ তীব্রভাবে ঘটিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ সম্মুখে অগ্রসর হইবার সময় [ পৃষ্ঠ-

পোষণের জন্য ] বহু সৈন্যদল রাখিবে এবং প্রত্যেক সৈন্যদলে এক একজন মুখ্য ( সেনাপতি ) থাকিবে। একদলে অনেক সেনাপতি থাকিলে সেখানে একতা থাকে না, কিন্তু প্রত্যেক দলে এক একজন সেনাপতি থাকিলে উহারা শত্রুদিগের অভেদ্য হইয়া থাকে॥ ১৭॥ অবশ্যই অভিযান করিতে হইবে বলিয়া উদ্যত হইয়া পশ্চাৎ-প্রকোপ দেখিয়া অভিযানে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সেনাপতি কিংবা যুবরাজকে পার্শ্বরক্ষক সৈন্যদলের সম্মুখে রাখিবে অর্থাৎ মধ্যস্থিত-প্রধান-সৈন্যদলের সাহায্যকারী পার্শ্বস্থ-সৈন্যদলের নেতা করিবে এবং বুঝিতে হইবে যে রাজা স্বয়ং ঐ সৈন্যদিগের পশ্চাৎ-ভাগ রক্ষা করিবেন॥ ১৮॥

আভ্যন্তরিক কোপ ও বাহ্যিক কোপ, এই উভয়ের মধ্যে আভ্যন্তরিক কোপই গুরুতর। অন্তরে কুপিত ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়া ( টীকাকার মতে—সামাদিপ্রয়োগে বশীভূত করিয়া ) অভিযান করিবে এবং বাহ্য কুপিত ব্যক্তিদিগকে কোপ-শূন্য করিয়া অভিযান করিবে॥ ১৯॥

পুরোহিত, অমাত্য, যুবরাজ ও সেনাপতি ইহারাই প্রধান; ইহাদিগের অন্যতমের যে কোপ, তাহাকেই নীতিজ্ঞগণ অন্তঃপ্রকোপ বলিয়া উপদেশ দেন॥ ২০॥ রাষ্ট্রপাল, অন্তপাল, আটবিক, আনত ( দণ্ডবিধান কর্ত্তা ) ইহাদিগের অন্যতমের যে কোপ তাহাই বাহ্যপ্রকোপ।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকোপ উপস্থিত হইলে সুনিপুণ সত্রী ( পাঠান্তরে—মন্ত্রী ) গণ দ্বারা উহার সমাধান করিবে॥ ২১॥ বাহ্যকে বাহ্য-ব্যাপারে ও অভ্যন্তরকে আভ্যন্তরিক-ব্যাপারে তিরস্কার ও ভেদ সাধনরূপ সামাদিনীতি-প্রয়োগ করিয়া উহাদের প্রকোপ প্রশমন করিবে। ধীর ব্যক্তি এরূপভাবে উহাদের কোপ শান্তি করিবেন যে যাহাতে উহারা ক্ষুব্ধ হইয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন না করে॥ ২২॥ অভিযানে মনুষ্যের বাহনের অপচয় ও ক্ষয় হয়, এবং স্বর্ণ ও ধান্যের অপচয় ও ব্যয় হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ রাজা ক্ষয়কর ব্যয়কর ও ক্লেশকর অভিযান পরিত্যাগ করিবেন॥ ২৩॥ ব্যয়সাধ্য ও আয়াসসাধ্য

হইলেও যাহাতে প্রচুর লাভ অবশ্যম্ভাবী, আর যাহা অল্প-আয়াস সাধ্য এবং পরিণামে শুভাবহ সেইরূপ যুদ্ধযাত্রা করিবে কিন্তু যাহাতে কেবলমাত্র ক্ষয়-দোষই দেখা যায়, সেইরূপ অভিযান পরিত্যাগ করিবে ॥২৪॥

অশক্য-বস্তুতে উদ্যম, শক্য-বস্তুতে অসময়ে উদ্যম এবং শক্য-বস্তুতে মোহবশে উদ্যম না করা—এই তিনটিকে কার্য্যব্যসন কহে ॥২৫॥ কাম, (মৃগয়াদিতে আসক্তি), অক্ষমা (গুণের অনাদর), দাক্ষিণ্য (সরলতা), অনুকম্পা, হ্রী, (লজ্জা), সাধ্বস (সসম্ভ্রম), ক্রূরতা, অনার্য্যতা (অভদ্রতা), দম্ভ, অভিমান, ধার্ম্মিকতা (পাঠান্তরে—অতিধার্ম্মিকতা), দৈন্য (অল্প সন্তুষ্টতা), স্বপক্ষের অপমান করা, দ্রোহ (প্রতিকূলাচরণ), ভয়, হস্তগত বস্তুর উপেক্ষা, শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার অসহিষ্ণুতা—এইগুলি কার্য্যকালে উপস্থিত হইলে অবশ্যই কার্য্য-সিদ্ধির বিঘ্ন করে ॥২৬—২৭॥

নিজ (জ্ঞাতি), মৈত্র, আশ্রিত, কুটুম্ব, কার্য্যসমুদ্ভব, (কাজকর্ম্মে বশীভূত), ভৃত্য, নানাবিধ উপচারে বশীভূত, এই সাতটিকে পণ্ডিতগণ পক্ষ বলেন ॥২৮॥ যে বক্তি প্রভুর সর্ব্বদা অনুসরণ কারী, গুণকীর্ত্তনকারী, প্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় নিন্দাসহকারী, রন্ধ্র (প্রভুর দোষ) গোপনকারী, প্রভুর অর্থ-শুচিতা (পাঠান্তরে—শৌর্য্য) এবং উদ্যম কীর্ত্তনকারী, তাহাকেই পক্ষ ও অনুরক্ত বলিয়া জানিতে হইবে ॥২৯॥ কুলীন, আর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞ, বিনীত, লোভশূন্য (পাঠান্তরে—মানোন্নত), সত্যবাদী (পাঠান্তরে—সভ্য), অন্যলোক কর্ত্তৃক প্রতারিত হয় না (পাঠান্তরে—অহার্য্যবুদ্ধি অর্থাৎ অপ্রতিহত বুদ্ধি), কৃতজ্ঞ, বলবান্, মতিমান্ ও সত্ত্ববান্ এইরূপ ব্যক্তিকেই সচ্চরিত্র পক্ষ বলিয়া জানিবে ॥৩০॥ উদ্যম, মেধা, ধৃতি, সত্ত্ব, সত্য, ত্যাগ, অনুরাগ, স্থিতি (অচাঞ্চল্য), গৌরব (বিদ্বানের মান্য দেওয়া), জিতেন্দ্রিয়তা, প্রসহিষ্ণুতা (শীত গ্রীষ্মাদি সহ্য করিবার ক্ষমতা), লজ্জা, প্রগল্‌ভতা—এইগুলি প্রাধনতঃ আত্মগুণ (পাঠান্তরে—এইগুলিকে আত্মগুণ বলে) ॥৩১॥ সুন্দররূপে নীতি পরিচালনা করাকেই মন্ত্রশক্তি কহে। কোষ ও দণ্ডকে

প্রভুশক্তি কহে। প্রবল চেষ্টাকেই উৎসাহ শক্তি কহে। এই তিন শক্তি যুক্ত ব্যক্তিই জেতা ॥৩২॥ ক্ষিপ্রকারিতা, অতিশয় দক্ষতা, ব্যসনে অকাতরতা, ও অতিধীরতা—এইগুলি উৎসাহের সম্পৎ। ঔৎপাদিকী ( অর্থাৎ স্বাভাবিকী ) ( পাঠান্তরে—আত্যন্তিকী অর্থাৎ আজন্মসিদ্ধ একান্ত সম্বন্ধ ), শাস্ত্রসমুদ্ভব ( অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য ), সংসর্গ জন্য ( কাজ করিতে করিতে যে বুদ্ধি জন্মে ), পরিণামিনী ( অর্থাৎ পরিণামদর্শী। ব্যাখ্যাকার মতে—বিষয়েতে প্রথম বুদ্ধির বিকাশ হয় না কিন্তু শেষে চিন্তাদ্বারা বিকাশ হয় )—এই চারিপ্রকার বুদ্ধির অবস্থা। [ ইহা মন্ত্রশক্তির কথা ] ॥৩৩॥ উৎসাহ, সত্ত্ব ( ব্যসনে ও অভ্যুদয়ে অবিকারভাব ), অধ্যবসায়, চেষ্টা, ও দৃঢ়তা ( স্থিরত্ব )—কার্য্য বিষয়ে এই পাঁচ প্রকার পুরুষকার। [ইহা প্রভুশক্তির কথা—এই পাঁচটি আধিভৌতিক শক্তি]। অরোগতা, কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ ও নিরাধিতা অর্থাৎ প্রিয় বিয়োগাদি জন্য দুঃখ না পাওয়া—এই তিনটি দৈবানুকূল্য। [ ইহা আধিদৈবিক শক্তি ] ॥৩৪॥

এই পূর্ব্বোক্ত পক্ষাদি যুক্ত হইয়া এবং গৃহীত-কোষ হইয়া পক্ষাদি-বিহীন-রিপুর প্রতি অভিযান করিবে। এইরূপে অভিযানকারী রাজা সর্ব্বদা সমুদ্রপ্রক্ষালিত ধরামণ্ডল লাভ করেন ॥৩৫॥ বর্ষাকাল হস্তীদিগের যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত; আর বর্ষাব্যতিরিক্ত হেমন্ত ও গ্রীষ্ম অশ্বদিগের উপযুক্ত সময়। যে কালে অধিক বর্ষা অধিক উষ্ণতা বা অধিক হিমপাত ( শীত ) নাই অথচ প্রচুরশস্য থাকে সেইরূপকাল কাল-সম্পৎ অর্থাৎ যে কালে শীত উষ্ণ বর্ষার সমতা থাকে আর খ্যাদ্যাদি বেশ পাওয়া যায়, সেই কালই যুদ্ধযাত্রায় প্রশস্ত ॥৩৬॥ রাত্রিকালে পেঁচক কাককে বধ করে এবং রাত্রি চলিয়াগেলে কাকও পেঁচাকে মারিয়া ফেলে, অতএব কাল বিবেচনা করিয়া রাজা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, যেহেতু অভীষ্টলাভ যথাকালেই হইয়া থাকে ॥৩৭॥ কুকুর ডাঙ্গায় কুম্ভীরকে আক্রমণ করে এবং কুম্ভীরও কুকুরকে জলে পাইলে আক্রমণ করে; অতএব উদ্‌যোগী নরপতি স্বস্থানে অবস্থিত হইলে

নিশ্চয়ই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে সমর্থ হন ॥৩৮॥ সমতল ভূমিতে অশ্ব-সৈন্যদ্বারা, বিষম অর্থাৎ নীম্নোন্নত প্রদেশে হস্তী-সৈন্যদ্বারা, জলাকীর্ণ প্রদেশে নৌসৈন্যদ্বারা এবং জল ও পর্ব্বতাদিযুক্ত মিশ্রপ্রদেশে হস্তী অশ্ব ও নৌ-মিশ্রিত-সৈন্য সমভিব্যাহারে অভিযান করিবেন ; অর্থাৎ যেমন দেশ কাল দেখিবেন তদনুরূপ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিবেন ॥৩৯॥ [ রাজা ] বর্ষাকালে মরুভূমিতে, গ্রীষ্মকালে জলদুর্গযুক্ত জলাকীর্ণপ্রদেশে এবং মিশ্রপ্রদেশে যখন স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায় সেইরূপ সময়ে বিজয়লাভের জন্য শত্রুর দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন ॥৪০॥ অত্যন্ত জল বহুল পথদি বা অত্যন্ত জলশূন্য পথ ধরিয়া যাইবে না, কিন্তু যে পথে হস্তী ও অশ্বাদির খাদ্য ও কাষ্ঠ পাওয়া যায় সেই পথ ধরিয়া বহুতর নীতিজ্ঞ-ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে রিপুর প্রতি অভিযান করিবেন ॥৪১॥ শত্রুর দেশে যে পর্য্যন্ত নিজের বীবধ ও আসার অক্ষুণ্ণ থাকে, জল পাওয়া যায় এবং যেখানে আক্রান্ত লোকেরা বিশ্বাসীর ন্যায় আচরণ করে, সেই বিশুদ্ধ-দেশ পর্য্যন্তই শত্রুর দেশে যাইবেন, কিন্তু যেখান হইতে পীড়া আরম্ভ হয় অর্থাৎ বীবধ আসার প্রভৃতির অভাব ঘটে, সেইস্থান হইতে আর অগ্রসর হইবেন না ॥৪২॥ যে মূঢ় অর্থাৎ অনীতিজ্ঞ রাজারা শত্রুর দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা না করিয়া সহসা দূরপ্রদেশে অভিযান করেন তাঁহারা শত্রুর অযত্নসাধ্য খড়্গের আলিঙ্গন শীঘ্রই প্রাপ্ত হন ॥৪৩॥

[ অতঃপর ১৬টি শ্লোকে বিজিগীষুর স্বকীয় চেষ্টা দেখাইতেছেন ] অভিযানের পথে স্কন্ধাবার সন্নিবেশে নিপুণ রাজা দুর্গে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া যথাবিধি বাহ্যাভ্যন্তরের রক্ষা বিধান করিয়া সুসজ্জিত যোদ্ধাগণকে পার্শ্বে রাখিয়া রাত্রিকালে উপযুক্ত ভাবে যোগ-নিদ্রায় ( মায়া নিদ্রায় অর্থাৎ সামান্য শব্দ মাত্রেই নিদ্রা ভঙ্গ হয় এইরূপ ভাবে ) নিদ্রিত হইবেন ॥ ৪৪ ॥ যে রাজা প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত তুরঙ্গের হ্রেষারব এবং গজেন্দ্রগণের গললগ্ন ঘণ্টারব শুনিতেছেন, তিনি মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া

সাবধানে কে পাহারা দিতেছে তাহা আগ্রহের সহিত সন্ধান করিবেন ॥৪৫॥ অনন্তর [ রাজা ] জাগরিত হইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে দেবপূজা করিবেন, তারপর সুন্দর বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া হৃষ্টচিত্ত হইবেন, তখন প্রধান মন্ত্রীগণ পুরোহিত অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণ তাঁহাকে যথাবিধি সেবা করিবেন ॥ ৪৬ ॥ তখন রাজা তাহাদিগের সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য বিচার করিয়া সুন্দর যানে আরোহণ করিয়া সৎকুলজাত-আত্মতুল্য বিশ্বাসী শস্ত্রধারী সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাহির হইবেন ॥ ৪৭ ॥ রাজা পূর্ব্বাহ্নে এবং অপরাহ্নে হস্তী রথ ও অশ্বের গতি এবং সৈন্যগণকে দলবদ্ধ ভাবে ও পৃথক্‌ভাবে দেখিবেন ; আর বিবক্ষিতগণকে ( উপদেশার্হ-সেনাপতিগণকে ) * সুসজ্জিত গজেন্দ্র ও তুরঙ্গম গুলিকেও দেখিবেন ॥ ৪৮ ॥ তিনি সকলেরই সহজগম্য হইবেন, ঈষৎ হাস্য সহকারে কথা বলিবেন, প্রিয়বাক্য বলিবেন, মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। প্রিয়বাক্য ও দান দ্বারা বাধ্য লোকেরা প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ রথ-অশ্ব-নৌকা-হস্তী-পরিচালনে সুদক্ষ হইয়াও এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও প্রত্যহ এইগুলির অভ্যাস রাখিবেন। দুষ্কর কর্ম্মগুলিতেও নিত্য অভ্যাস, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নৈপুণ্য জন্মাইয়া দেয় ॥ ৫০ ॥ রাজা সামন্তরাজার দূতের সহিত নিপুণভাবে মন্ত্রণা করিয়া সুসজ্জিত প্রকাণ্ড হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে প্রধান বীরগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিবেন ॥৫১॥ রাজা বুদ্ধিমান্ দূতগণ ও চরগণের সাহায্যে শত্রুদিগের প্রচার অবগত হইবেন। যে রাজা এইগুলি হইতে বিযুক্ত হন তিনি অন্ধ ॥ ৫২ ॥ শত্রুর অন্তপালকে রাজা লোভ দেখাইয়া ও কিঞ্চিৎ দিয়া মিত্র করিয়া লইবেন। রাষ্ট্র মধ্যে বিক্রেয়-দ্রব্য লইয়া যাহারা বার বার শত্রুতা করে, তাহাদিগের নিকট হইতে যে দ্রব্যের কাট্‌তি অতিশয়, সেই পণ্য দ্রব্যের শুল্ক গ্রহণ করিবেন ॥৫৩॥ বিজিগীষু ] দূত-প্রেরণ করিয়া যে সন্ধি করিতেছেন তাহাতে অভিলষিত

---

* টীকাকার মতে — বিবক্ষিত বলিতে শৌর্য্যাদি গুণযুক্ত।

প্রকৃতি-ভেদ প্রভৃতি কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেলিবেন; যদি সন্ধি না হয় তাহা হইলে [প্রকৃতি ভেদ হওয়ায়] শত্রু একা হইয়া পড়িবে এবং বিজিগীষুর আত্মপক্ষের উন্নতি হইবে॥ ৫৪॥ অভিযানের পথে রাজা শত্রুর দুর্গপালগণ আটবিকগণ ও অন্তপালগণকে সাম দানে বশীভূত করিবেন; তাহা হইলে বিরুদ্ধদেশে [সঙ্কটাপন্ন প্রদেশে] অবরোধ ঘটিলে তাহারা রাজাকে নির্গমের পথ দেখাইয়া দিয়া থাকে॥ ৫৫॥ কোন কারণে (নিজের দোষে) বা অকারণে (স্বামীর দোষে) শত্রু-পক্ষীয় কোন ব্যক্তি যদি স্বপক্ষে আসে অথবা নিজ পক্ষীয় কোন ব্যক্তি শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়া ঐ শত্রু-পক্ষকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বপক্ষে আসে, রাজা তাহাদের গতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন॥ ৫৬॥ মন্ত্র ও সৈন্যবলে বলীয়ান্ হইয়া শত্রুজয়াভিলাষী নরপতি প্রথমেই নিপুণভাবে কর্ত্তব্যের বিচার করিবেন, যেহেতু বাহুবল অপেক্ষায় মন্ত্রবলই গুরুতর। দেখা যায়, ইন্দ্র মন্ত্রণা বলেই অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন॥ ৫৭॥ [রাজা] উত্তম সহকারে নির্ম্মল বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করেন তাহা উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তি যথাকালেই কার্য্য করিবেন, অকালে আরম্ভ করিলে কার্য্য ফলপ্রদ হয় না॥ ৫৮॥ প্রভাবসম্পন্ন, শ্রুতসম্পন্ন, শৌর্য্যশালী, উপযুক্ত ভাবে বিচারপূর্ব্বক-কার্য্যকারী, উচ্চচেতা পুরুষগণের ভুজঙ্গদীর্ঘ-বাহুদণ্ডে অসাধারণ দীপ্তি চিরকাল বিরাজমান্ থাকে॥ ৫৯॥ সৈন্যসমৃদ্ধিশালী নরপতি প্রচুরশস্যসম্পন্নকালে অর্থাৎ অগ্রহায়ণমাসে, অথবা জল কাদা বিহীনসময়ে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে, কিংবা মুকুলিত-আম্রবৃক্ষের শোভায় যখন বন সকল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই সময় অর্থাৎ বসন্তকালে উদ্ভূতশক্তি হইয়া অর্থাৎ সৈন্য-সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া জয়লাভের জন্য শত্রুরাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে গমন করিবেন॥ ৬০॥ এই পূর্ব্ব কথিত রীতি অনুসারে উদ্যোগসম্পন্ন-নরপতি শত্রুকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় অভিযান করিবেন। এইরূপে নীতিশাস্ত্রানুসারে বিষয়ের সেবা করিলে নিয়তই শত্রুবর্গ বশবর্ত্তী হইয়া

থাকে ॥ ৬১ ॥ ইতি কামন্দকীয়-নীতিসারে যাত্রা ও অভিযোক্তা প্রদর্শন-নামক ষোড়শসর্গ ॥



---

## সপ্তদশ-সর্গ *

## স্কন্ধাবারনিবেশ।
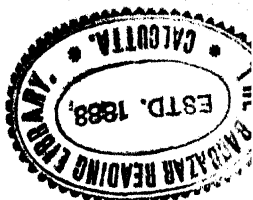
শত্রুপুরের নিকটে যাইয়া উপযুক্ত ভূমিতে স্কন্ধাবার ( শিবির ) সন্নিবেশে সুনিপুণব্যক্তি স্কন্ধাবার স্থাপন করিবেন ॥ ১ ॥

ভূমির আকার অনুসারে অর্দ্ধচন্দ্রাকার অথবা গোলাকার অথবা লম্বা আগার অর্থাৎ স্কন্ধাবার নির্ম্মাণ করিবে। উহা চতুষ্কোণ ও চারিটি দ্বার যুক্ত হইবে; অত্যন্ত বিস্তৃত বা সঙ্কীর্ণ হইবে না—অট্ট ( গৃহ )-প্রতোলী ( বড় রাস্তা )-প্রাকার ( প্রাচীর ) যুক্ত এবং বিস্তৃত খাতবেষ্টিত হইবে; আর উহার চারিদিকে রাস্তা থাকিবে॥২-৩॥ স্কন্ধাবারের মধ্যে রাজমন্দির ( রাজার থাকিবার স্থান ) করিতে হইবে, উহা নির্জ্জন স্থানে হইবে এবং উহার সহিত অন্য ঘরের চারি হাত ব্যবধান থাকিবে; গৃহের বারাণ্ডা বিস্তৃত হইবে, গৃহটি গুপ্ত ভাবাপন্ন হইবে, গৃহটি কক্ষপুটাকার ( নবকোষ্ঠযুক্ত ) হইবে ( পাঠান্তরে গৃহটি উচ্চচূড়াযুক্ত হইবে ), ঐ গৃহের চারিদিকে সুপ্রশস্তপথ থাকিবে এবং গৃহটি অত্যন্ত মনোরম হইবে, উহা অত্যন্ত বিশ্বস্ত-সৈন্যবর্গে বেষ্টিত থাকিবে ও ঐ গৃহের মধ্যে কোষাগার থাকিবে॥ ৪-৫ ॥ রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে মৌলবল ( অত্যন্তবিশ্বস্ত সৈন্যদল ), ভৃত্যবল, শ্রেণিবল ( স্বেচ্ছাসৈন্য ), দ্বিষদ্‌বল ( শত্রুপক্ষ হইতে স্বপক্ষে আগত সৈন্যদল ) এবং আটবিকবল যথাক্রমে সন্নিবেশিত করিবে॥ ৬॥ [ স্কন্ধাবারের ] অন্তভাগে স্ববর্গীয়-সৈন্য ( স্বজাতীয় সৈন্য ), ক্রূরসৈন্য, অলোভী-সৈন্য, দৃষ্টকর্ম্মা ( যাহারা যুদ্ধ

---

* কলিকাতা সংস্করণে ইহা ষোড়শসর্গ।

করিয়াছে এমন) সৈন্য, পর্য্যাপ্তবেতনভোগী সৈন্য এবং বিশ্বস্ত সৈন্য—ইহাদিগকে মণ্ডলাকারে স্থাপন করিবে। (পাঠান্তরে—শিবিরের শেষভাগে অসংখ্য-ক্রূর-সৈন্য, লোভী-সৈন্য, দুষ্টকর্ম্মকারী সৈন্য, পর্য্যাপ্তবেতনপ্রাপ্ত-সৈন্য ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত সৈন্যদিগকে মণ্ডলাকারে স্থাপিত করিবে) ॥৭॥ নরপতির গৃহের উপকণ্ঠে অত্যন্তবিশ্বস্ত-রক্ষিগণকর্ত্তৃক রক্ষিত খ্যাতনামা-হস্তীসকল ও অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বগণ থাকিবে ॥ ৮ ॥ রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য সুসজ্জিত অন্তর্বংশিক-সৈন্যগণ দিবারাত্র উদ্যতায়ুধ হইয়া প্রহর ভাগ করিয়া পাহারা দিবে ॥৯॥ যুদ্ধ-যোগ্য অথচ সুসজ্জিত এবং উপযুক্ত রক্ষক দ্বারা রক্ষিত মহাহস্তী ও বেগবান্-অশ্ব রাজার দ্বারদেশে থাকিবে ॥ ১০ ॥ রাত্রিকালে শিবিরের বাহিরে একদল সুসজ্জিত সৈন্য সেনাপতির সহিত যত্নসহকারে শিবিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে ॥ ১১ ॥ সত্ত্বসম্পন্ন, অতিদ্রুতগামী, সুদূরসীমান্তে, ভ্রমণকারী, বায়ুগতি অশ্বারূঢ়-সৈন্যগণ পরসৈন্যের প্রচার (গতিবিধি) জানিবে ॥ ১২ ॥ তোরণদ্বারগুলি মাল্যে সুশোভিত হইবে, যন্ত্র (শত্রু প্রতিরোধের উপযোগী কামান প্রভৃতি অস্ত্র) যুক্ত হইবে এবং পতাকাযুক্ত হইবে; আর ঐ দ্বারগুলি অত্যন্তবিশ্বস্ত-রক্ষকগণ দ্বারা রক্ষিত হইবে ॥ ১৩ ॥ সকলেই প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিবে ও বাহিরে যাইবে এবং বিপক্ষ-দূত সকল রাজার আদেশ মত কার্য্য করিবে ॥ ১৪ ॥ সমুদয় লোক বৃথা কোলাহল হাস্য দ্যূতক্রীড়া ও সুরাপানাদি পরিত্যাগ করিয়া সুসজ্জিত হইয়া কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবে ॥ ১৫ ॥ খাতের বাহিরের ভূমিতে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের সঞ্চার ভূমি ত্যাগ করিয়া শত্রুসৈন্য-বিনাশের জন্য অবশিষ্ট ভূমি নষ্ট করিয়া ফেলিবে অর্থাৎ শত্রুরা ঐ জমি ভাল বলিয়াই জানিবে কিন্তু ঐ ভূমির অভ্যন্তর খাত ও তীক্ষ্ণ-লৌহকীলকাদি-পরিপূর্ণ এবং উহার উপরে ঘাসের চাপড়া দিয়া এমন সুন্দর ভাবে রাখিবে যে উপর হইতে সকলেই উহাকে সমতল ভূমি বলিয়াই বুঝিবে ॥ ১৬ ॥ ঐ ভূমির কোন স্থানে কাঁটা গাছের ডালে পরিপূর্ণ হইবে, কোন স্থানে লোহার ফলাযুক্ত শূল থাকিবে, কোন

স্থানে গর্ত্ত সকল তৃণাচ্ছাদিত থাকিবে, এইরূপে সমস্ত ভূমি প্রচ্ছন্ন ভাবে দূষিত করিয়া রাখিবে ॥ ১৭ ॥ বৃক্ষ গুল্ম পাষাণ মূঢ়গাছ বল্মীক ও গর্ত্ত শূন্য স্থানে সৈন্যদিগের যুদ্ধ-চর্চ্চার স্থান করিবে এবং সেখানে যুদ্ধের নানাবিধ সাজ সজ্জা থাকিবে ॥ ১৮ ॥ যে দেশে সৈন্যদিগের ব্যায়াম-ভূমি ( যুদ্ধ চর্চ্চার স্থান ) উত্তমরূপ পাওয়া যায় কিন্তু শত্রুরা সেইরূপ উপযুক্ত ব্যায়াম-ভূমি পায় না, সেই দেশই উত্তম দেশ ॥ ১৯ ॥ যে দেশে আপনার ও শত্রুর ব্যায়াম ভূমি সমান, নীতিশাস্ত্রবিচারকারী ব্যক্তিগণ সেই দেশকে মধ্যম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে দেশে শত্রুসৈন্যের ব্যায়ামভূমি উপযুক্ত কিন্তু নিজের তাহার বিপরীত, সেই দেশ অধম বলিয়া কথিত ॥ ২১ ॥ কার্য্য-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উত্তমদেশের আকাঙ্ক্ষা করিবে, উহার অভাবে মধ্যম দেশের অভিলাষ করিবে, কিন্তু বন্ধনাগার স্বরূপ অধম দেশের সেবা কখনই করিবে না ॥ ২২ ॥ ইতি স্কন্ধাবার নিবেশন ॥

## নিমিত্তজ্ঞান।

[ ২৩ হইতে ৪০ শ্লোক পর্য্যন্ত স্কন্ধাবার সম্বন্ধীয় নিমিত্ত কথন। ইহার মধ্যে ২৩ হইতে ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত অশুভ নিমিত্ত বলিতেছেন। ]

যে স্কন্ধাবার কোন রাজার দ্বারা যেন আক্রান্ত, নানাব্যাধিতে পীড়িত, হঠাৎ উদ্বেগগ্রস্ত, ধূলি ও নীহারে আবৃত, ধূমাচ্ছন্ন, প্রবলবায়ু-পীড়িত, যাহা হইতে অকস্মাৎ ধ্বজা পড়িয়া যায়, যেখানে পরস্পর ঝগড়া বাধে, তূর্য্যধ্বনি উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না, মৃত্যু ও ভয়ের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, যে শিবির নির্ঘাত (বজ্রপাত) ও উল্কাপাতে দূষিত, যেখানে কোষনিঃসারিত ও জ্বলন্ত অস্ত্রও মলিন হইয়া যায়, যেখানে শিবারব প্রতিকূল, যেখানে কর্কশ শব্দকারী কাক ও শকুনিগণ মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে স্থান বার বার ভয়ানক-ভাবে দীপ্তি পায়, যেখানে রক্তবৃষ্টি হয়, যেখানে ক্রূর ( রাহু মঙ্গল শনি ) ও ঔৎপাতিক ( কেতু প্রভৃতি ) গ্রহকর্ত্তৃক রাজনক্ষত্র ( বৃহস্পতি প্রভৃতি ) পীড়িত হয়, যেখানে সূর্য্য-মণ্ডলে কবন্ধ দৃষ্ট হয়, যেখানে গজতুরগাদি বাহন

সকল হঠাৎ জড়ভাবাপন্ন হয় এবং যেখানে মদমত্ত হস্তীর দানবারি হঠাৎ শুকাইয়া যায়, এইরূপ বিকারযুক্ত স্কন্ধাবার প্রশস্ত নয় ॥ ২৩-২৮ ॥

[ এক্ষণে শুভ নিমিত্ত কথিত হইতেছে। ] যে স্কন্ধাবারে নরনারী হৃষ্টচিত্ত, দুন্দভি উত্তমরূপ বাজে, অশ্বের হ্রেষারব গম্ভীর; যে স্কন্ধাবার হস্তীর বৃংহিত-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ, পুণ্যদিনে বেদধ্বনিতে মুখরিত, নৃত্যগীত পরিপূর্ণ, উপদ্রব-রহিত (পাঠান্তরে—ভয়শূন্য), মহাউৎসাহসম্পন্ন, যাহাতে আকাঙ্ক্ষিত লোক উপস্থিত হয় (পাঠান্তরে—অভিলাষানুরূপ জয়লাভ হয়), যাহা ধূলি-শূন্য, উপযুক্ত-বৃষ্টিসম্পন্ন, যাহার ভাগ্যচক্রে গ্রহগণ শুভস্থানে অবস্থিত, যাহা দিব্য-অন্তরিক্ষ ও ভৌম এই ত্রিবিধ উৎপাতপরিশূন্য; যে স্কন্ধাবারে পক্ষিগণ প্রশস্ত শব্দ করে, * শিবারব অনুকূল, * মৃদু অথচ অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হয়, বন্দিগণ মঙ্গল স্তুতি করে, লোক সকল হৃষ্টপুষ্ট এবং পরস্পর হিংসাশূন্য, অগ্নি স্বভাবতঃ সুগন্ধি হইয়া প্রজ্বলিত হয়, মত্তমাতঙ্গ মন্দভাব প্রাপ্ত হয় না এবং আসার অভ্যুদয়যুক্ত হয়—এইরূপ লক্ষণযুক্ত স্কন্ধাবারই প্রশস্ত ॥ ২৯—৩৩½ ॥ স্কন্ধাবার শুভ হইলেই শত্রুর পরাজয় হয়, আর স্কন্ধাবার অপ্রশস্ত হইলে বিপরীত হয় অর্থাৎ শত্রুর জয় হয়। (নিমিত্তই শুভাশুভ বলিয়া দেয়।) † ॥ ৩৪ ॥ যেহেতু নিমিত্ত-গুলিই কার্য্যসমূহের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি জানাইয়া দেয়, অতএব আত্মহিতা-কাঙ্ক্ষী রাজা তত্ত্বতঃ এই নিমিত্তগুলি অবগত হইবেন ॥ ৩৫ ** ॥ (অতএব শাস্ত্রজ্ঞ রাজা এই নিমিত্তগুলি লক্ষ্য করিবেন) ‡ ॥ কার্য্যের আরম্ভ সময়ে যদি শুভ-নিমিত্ত দেখা যায় এবং যদি অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ থাকে তাহা হইতে ঐ আরব্ধ কার্য্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয় ॥ ৩৬ ॥ সহায়-সম্পৎ, বিজ্ঞান, সত্ত্ব, দৈবানুকূল্য, উদ্‌যোগ, অধ্যবসায় (পাঠান্তরে—ব্যবসায়)—এইগুলি

---

* এই অংশটি কলিকাতা সংস্করণে নাই।

† এই বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ কলিকাতা সংস্করণে অতিরিক্ত।

** কলিকাতা সংস্করণে এই অংশ নাই।

‡ এই বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে নাই। কলিঃ ৩৪½ সংখ্যার শ্লোক।

যাহার থাকে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ রাজা প্রজাদিগের মূল ; এইজন্য রাজাকে স্কন্ধ কহে। এখানে অমাত্য ও দণ্ডপ্রভৃতিই আবার। বেষ্টনকেই আবার কহে। অর্থাৎ শাখাগুলি যেমন গাছের গুঁড়িকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেইরূপ প্রজাবর্গ রাজাকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া, রাজা স্কন্ধস্বরূপ এবং গাছের গুঁড়িতে যেমন আলবাল থাকে সেইরূপ অমাত্য-দণ্ডপ্রভৃতি রাজস্বরূপ-বৃক্ষের আলবাল বা আবার ॥ ৩৮ ॥ প্রজাবর্গের ত্রিবর্গসিদ্ধির জন্য প্রকাণ্ড আবার দ্বারা স্কন্ধ আবৃত থাকে ; অতএব স্কন্ধকে আবৃত করে বলিয়াই ইহাকে স্কন্ধাবার কহে ॥৩৯॥ বিপক্ষের আক্রমণ, ঘাস, ( পাঠান্তরে—বাস ), জল, বীবধ ও আসার এইগুলির নিগ্রহ—স্কন্ধাবারের মৃত্যুস্বরূপ ; অতএব এইগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিবে ॥৪০॥ এই পূর্ব্বকথিত-রূপ যত্ন লইয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিবে, ইহার শুভাশুভ নিমিত্ত লক্ষ্য করিবে এবং শত্রুপক্ষেরও এই সমুদয় নিপুণ ভাবে দেখিবে। অনন্তর যখন কোন-দিকেই অশুভ দেখা যাইবে না, তখন বিগ্রহ করিবে ॥৪১॥ ইতি কামন্দকীয়-নীতিসারে স্কন্ধাবার-নিবেশন ও নিমিত্তজ্ঞান নামক সপ্তদশ-সর্গ ॥

---

## অষ্টাদশ-সর্গ *

## উপায়বিকল্প।

মহাবুদ্ধিশালী রাজা সহায়সম্পন্ন হইয়া ( পাঠান্তরে—সত্ত্ব-সম্পন্ন ও দৈববলে বলীয়ান হইয়া ) উদ্‌যোগ ও অধ্যবসায় সহকারে শত্রুর প্রতি উপায় সমুদয় প্রয়োগ করিবেন ॥১॥ উত্তম-মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন রাজা চতুরঙ্গসৈন্য পরিহার করিয়া কোষ ও মন্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। অগ্রে মন্ত্রদ্বারা পরে কোষদ্বারা ( অর্থাৎ প্রথম সাম ও ভেদদ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিবেন, যদি উহা দ্বারা শত্রু

---

* কলিকাতা সংস্করণে ইহা সপ্তদশসর্গ ॥

বশীভূত না হয় তাহা হইলে পরে অর্থদ্বারা ) শত্রুকে জয় করিবেন ॥২॥ [ শত্রু জয় পক্ষে ] সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটি এবং মায়া উপেক্ষা ও ইন্দ্রজাল এই তিনটি মোট সাতটি উপায় কথিত আছে ॥৩॥

সামপ্রভেদজ্ঞ ( পাঠান্তরে—প্রয়োগজ্ঞ ) পণ্ডিতগণ পরস্পরের উপকার করা, পরস্পরের গুণকীর্ত্তন করা, পরস্পরের সম্বন্ধ প্রকাশ করা, ভবিষ্যতের শুভ সূচনা করা, মধুর বাক্যে আমি তোমারই বলিয়া আত্মসমর্পণ করা, এই পাঁচ প্রকার সাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৪-৫॥

প্রাপ্ত অর্থের উত্তম মধ্যম বা অধম দান, গৃহীতধনের অনুমোদনপূর্ব্বক প্রতিদান, অপূর্ব্ব দ্রব্যের দান, শত্রু স্বয়ংই যাহাতে ধনগ্রহণ করে তাহার প্রবৃত্তি দেওয়া এবং দেয় ধনের রেহাই করা, এই পাঁচ প্রকার দান কথিত হইয়াছে ॥৬-৭॥

ভেদনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্নেহ ও অনুরাগ নষ্ট করা, ঝগড়া বাধাইয়া দেওয়া এবং সন্তর্জ্জন ( শাসন ), এই তিন প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ করেন ॥৮॥

দণ্ড বিভাগজ্ঞ পণ্ডিতগণ বধ, অর্থ-হরণ ও ক্লেশপ্রদান, এই তিন প্রকার দণ্ড নির্দ্দেশ করেন ॥৯॥ প্রকাশ ও অপ্রকাশ ভেদে বধ দুই প্রকার। হত্যাকারী ও পারদারিক প্রভৃতি লোকপীড়নকারী শত্রুগণকে প্রকাশ্যভাবে বধ করিবে ॥১০॥ যে সকল লোক মরিলে লোক উদ্বিগ্ন হয়, যাহারা রাজার প্রিয়পাত্র এবং যাহারা ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া কার্য্যে বাধা দেয়, এই সকল লোকের প্রতি উপাংশু দণ্ড (অর্থাৎ অপ্রকাশ্যে বধ) প্রশস্ত ॥১১॥ খাদ্যাদির সহিত বিষপ্রয়োগ, উপনিষদ্‌যোগ ( অর্থাৎ গোপনে অগ্নিপ্রয়োগাদিদ্বারা বধ), শস্ত্রাঘাত অথবা উদ্বর্ত্তন ( অর্থাৎ বিষাক্ত-অনুলেপন )—এই সমস্ত গুপ্তভাবে প্রয়োগ করিয়া দণ্ডবিধান করিবে, যাহাতে অন্যকেহ জানিতে না পারে ॥১২॥ নীতিবিশারদ রাজা কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেই তাহার প্রতি, অথবা ধার্ম্মিক অন্ত্যজ ব্যক্তির প্রতি, ধর্ম্মের উন্নতি করিবার জন্য বধদণ্ডের আদেশ করিবেন না ॥১৩॥ যাহাদের প্রতি উপাংশুদণ্ড প্রশস্ত [ রাজা ]

তাহাদিগকে উপেক্ষা দ্বারা বধ করিবেন অর্থাৎ কেহ তাহাদিগকে বধ করিলে সেই হত্যাকারীকে উপেক্ষা করিবেন। নীতিনিপুণ নরপতি ঐ উপেক্ষাও প্রত্যক্ষভাবে করিবেন না অর্থাৎ ঐ বধকারীকে দণ্ডদিবার জন্য বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়া লোককে বুঝিতে দিবেন না যে তিনি উপেক্ষা করিতেছেন ॥১৪॥

[ যে সকল লোকের প্রতি সামপ্রয়োগ করিতে হইবে তাহাদের ] অন্তঃ-করণে প্রবেশ করিয়া সতৃষ্ণনয়নে অবলোকনপূর্ব্বক অমৃতক্ষরণকারী প্রিয়-বাক্য-স্বরূপ সামপ্রয়োগ করিবেন ॥১৫॥ যে বাক্যে লোকের উদ্বেগ জন্মে না, সেই বাক্যকে সাম বলে। সুনৃত সান্ত্ব ( আমি তোমারই ) ( পাঠান্তরে—সত্য ) প্রিয় এবং স্তব—এইগুলির প্রত্যেকের নাম সাম [ ব্যাখ্যাকারধৃত-পাঠানুসারে—এতদতিরিক্ত সম্বন্ধ-প্রকাশক বাক্যও সাম-পদে কথিত হয় ] ॥১৬॥ "আমি ত তোমার কেনা" এই ভাবেই তাহার অভিপ্রেত বস্তু দান করিবে, কিন্তু অলক্ষিতভাবে জল যেমন পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিয়া শেষে ঐ পর্ব্বতকে ভেদ করে সেইরূপ শত্রুকে ভেদ করিবে ॥১৭॥ দণ্ডপাণি-যমের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া দণ্ডার্হ-ব্যক্তিগণের প্রতি দণ্ডপ্রয়োগ করিবে; প্রত্যক্ষ-বধকেও অপ্রত্যক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিবে ॥১৮॥ বিদ্বান্ ব্যক্তি সামপ্রয়োগ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য মন দিয়া যত্ন করিবে। নীতিজ্ঞগণ সর্ব্বত্রই সামদ্বারা কার্য্য-সিদ্ধির প্রশংসা করেন ॥১৯॥*॥ সামপ্রয়োগ করিয়া দেব ও দানবগণ ফললাভের জন্য ক্ষীর-সমুদ্র মথিত করিয়াছিল। আর ধৃতরাষ্ট্রের তনয় দুর্য্যোধন প্রভৃতি সাম-বিদ্বেষী হইয়া অচিরাৎ [ পাণ্ডবহস্তে ] নিহত হইয়াছিল ॥২০॥

নীতিজ্ঞ পণ্ডিত দারুণবিগ্রহ দান দ্বারা প্রশমিত করেন, যেমন ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের অপচার ( অহিতাচার ) দানের দ্বারা প্রশমিত করিয়াছিলেন ॥২১॥ দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্বার পুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা অপরাধ করিলে ( অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যের

* ১৮, ১৯ শ্লোক দুইটি কলিকাতা সংস্করণে নাই।

দুহিতা দেবযানিকে কূপে নিক্ষেপ করিলে ) শুক্রাচার্য্য কুপিত হন, তখন দানবেন্দ্র দানদ্বারা ( অর্থাৎ শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানির দাসীরূপে প্রদান করিয়া ) সুখী হইয়াছিলেন ॥২২॥ শান্তি লাভেচ্ছু ব্যক্তি বলবান্‌কে অনুরোধ করিয়াও দান করিবে ; কেননা দুর্য্যোধন দান না করায় সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিলেন ॥২৩॥

উভয় পক্ষের বেতনগ্রাহী দূতদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া [ শত্রুপক্ষকে ] কিঞ্চিৎ দিয়া লোভের আশা পরিবর্দ্ধিত করিয়া চতুর্ব্বিধ উপায়ে [ অর্থাৎ ক্রোধ জন্মাইয়া, লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া বা সম্মান প্রদান করিয়া ] ভেদ সাধন করিবে ॥২৪॥ যাহারা বেতন পায় না তাহাদিগকে লুব্ধ করিয়া, মানী ব্যক্তিকে অবমানিত করিয়া, ক্রোধী ব্যক্তিকে হঠাৎ রাগাইয়া এবং ভীত ব্যক্তিকে ভয় দেখাইয়া [ উভয়বেতনচর দ্বারা ] এই চারি প্রকার ব্যক্তিকে তাহাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া ভেদ করিবে। এইরূপে আত্মপক্ষ এবং পরপক্ষকে বশীভূত করিবে ॥২৫-২৬॥ মন্ত্রী, অমাত্য ও পুরোহিতকে যত্ন সহকারে ভেদ করিবে ; যুবরাজ প্রবল হইলেও ইহাদের ভেদসাধন করিতে পারিলেই [ সমস্ত ] ভেদ হয় ॥২৭॥ অমাত্য এবং যুবরাজ ইহারাই রাজার দুইহাত ; এবং মন্ত্রী চক্ষু ; ইহারা ভেদ প্রাপ্ত হইলেই ( পাঠান্তরে—একমাত্র মন্ত্রীকে ভেদ করিলেই ) রাজার বিনাশ হয় ॥২৮॥ মেধাবী ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই ( ক্ষয় লোভ ও বিরাগের অবস্থাতেই ) শত্রুর জ্ঞাতিবর্গকে ভেদ করিবে ; আত্মীয়গণ ভেদ-প্রাপ্ত হইলে তাহারা স্বযোনিকে অগ্নির ন্যায় ভক্ষণ করে অর্থাৎ স্ববংশীয়-রাজার বিনাশের কারণ হয় ॥২৯॥ অভ্যন্তরে স্থিত ( অর্থাৎ অন্তঃপুরচারী অথবা রাজ্যের ভিতরের সংবাদ রাখে এমন ব্যক্তি সুতরাং বিশ্বাসী) ব্যক্তি জ্ঞাতির তুল্য ; অতএব ইহাদিগকে ক্রমশঃ ভেদ করিবে, এবং ইহাদিগকে বশীভূত করিয়া নিজের পক্ষে আনিবে ॥৩০॥ যে ব্যক্তি কোপ ও অনুগ্রহ করিতে সক্ষম তাহারই উপজাপ অর্থাৎ ভেদ করা কর্ত্তব্য। ঐ ব্যক্তি কল্যাণকারী বা শঠ তাহা সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিবে ॥৩১॥ কল্যাণকারী ব্যক্তি সামর্থ্য অনুসারে নিজের কথা রক্ষা করে ; আর

শঠ ব্যক্তি অর্থ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় দুই পক্ষকেই চরায় ॥৩২॥ যাহাকে পূর্ব্বে আশা দেওয়া হইয়াছে এইরূপ যে অনীচভাবাপন্ন ব্যক্তি প্রাপ্তির আশায় কালযাপন করিতেছে সেই ব্যক্তি, স্বীয় বৃদ্ধিপ্রার্থী ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান করিব বলিয়া আহ্বান করিয়া সেরূপ সম্মান না করায় মিথ্যাভাবে তিরস্কৃত ঐ ব্যক্তি, রাজা যাহাকে দেখিতে পারে না এবং সেও রাজাকে দেখিতে পারে না এইরূপ রাজার জ্ঞাতি, আহিতব্যবহার ব্যক্তি (যাহাকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি ), কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি, রণপ্রিয়-সাহসী আত্মাভিমানী ব্যক্তি, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম হইতে বিচ্যুত ব্যক্তি, যে মানী ব্যক্তি অবমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তি, নিজের দোষে ভীতব্যক্তি, পূর্ব্বে যাহার সহিত শত্রুতা ছিল এখন শত্রুতা প্রশমিত হইয়াছে এমন ব্যক্তি, নীচ ব্যক্তির সহিত কার্য্যে নিয়োজিত উচ্চমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, উপযুক্ত সম্মান হইতে নিরাকৃত ব্যক্তি, বিনা কারণে বা বিশেষ কারণে কারারুদ্ধ ব্যক্তি, অকারণে পরিত্যক্ত ব্যক্তি, পূজার উপযুক্ত হইয়াও যিনি পূজা পান্ না এইরূপ ব্যক্তি, যাহার ধন ও স্ত্রী অপহরণ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি, অত্যন্ত ভোগাভিলাষী ব্যক্তি, পরিক্ষীণ ( ধন-জন-সহায়-শূন্য ) ব্যক্তি, যাহার আত্মীয়বর্গ বিদেশস্থ এরূপ ব্যক্তি, যাহার ধনসম্পত্তি বিদেশে এইরূপ ব্যক্তি, এবং সমাজবহিষ্কৃত ব্যক্তি—ইহারাই ভেদ-যোগ্য বলিয়া কথিত। শত্রুপক্ষের এইরূপ লোকদিগকে ভেদ করিবে। ইহারা স্বপক্ষে আসিলে ইহাদিগের সম্মান করিবে ; এবং স্বপক্ষীয় এইরূপ লোকদিগকেও বশীভূত রাখিবে ॥৩৩-৩৯॥

লাভের সমতা প্রদর্শন, অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন ( পাঠান্তরে—ক্রোধের সহিত ভয় প্রদর্শন ), উৎকৃষ্টদান এবং উৎকৃষ্ট সম্মান, এইগুলি ভেদ করিবার উপায় ॥৪০॥ মতিমান্ রাজা বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ভেদ-সাধন করিবেন। দেখা যায়, অমরগণ বলবান্ ষণ্ডামার্কের ( সুন্দ ও উপসুন্দের ) যুদ্ধে ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া উহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥৪১॥

শত্রুর মিলিত-বলের ভেদসাধন করিয়া দণ্ড-প্রয়োগে শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবে। শত্রুর সমবেত বল ভেদ-প্রাপ্ত হইলে ঘুণধরা কাঠের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়ে (পাঠান্তরে—তৃণের ন্যায় লুণ্ঠিত হয়) ॥৪২॥ উৎসাহসম্পন্ন, উপযুক্ত দেশ ও কাল সম্পন্ন এবং সুসহায়বান্ হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা শত্রুকে অস্তগামী করিবে ॥৪৩॥ নিজের বল পরীক্ষা করিয়া বলবানের প্রতিও দণ্ডপ্রয়োগ করিবে। দেখা যায়, পুরাকালে পরশুরাম একাকী শক্তিসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্র-জাতিকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

অলস, বিক্রমান্তে পরিশ্রান্ত, যাহার উপায় ও চেষ্টা শত্রু বিফল করিয়া দিয়াছে, ক্ষয় ব্যয় প্রবাস ও পরিশ্রমে যে ব্যক্তি উৎপীড়িত হইয়াছে (পাঠান্তরে—ক্ষয়-ব্যয়-প্রসার অর্থাৎ চাল চলন বৃদ্ধিতে সন্তপ্ত হইয়া বিপন্ন), ভীরু, মূর্খ, স্ত্রী, বালক, ধার্ম্মিক, দুর্জ্জন, পশু (লোক ব্যবহারে অনভিজ্ঞ), মৈত্রীপ্রধান অর্থাৎ মিত্রের মুখাপেক্ষী এবং কল্যাণবুদ্ধি অর্থাৎ সকলের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, এই সকল ব্যক্তিবর্গকে সামপ্রয়োগে বশীভূত করিবে ॥ ৪৫-৪৬ ॥ লুব্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তিকে দানপূর্ব্বক সৎকার করিয়া বশে আনিবে। *। পরস্পর পরস্পরকে ভয় করে বলিয়া ভেদ-প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ দুষ্টব্যক্তিগণকে দণ্ড দেখাইয়া বশে আনিবে ॥৪৭॥ পুত্র ভ্রাতা এবং বন্ধুগণকে সাম ও দান দ্বারা বশীভূত করিবে। ইহারা অনিষ্টকারী হইলেও ইহাদের ন্যায় [ আত্মীয় ] পৃথিবীতে কেহই নাই ॥৪৮॥ এই পুত্র ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ দৈবাৎ স্খলিত (আপনার বিরুদ্ধাচারী) হইলেও উহাদিগের প্রতি সামপ্রয়োগ করিবে। যেহেতু চরিত্রবান্ আর্য্যগণ বিকৃত হইলে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হয় ॥ ৪৯ ॥

কুল, শীল, দয়া, দান, ধর্ম্ম, সত্য, কৃতজ্ঞতা ও অলোভ—এই গুণগুলি যাহাতে থাকে তাহাকে আর্য্য কহে ॥ ৫০ ॥

---

* এই অংশ কলিকাতা সংস্করণে নাই।

দণ্ডনীতিজ্ঞ রাজা, পুরবাসী জনপদবাসী ও সেনানায়কপ্রভৃতি এবং অপরব্যক্তিগণের প্রতি আবশ্যক অনুসারে দান ও ভেদ নীতি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিবেন ॥ ৫১ ॥

বিচক্ষণ রাজা, অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ পুত্রভ্রাতাব্যতিরিক্ত জ্ঞাতিগণ সামন্তগণ এবং অপর ব্যক্তিগণের প্রতি যেরূপ আবশ্যক হইবে সেইরূপ ভেদনীতি ও দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়া উহাদিগকে বশীভূত করিবেন। (পাঠান্তরে—সুস্নিগ্ধ বাক্যে অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবগণ অপরাধী হইলে স্নেহবাক্যে মান ও দান প্রয়োগ করিয়া বশীভূত করিবেন এবং অপর ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য ভেদ ও দণ্ড-প্রয়োগ করিয়া বশীভূত করিবেন। কলিঃ সঃ ১৭।৫০) ॥ ৫২ ॥

দেবতা প্রতিমা ও স্তম্ভ ইহাদের মধ্যে অবস্থিত মনুষ্যগণ, স্ত্রীবেশ-ধারী পুরুষ, রাত্রিতে অদ্ভুত-দর্শন, বেতাল উল্কা পিশাচ ও শিলা ইহাদের রূপধারী—এইগুলিকে মানুষী-মায়া বলিয়া রাজা জানিবেন ॥ ৫৩, ৫৪ ॥ ইচ্ছানুসারে রূপপরিবর্ত্তন, শস্ত্র-অস্ত্র-প্রস্তর-জলবর্ষণ, অন্ধকার-বায়ু-পর্ব্বত ও মেঘের উৎপত্তি—এইগুলি অমানুষী মায়া ॥ ৫৫ ॥ ভীম স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া কীচককে বধ করিয়াছিলেন [ ইহা মানুষী মায়া ]। নল দিব্য মায়া অবলম্বন করিয়া বহুকাল রূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া ছিলেন ॥ ৫৬॥

উপেক্ষাকুশল ব্যক্তিগণ, অন্যায়কার্য্যে ব্যসনে ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে নিবারণ না করা—এই তিন প্রকার উপেক্ষা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৫৭॥ অকার্য্যে প্রবৃত্ত বিষয়-ভোগে অন্ধ কীচক, মরে মরুক এইরূপে বিরাট কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৫৮ ॥ স্বার্থ-বিচ্ছেদ-ভয়ে ভীত হিড়িম্বা নিজের ভ্রাতাকে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে মরুক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল ॥ ৫৯ ॥

মেঘ-অন্ধকার-বৃষ্টি-অগ্নি-পর্ব্বত প্রভৃতি অদ্ভুত দর্শন, ধ্বজাযুক্ত দূরস্থ-সৈন্যদিগের দর্শন ও ছিন্ন-পাটিত-ভিন্ন-রক্তাক্ত সৈন্য প্রদর্শন—এইরূপ ইন্দ্রজাল শত্রুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পনা করিবে ॥ ৬০-৬১ ॥ নানার্থ সাধক নানা উপায়ের কথা বলা হইল। কালজ্ঞ রাজা এই উপায়গুলির মধ্যে

যথাকালে সাম প্রয়োগ করিবেন। (পাঠান্তরে—সামজ্ঞ রাজা ইচ্ছানুসারে এই পুর্ব্বোক্ত উপায়গুলির মধ্যে সাম প্রয়োগ করিবেন) ॥৬২॥ দান ও মান পুরঃসর সাম ও ভেদ নীতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই দুইটি দানের সহিত যুক্ত হইলে স্বার্থ-সাধক হয় ॥ ৬৩ ॥ সর্ব্বত্র দান ব্যতিরিক্ত সাম-প্রয়োগ তৃণতুল্য হয়। এমন কি দানশূন্য সাম স্ত্রীতেও স্বার্থসাধক হয় না ॥ ৬৪ ॥ নীতিজ্ঞ রাজা এই উপায় সকল নিপুণভাবে শত্রু সৈন্যের এবং নিজ সৈন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু এই সমুদয় উপায় প্রয়োগে অসমর্থ হইয়া চেষ্টা করিলে অন্ধের ন্যায় নিয়তই পতনগ্রস্ত (বিনাশপ্রাপ্ত) হইতে হয় ॥ ৬৫ ॥ উপায়রূপ সাঁড়াশির সাহায্যে সম্পৎ সমুদয় নীতিবিশারদ নৃপদিগের বশে অবশ্যই আসিয়া থাকে। যথাবিধি উপায় প্রযুক্ত হইলে রাজাদিগের কখন কখন অর্থসিদ্ধি বিষয়ে প্রচুর ফল হয় ॥৬৬॥ ইতি কামন্দকীয়-নীতিসারে উপায়-বিকল্পনামক অষ্টাদশ-সর্গ ॥

## ঊনবিংশ-সর্গ। *

### সৈন্যবলাবল।

সাম, দান ও ভেদ এই তিনটি নীতির প্রয়োগ বিফল হইলে, দণ্ডবিৎ রাজা নীতিতে আরূঢ় হইয়া দণ্ডনীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি দণ্ড-প্রয়োগ করিবেন ॥ ১ ॥

[রাজা] দেবতা, ব্রাহ্মণ, প্রশস্ত গ্রহ ও নক্ষত্রের পূজা করিয়া ষড়্‌বিধ সৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া শত্রুর অভিমুখে যাত্রা করিবেন ॥ ২ ॥ মৌল (বিশ্বস্ত আত্মীয়), ভৃত (বেতনভোগী), শ্রেণী (জনপদবাসী অবৈতনিক দেশহিতৈষী সৈন্যদল), সুহৃৎ, দ্বিষৎ (শত্রুপক্ষ হইতে ভাঙ্গানাসৈন্য অথবা সাহায্যার্থে শত্রু-

* কলিকাতা সংস্করণে ইহা অষ্টাদশ সর্গ।

প্রেরিত সৈন্য ) এবং আটবিক—এই ছয় প্রকার সৈন্যদল। ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলবান্; অর্থাৎ আটবিক হইতে দ্বিষৎ, দ্বিষৎ হইতে সুহৃৎ, সুহৃৎ হইতে শ্রেণী, শ্রেণী হইতে ভৃত এবং ভৃত হইলে মৌল বলবান্। ইহাদের ব্যসনও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলবান্॥ ৩॥ [ কলিঃ সং ১৮।৪ ]॥ সর্ব্বদা সৎকার অর্থাৎ সম্মান প্রাপ্তি, রাজার প্রতি অনুরাগ, রাজার সহিত একত্র কথোপকথন ও একত্র অবস্থান, এবং রাজার ভাবে ভাবিত হওয়া—এইগুলি মৌল-বলে বর্ত্তমান থাকে; অতএব ভৃতবল হইতে মৌলবল গুরুতর॥ ৪॥ [ কলিঃ সং ১৮।৩ ]॥ সর্ব্বদা নিকটে বাস, হুকুম মাত্রেই উপস্থিতি, বৃত্তি অর্থাৎ বেতন স্বামীর অধীন বলিয়া ভৃতসৈন্য শ্রেণীসৈন্য অপেক্ষায় গুরুতর॥ ৫॥ রাজার সহিত সংঘর্ষজন্য ক্রোধে তুল্যতা, সুখলাভে তুল্যতা ( পাঠান্তরে—হর্ষ ও অমর্ষে তুল্যতা এবং সিদ্ধির অলাভে তুল্যতা ) এবং জনপদবাসহেতু শ্রেণীবল মিত্রবল অপেক্ষায় গুরুতর॥ ৬॥ যে কোন দেশে ও যে কোন সময়ে যাইতে প্রস্তুত বলিয়া, একইরূপ লাভ বলিয়া এবং স্নেহযুক্ত বলিয়া মিত্রবল শত্রুবল অপেক্ষায় গুরুতর॥ ৭॥ আটবিক-বল স্বভাবতঃ অধার্ম্মিক লোভী অনার্য্য ও সত্যভেদী, অতএব এই আটবিক-বল হইতে শত্রুবল গুরুতর॥ ৮॥ বিপক্ষ-ধ্বংসের জন্য কালপ্রতীক্ষা করিয়া অবস্থিত শত্রুবল ও আটবিকবল ইহারা শত্রুকে বিনাশ করিলে অথবা শত্রুর বিপদ্ না হইলে অর্থাৎ শত্রুকর্ত্তৃক ইহারা পরাভূত হইলে, বিজিগীষু রাজার নিশ্চয়ই জয়লাভ হয় অর্থাৎ শত্রুবল ও আরণ্যকবল কর্ত্তৃক শত্রুধ্বংস হইলেও জয় এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত উভয় বল শত্রুকর্ত্তৃক ধ্বংস হইলেও রাজার জয় হইল, কারণ ঐ দুই সৈন্য অবিশ্বাসী। ফলতঃ ইহা আংশিক জয়লাভ॥ ৯॥ শত্রু উপযাপ করিলে বিশেষ ভয় উপস্থিত হয়, অতএব শত্রুর সম্বন্ধে উপযাপ অর্থাৎ ভেদনীতি প্রয়োগ করিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জয় হইবে॥ ১০॥

শত্রু স্ফীত সারযুক্ত ও অনুরক্ত মৌলবল দ্বারা যুক্ত হইলে, বিজিগীষু ক্ষয়-ব্যয়-সহিষ্ণু হইয়া উক্তরূপ মৌলবল সহায় করিয়া অভিযান করিবে

( পাঠান্তরে—ক্ষয়-ব্যয়-সহিষ্ণু স্ফীত অনুরক্ত ও সারযুক্ত অন্যরাজাকে সহায় করিয়া বিজিগীষু শত্রুর বিপক্ষে যাত্রা করিবে ) ॥১১॥ উপযুক্ত পথে ও উপযুক্ত সময়ে সৎকৃত মৌলসৈন্যবর্গের সহিত যাত্রা করিবে। মৌলগণ দীর্ঘকাল একত্র বাস করায় ক্ষয়-ব্যয়-সহিষ্ণু হইয়া থাকে ॥১২॥ এই ক্ষয় ব্যয় ও সহিষ্ণুতা ব্যাপারে নীতিমান্ ব্যক্তি বেতনভোগী সৈন্যদিগকে ত্যাগ করিবে। বহু পথ পর্য্যটন ও বহুকাল যুদ্ধলিপ্ত থাকায়, এই ভৃত-সৈন্যাদির মধ্যে ভেদ-ভয় হইয়া থাকে ॥১৩॥ সৈন্যগণ বহু হওয়ায় এবং তাহারা নিরন্তর বিদেশবাস ও অভিযান হেতু দীর্ঘকাল খেদ-প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে অবশ্যই ভেদ ঘটিয়া থাকে ॥১৪॥ আমার প্রভূত ভৃতবল আছে কিন্তু মৌলবল অল্প বলিয়া অসার; আর শত্রুর ভৃতবল অল্প অথবা বহু হইলেও বিরক্ত কিন্তু তাহার মৌলবল প্রায় অল্প সারযুক্ত; এইরূপ স্থলে প্রায় মন্ত্র-যুদ্ধই করিবে, নচেৎ অল্প আয়াসযুক্ত অল্পকাল-ব্যাপী বা অল্পদেশব্যাপী প্রচুর ক্ষয়-ব্যয়-বিহীন যুদ্ধই করিবে। ( পাঠান্তরে—এইরূপ স্থলে প্রায় মন্ত্রযুদ্ধই করিবে, তাহা হইলে অল্প আয়াসেই জয়লাভ হয় ) ॥১৫-১৬॥ স্বপক্ষীয় সৈন্য শান্ত অর্থাৎ বশীভূত এবং উপজাপ-বিশ্বস্ত অর্থাৎ ভেদপ্রাপ্ত হইবে না, আর শত্রুসৈন্য অল্পই হউক বা অধিক হউক উহারা বধের উপযুক্ত হইয়াছে, এই অবস্থায় ভৃতবলের সহিত উহাদের আক্রমণ করিবে ॥১৭॥ যে প্রভূত শ্রেণীবল যান ও আসন বিষয়ে উপযুক্ত; যাহার প্রবাস ব্যায়াম ( যুদ্ধ ) অল্পমাত্র হইয়াছে; এইরূপ শ্রেণীবল লইয়া যাত্রা করিবে ॥১৮॥ সুহৃৎ-সৈন্য প্রভূত, ইহারা আত্মপক্ষ সমর্থন বিষয়ে উপযুক্ত এবং ইহাদের প্রবাস অল্প; ইহাদিগকে লইয়া মন্ত্র-যুদ্ধ অথবা ব্যায়াম-যুদ্ধ করিবে ॥১৯॥ বিজিগীষুর শত্রুর উচ্ছেদ বা কর্ষণ মিত্রের সাধারণ কার্য্য। যেখানে এই ফল মিত্রের আয়ত্ত, সেখানে মিত্রকে সঙ্গে লইয়া অনুগ্রাহ্য শত্রুর প্রতি বা পীড়নীয় শত্রুর প্রতি যাত্রা করিবে ॥২০॥ প্রভূত শত্রুসৈন্যের সাহায্যে বলবান্ রিপুর সহিত যুদ্ধ করিবে। এখানে কুকুর ও শূকর উভয়ের

বধাভিলাষী চাণ্ডালের ন্যায় নীতি অবলম্বন করিবে॥২১॥ শত্রুপক্ষের বলবান্ সৈন্যকে নিকটে রাখিবে কিন্তু তাহাদের অন্তরে কোপ উপস্থিত হইলে দুর্গের কণ্টকমর্দ্দনকারীদিগের দ্বারা তাহাদের কর্ষণ করিবে॥২২॥ দুর্গের কণ্টক-শোধন বিষয়ে এবং পরদেশ প্রবেশ বিষয়ে নীতিজ্ঞব্যক্তি সর্ব্বদাই আটবিক-সৈন্যকে অগ্রগামী করিবে॥২৩॥

পূর্ব্বকথিত মৌল প্রভৃতি করিয়া যে ছয় প্রকার সৈন্যের কথা বলা হইল, ইহাদিগকে চতুরঙ্গ-বল কহে। এই চতুরঙ্গ-বলের মন্ত্র, কোষ, পদাতি, অশ্ব, রথ ও সৈন্য—এই ছয়টি অঙ্গ॥২৪॥ এই ষড়ঙ্গ-বলকে যথাসম্ভব সুনিশ্ছিদ্র বুঝিয়া পরসৈন্যের প্রতি অভিযান করিবে॥২৫॥ রাজা এই ষড়ঙ্গ-বলের যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদি হইতেই এই সৈন্যদলের উপযুক্ততা স্থির করিবেন। আর সেনাপতির কৃত ও অকৃত ( অর্থাৎ যুদ্ধের হার জিত ) এবং প্রচার ( অর্থাৎ কৌশল অভিজ্ঞতা ) সম্যক্‌রূপে অবগত হইবেন॥২৬॥ ইতি সৈন্যবলাবল॥

## সেনাপতি-প্রচার।

সৎকুলসম্ভূত [ অতএব ব্যভিচারশূন্য ], জনপদবাসী [ সুতরাং বিশ্বাসী ], মন্ত্রণা কার্য্যে কুশল, মন্ত্রিবর্গের অভিমত, যথাযুক্তভাবে দণ্ডনীতি প্রয়োগে সমর্থ, অধ্যেতা ( অর্থাৎ বক্তা ), সত্য-সত্ত্ব ( পাঠান্তরে—শৌর্য্য )-ক্ষমা-স্থৈর্য্য-মাধুর্য্য ( মিষ্টভাষিতা ) গুণযুক্ত, প্রভাব-উৎসাহ-সম্পন্ন, অনুজীবীর প্রতিপালক, মিত্রবান্, উদার, ধনবান্, বহু-স্বজন-বান্ধব-সম্পন্ন, ব্যবহারজ্ঞ ( ঋণদানাদি-ব্যবহার নিপুণ অথবা ভদ্রতারক্ষায় সুচতুর ), অক্ষুদ্র, পুরবাসীদিগের ও প্রকৃতিবর্গের প্রিয়, সর্ব্বদা অকারণে বৈরতার অনুৎপাদক, অনাবিল ( অর্থাৎ সুস্বভাব সন্দেহের অপাত্র ), কল্যাণ-কর-কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, অল্পশত্রু-বিশিষ্ট, বহুশ্রুত ( বহুশাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ), রোগরহিত, ব্যায়ত ( মহাকায় ), শূর, ত্যাগশীল, সময়জ্ঞ, সুচেহারা-সম্পন্ন, সৎসম্ভাব্য-পরাক্রম ( যাহার পরাক্রম গুণীলোকের

নিকট বহুমান্য ), গজযুদ্ধে অশ্বযুদ্ধে ও রথযুদ্ধে সুশিক্ষিত, শ্রমজয়ী, খড়্গযুদ্ধে ও মল্লযুদ্ধে বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণকারী, যুদ্ধের ভূমি-বিভাগ বিষয়ে নিপুণ, সিংহের ন্যায় দৃঢ়-বিক্রম ( পাঠান্তরে—গূঢ়-বিক্রম ), অদীর্ঘসূত্র, তন্দ্রারহিত, অমর্ষণ (পরাভব-অসহিষ্ণু ), অনুদ্ধত, হস্তী-অশ্ব-রথ ও শস্ত্রের সমস্ত লক্ষণাভিজ্ঞ, লোকের অন্তঃকরণ বুঝিবার শক্তিসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, দয়ালু, বর্ম্ম-কর্ম্ম-সমাযোগে কুশল অর্থাৎ যুদ্ধের উপায়ে কুশল, যুদ্ধ-কুশল ব্যক্তির অনুগত, সকলপ্রকার যুদ্ধে অভিজ্ঞ, যুদ্ধে ব্যূহরচনাদিতে সমর্থ, অশ্বের মনুষ্যের ও হস্তীর স্বভাব এবং চিত্ত বুঝিতে সমর্থ আর উহাদের জাতকাঠ বুঝিতে এবং উহাদের পোষণ ( পালন ) বিধিজ্ঞ, দেশ ভাষা ও স্বভাব জ্ঞান-সম্পন্ন, লিপি-কুশল, সুদৃঢ় স্মরণশক্তি-সম্পন্ন, নিশাপ্রচারকুশল, শকুন-শাস্ত্রাভিজ্ঞ, গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্তজ্ঞান-সম্পন্ন, দিক্ দেশের পথ ঘাট অবগত, দিক্‌দেশের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সাহচর্য্যসম্পন্ন, ক্ষুধা-পিপাসা-শ্রম-ত্রাস-শীত-বাত-উষ্ণ ( পাঠান্তরে—বর্ষা ) এই সমুদায়জনিত ভয় ও ক্লেশ-বিরহিত, ক্ষুধাদি-পীড়িত-সৈনিকগণের অভয়দাতা ( পাঠান্তরে—সৎপুরুষের প্রতি অভয়দাতা ), বিপক্ষ সৈন্যের হন্তা (পাঠান্তরে—ভেদকারী ), কে দুঃসাধ্য শত্রু তাহার বোদ্ধা, হতাবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণের একত্রকরণে সমর্থ, শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ-সৈন্যগণের রক্ষাকারী, সৈন্যদিগের কার্য্য-সমূহবেত্তা, পরদূতপ্রচারজ্ঞ, মহারম্ভের উপযুক্ত-ফলসাধনকারী, যে কার্য্য আরম্ভ করে সেই কার্য্যই সিদ্ধ করে, সিদ্ধকর্ম্মা লোকের পূজনীয়, পরাভবেও ভগ্নোৎসাহ হয় না, প্রকৃষ্ট রাজকার্য্যে তৎপর—এই সকল লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করিবে। তিনি সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া অহোরাত্র সৈন্যরক্ষা করিবেন। নদী, পর্ব্বত, বন ও দুর্গে যেখানে যেখানে ভয় উপস্থিত হইবে, সেনাপতি সেই সেই স্থানেই সুসজ্জিতসৈন্য লইয়া গমন করিবেন ॥২৭-৪৪॥ ইতি সেনাপতি-প্রচার।

## প্রয়াণব্যসন-রক্ষণ।

[ যুদ্ধযাত্রার সময় ] সৈন্যনায়ক প্রধান-বীর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সৈন্যদলের অগ্রে গমন করিবেন; মধ্যস্থলে কলত্র, স্বামী (রাজা), কোষ ও দুর্ব্বল সৈন্যদল যাইবে; উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী-সৈন্য যাইবে, অশ্বারোহীর পার্শ্বে-রথ যাইবে, রথের পার্শ্বে হস্তী-সৈন্য যাইবে, হস্তীর পার্শ্বে আটবিক-সৈন্য যাইবে; সুসজ্জিত সৈন্যে সমাবৃত হইয়া সকল সৈন্যকে অগ্রগামী করিয়া খিন্ন-সৈন্যগণকে আশ্বাস দিতে দিতে কৃতী মুখ্য-সেনাপতি ধীরে ধীরে সকলের পশ্চাৎ যাইবেন।

সম্মুখে ভয় থাকিলে বৃহৎ মকরব্যূহ করিয়া অথবা বিস্তৃতপক্ষ-শ্যেনব্যূহ করিয়া কিংবা বীরসৈন্য অগ্রে রাখিয়া সূচীব্যূহ করিয়া গমন করিবে। (ব্যাখ্যাকার মতে—পুরোভয়ে মকরব্যূহ, তির্য্যক্ ভয়ে শ্যেনব্যূহ এবং একায়ন-পথে পুরোভয়ে বীরপুরঃসর সূচীব্যূহ করিয়া গমন করিবে) ॥৪৮॥ পশ্চাৎ ভয়ে শকটব্যূহ; পার্শ্বভয়ে বজ্রব্যূহ এবং চারিদিকে ভয় থাকিলে সর্ব্বতোভদ্র-ব্যূহ রচনা করিয়া যাইবে) ॥৪৯॥

কন্দরযুক্ত পথে, গিরিপথে, বনপথে, নদীপথে, বনসঙ্কটপথে এবং দূরপথে, সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, ক্ষুধা-পিপাসায় আক্রান্ত, ব্যাধি-দুর্ভিক্ষ-মড়কে পীড়িত, দস্যুকর্ত্তৃক পীড়িত, পাঁক ধূলি ও জলে আচ্ছন্ন, এলোমেলো, স্থানভ্রষ্ট হইয়া তালবদ্ধ, নিদ্রিত, ভোজনব্যগ্র, অস্থানস্থিত, অপ্রস্তুত, চোর ও অগ্নিভয়ে ব্যাকুল এবং বাতবৃষ্টিতে আকুল হইলে সাবধান হইয়া উপস্থিত ঐ সকল ব্যসন হইতে নিজসৈন্যকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবে এবং শত্রুসৈন্য-বধ করিবে ॥৫০-৫৩॥ ইতি প্রয়াণব্যসন-রক্ষণ ॥

## কূটযুদ্ধ-বিকল্প।

বলবান্ রাজা বিশিষ্টদেশ-কাল-যুক্ত হইলে এবং শত্রুর প্রকৃতি-ভেদ করিতে পারিলে প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবে; কিন্তু ইহার বিপর্য্যয় হইলে অর্থাৎ অনুকূল দেশকাল না পাইলে এবং শত্রুর প্রকৃতিকে ভেদ করিতে না

পারিলে কূটযুদ্ধ করিবে॥ ৫৪॥ গিরিকন্দরাদিপথে অভূমিষ্ঠ অতএব অসাবধান শত্রু-সৈন্যকে বধ করিবে; আর ভূমিষ্ঠ অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শত্রুসৈন্যকে উপজাপ করিয়া বধ করিবে॥৫৫॥ শত্রুর প্রকৃতিরূপ-বন্ধনে আবদ্ধ শত্রু-সৈন্যগণকে ভঙ্গদানে অপকর্ষপ্রাপ্ত-বনচরাদিরূপ-পাশভূত উৎকৃষ্ট বীর সৈন্যদ্বারা বধ করিবে অর্থাৎ বিজিগীষু-পক্ষীয় বনচরাদি বীরসৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে, তখন শত্রু-সৈন্যগণ উহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিবে; ঐ রণভঙ্গদায়ী সৈন্যগণ এইরূপে শত্রু-সৈন্যকে দলচ্যুত করিয়া দূরে আনিয়া হঠাৎ একত্রিত হইয়া উহাদের বধ করিবে॥৫৬॥ সম্মুখে দেখা দিয়া শত্রু-পক্ষকে লক্ষ্য-পথে নিশ্চয় করিয়া বেগগামী বীর সৈন্যদল দ্বারা পশ্চাৎ হইতে বধ করিবে। অর্থাৎ সম্মুখে একদল সৈন্য যুদ্ধের জন্য রাখিবে এবং আর একদল বলবান্ বেগগামী বীরসৈন্য দ্বারা পশ্চাৎ দিক্ হইতে ঐ শত্রুসৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া দুইদিক্ হইতে বিধ্বস্ত করিবে॥৫৭॥ অথবা পশ্চাৎ দিক্ হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, শেষে সম্মুখ হইতে সারসম্পন্ন-সৈন্য দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক ব্যাকুল করিয়া বধ করিবে [ ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় দুইদিক্ হইতে আক্রমণ ]। এইদুই প্রকার হইতেই কূটযুদ্ধ বিষয়ে দুই পার্শ্বের যুদ্ধের কথাও ব্যাখ্যা করা হইল॥৫৮॥ সম্মুখ দেশ বিষম হইলে পশ্চাৎ হইতে বেগবান্ হইয়া বধ করিবে; আর পশ্চাৎ দিক্ বিষম প্রদেশ হইলে সম্মুখ হইতে বধ করিবে; এইরূপে পার্শ্বের বিষয়ও বুঝিতে হইবে॥৫৯॥ দূষ্যবল, অমিত্রবল ও আটবিক-বলের সহিত প্রথম যুদ্ধে শত্রুসৈন্যদিগকে শ্রান্ত অবসন্ন এবং যুদ্ধ করিতে অক্ষম করিয়া স্বয়ং অশ্রান্তভাবে ঐ শত্রুদিগের বধ-সাধন করিবে॥৬০॥ দূষ্যবল বা অমিত্রবলকে ছলপূর্ব্বক যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াইবে তখন শত্রুসৈন্য জিতিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিবে, অনন্তর উদ্‌যোগী হইয়া ঐ শত্রুসৈন্যকে বধ করিবে॥৬১॥ *॥ স্কন্ধাবার, পুর, গ্রাম, বহুশস্য এবং ব্রজ প্রভৃতি

* ৫৯ শ্লোকের শেষ দুই চরণ হইতে ৬১ শ্লোকের প্রথম দুই চরণ পর্য্যন্ত কলিকাতা

বিষয়ে [ উভয়বেতন চরদ্বারা ] পরসৈন্যকে লোভযুক্ত করিয়া স্বয়ং স্থিরচিত্ত হইয়া ঐ শত্রুসৈন্যের বিনাশ করিবে ॥৬২॥ ফল্গু ( অসার ) সৈন্যের মধ্যে সারবান্ বলকে লুকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে ফল্গু সৈন্যের বিনাশে শত্রুসৈন্য শিথিলপ্রযত্ন হইলে তখন ঐ শত্রুসৈন্যকে ( পাঠান্তরে— মর্দ্দনকারী শত্রুসৈন্যকে ) সিংহের ন্যায় উল্লম্ফন করিয়া অর্থাৎ প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিয়া নিহত করিবে ॥৬৩॥ মৃগয়াকালে, অথবা কোনরূপে আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িয়াছে এরূপ অবস্থায়, অথবা গোহরণে আকর্ষণ করিয়া দূরে আনিয়া পথে অবরুদ্ধ করিয়া শত্রুর বধ-সাধন করিবে ॥৬৪॥ আক্রমণের ভয়ে রাত্রিজাগরণে পরিশ্রান্ত দিবাপ্রসুপ্ত নিদ্রাব্যাকুল সৈন্যগণকে বিনাশ করিবে ॥৬৫॥ * ॥ প্রাতঃকালে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত হওয়ায় অপরাহ্নে ঐ পরিশ্রান্ত সৈন্যগণকে নিহত করিবে। অথবা রাত্রিকালে বিশ্বস্তভাবে নিদ্রার সময় নিদ্রাবস্থায় বধের বিধানজ্ঞ চতুর-ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্মাবৃত-হস্তীদিগের সাহায্যে অথবা খড়্গপাণি-দ্রুতগামী-পদাতিকসৈন্যের সাহায্যে ঐ নিদ্রিত সৈন্যগণকে হত্যা করিবে ॥৬৬-৬৭॥ সূর্য্যাভিমুখ হওয়ায় অথবা প্রচণ্ড বাতাসে পড়ায় (ভালরূপে) চাহিতে পারিতেছে না এরূপ অবস্থায় উঁহাদিগকে বিনাশ করিবে। এইরূপ কূটযুদ্ধে লঘুহস্ত হইয়া শত্রুদিগকে বধ করিবে ॥৬৮॥ নীহার (কুয়াসা), অন্ধকার, অঙ্গার (কাল পরিচ্ছদ), গর্ত্ত, অগ্নি (পাঠান্তরে—পর্ব্বত), বন ও নদী—এইগুলিকে সত্র বলে। সত্র বলিতে ছদ্ম অর্থাৎ ছল বুঝায় ॥৬৯॥

( যুদ্ধে পলায়মান-ব্যক্তি প্রাণের আশায় নিরাশ হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে ফিরিলে তাহার বেগ অনার্য্য অর্থাৎ প্রচণ্ড হয়, অতএব ঐ

---

সংস্করণে নাই। কলিকাতা সংস্করণের ৫৯ শ্লোকটি ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণের ৫৯ শ্লোকের প্রথম দুই চরণ ও ৬১ শ্লোকের শেষ দুই চরণে গ্রথিত।

* এই ৬৫ শ্লোকের শেষের দুই চরণ কলিকাতা সংস্করণে নাই।

রণভঙ্গদায়ী ব্যক্তিকে পীড়া দিবে না অর্থাৎ উহার সহিত যুদ্ধ করিবে না। অল্প আয়ও অধিক ব্যয়, ইহাই ক্ষয়ের লক্ষণ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ অল্পব্যয় ও অধিক আয় ইহাই বৃদ্ধির লক্ষণ। কার্য্য বিষয়ে সমান আয় ও সমান ব্যয় ইহা নিজের স্থিতির লক্ষণ। এই দুই বিষয়ে যদি অত্যধিক মত্ততা জন্মে তাহা হইলে উহা বাণিজ্যের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়।) †

চর দ্বারা শত্রুদিগের প্রচার অবগত হইয়া অপ্রমত্ত রাজা অতিশয় সাবধানতার সহিত উৎসাহযুক্ত হইয়া যে উপায়ে শত্রুবধ করেন, শত্রুদিগের নিকট হইতেও অপ্রমত্ত রাজা ঐরূপই স্বপক্ষের নিধনের আশঙ্কা করিবেন ॥৭০॥ সর্ব্বদাই কূটযুদ্ধে শত্রু বধ করিবেন। ছলপূর্ব্বক শত্রু-বধে অধর্ম্ম হয় না। দেখা যায়, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিশ্বস্তভাবে নিদ্রিত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সুশাণিত খড়্গদ্বারা রাত্রিকালে বধ করিয়াছিল ॥৭১॥ ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে সৈন্যবলাবল-সেনাপতিপ্রচার-প্রয়াণব্যসনরক্ষা ও কূটযুদ্ধ-বিকল্প-নামক ঊনবিংশ-সর্গ ॥

---

## বিংশ-সর্গ। *

### গজ-অশ্ব-রথ-পত্তি-কর্ম্ম।

অভিযান কালে অগ্রে যাওয়া, বনে ও দুর্গে প্রবেশ, রাস্তা তৈয়ারী করা, ঘাট তৈয়ারী করা, জলে অবতরণ করা, সাঁতার দেওয়া, একাঙ্গ বিজয় (অর্থাৎ একমাত্র হস্তী দ্বারা বিজয়), অভিন্ন-পরসৈন্যের ভেদ করা, ছত্রভঙ্গ সৈন্যের সংগ্রহ করা, বিভীষিকার ধ্বংস করা, প্রাচীর ও দরজা ভাঙ্গা, [গমনকালে]ধন-

---

† বন্ধনীমধ্যস্থ এই আড়াইটি শ্লোক ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে "ধনুরেখাঙ্কিতানি ক পুস্তকে পরং দৃশ্যন্তে" এই নোট দিয়া বন্ধনীর মধ্যে লিখিত আছে। ইহা প্রকরণ সিদ্ধ নহে।

* কলিকাতা সংস্করণে ইহা ঊনবিংশ সর্গ; উহাতে বিংশসর্গ নাই।

বহন ও ভয় হইতে রক্ষা করা—এইগুলি হস্তীর কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥১-৩॥ শত্রুর চতুরঙ্গ সৈন্যের প্রতিরোধ, স্বপক্ষীয় সৈন্যের রক্ষা, পরপক্ষীয় অভেদ-যোগ্য সৈন্যের ভেদসাধন, অর্থাৎ শত্রুর ব্যূহভেদ এবং স্বপক্ষীয় ছিন্নভিন্ন সৈন্যের একত্রীকরণ—এইগুলি রথকর্ম্ম ॥৪॥ † ॥ বনপথ ও অন্যান্য চারিদিকের পথের নিরূপণ, বীবধ ও আসারের রক্ষা, পলায়মান-সৈন্যের পৃষ্ঠ-ধাবন, শীঘ্র বার্ত্তাজ্ঞানাদি কার্য্য-সম্পাদন, বিপন্ন-সৈন্যের অনুসরণ (অর্থাৎ রক্ষা করা), বিপক্ষের কোটীর অর্থাৎ সৈন্যের পার্শ্বভাগ (টীকাকার = অগ্রভাগ) ও জঘনের অর্থাৎ পৃষ্ঠ-ভাগের বধসাধন—এইগুলি অশ্বকর্ম্ম। সর্ব্বদা শস্ত্র-ধারণ করাই পদাতিক সৈন্যের কার্য্য ॥৫-৬॥ কূপ খনন, ঘাট বাঁধা, রাস্তানির্ম্মাণ, শিবির খাটান, অশ্বাদির খাদ্য-ঘাস প্রভৃতির সংগ্রহ—এইগুলি বিষ্টি নামক পদাতির কর্ম্ম ॥৭॥ জাতি ( সৈন্য মধ্যে ক্ষত্রিয়াদি, হস্তী মধ্যে ভদ্র মন্দ্রাদি দেশ-জাত, অশ্বমধ্যে বাহ্লীক কম্বোজাদি দেশ-জাত ), সত্ত্ব ( ব্যসনে ও অভ্যুদয়ে অবিকার ভাব ), উপযুক্ত বয়স, প্রাণিতা (আঘাত পাইয়াও সহসা মরে না), সুদৃঢ় শরীর, বেগবান্, তেজস্বী, শিল্প ( পদাতির অস্ত্রশিক্ষায় নৈপুণ্য, আর হস্তী-অশ্বদিগের রণশিক্ষা ), উদগ্রতা ( চওড়া বুক ), স্থৈর্য্য, সাধুবিধেয়তা ( উত্তম ব্যবহার উপযোগী ), প্রশস্তলক্ষণ এবং আচার ( পদাতির সুব্যবহার, হস্ত্যশ্বাদির সুশিক্ষা ) এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥৯॥ ইতি গজ অশ্ব রথ ও পদাতির কর্ম্ম ॥

## পত্তি-অশ্ব-রথ-গজ-ভূমি।

স্থূলস্থাণু-বল্মীক-বৃক্ষ-গুল্মযুক্ত, কণ্টকশূন্য, পলায়নের যোগ্য, অধিক উচ্চ নীচ নয়—এইরূপ ভূমি পদাতি-যুদ্ধের উপযুক্ত ॥১০॥ অল্পবৃক্ষযুক্ত, অল্প-প্রস্তরযুক্ত, শীঘ্র লম্ফ দিয়া পার হওয়া যায় এইরূপ গর্ত্তযুক্ত, স্থির অর্থাৎ খুর বসিয়া যায় না, বালি পাঁক কাঁকর শূন্য, অপসরণযোগ্য—এইরূপ ভূমি

† ইহা কলিকাতা সংস্করণে নাই।

অশ্বযুদ্ধের উপযুক্ত ॥১১॥ স্থাণুশূন্য, বালি ও কাদা শূন্য, বল্মীক ও প্রস্তর-শূন্য, সমতল, কেদার-লতা-গর্ত্ত-বৃক্ষ ও গুল্ম বর্জ্জিত, খাতশূন্য, অচষাভূমি, ঘোড়া দৌড়িবার উপযুক্ত, ঘোড়ার খুর বসে না এবং রথের চাকা বসিয়া যায় না—এইরূপ ভূমি রথযুদ্ধের উপযুক্ত ॥১২-১৩॥ (যে ভূমিতে রথ চলে তাহাই হস্তীর পক্ষে উপযুক্ত। [পাঠান্তরে—রথ, অশ্ব ও হস্তীর ভূমি সর্ব্বদাই স্থির হইবে।] এই স্থান অগম্য নয়, এইজন্য এই ভূমিকে নাগভূমি কহে)॥ * ॥ হস্তীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে এইরূপ গাছযুক্ত এবং হস্তীরা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে এইরূপ লতাযুক্ত ও পাঁকশূন্য, এবং হস্তীর পক্ষে সুগম পাহাড়যুক্ত উন্নতাবনত ভূমি—এইরূপ ভূমি হস্তীযুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া কথিত ॥১৪॥ (যে অশ্বসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে উহাদিগকে যে সৈন্য সংগ্রহ করে তাহার নাম প্রতিগ্রহ-সৈন্য। এই প্রতিগ্রহ-সৈন্যই দলপোষণের উপযুক্ত। রাজা দুইশত ধনু দূরে অর্থাৎ আটশত হস্ত দূরে প্রতিগ্রহের জন্য অবস্থান করিবেন, তিনি ভঙ্গদায়ী সৈন্যদিগকে সংগ্রহ করিবেন এবং উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে না পারিলে যুদ্ধ করিবেন না। যে ব্যূহতে রাজা নাই সেই ব্যূহ ভেদপ্রাপ্তের ন্যায় লক্ষিত হয়। অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া অপ্রতিগ্রহ অবস্থায় যুদ্ধ করিবেন না)। †। জয়ার্থী নৃপতি প্রতিগ্রহের জন্য [রণভূমি হইতে] দূরে যাইয়া অবস্থান করিবেন এবং ভঙ্গপ্রাপ্ত সৈন্যগণকে সংগ্রহ করিবেন, আর উহাদিগকে সংগ্রহ না করিয়া যুদ্ধ করিবেন না। (পাঠান্তরে—বুদ্ধিমান্ নরপতি অপ্রতিগ্রহ হইয়া অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন

---

* ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে এই শ্লোকটিকে বন্ধনীর মধ্যে ধরিয়াছে কিন্তু কলিকাতা সংস্করণে ইহা রূপান্তরে ১৩ সংখ্যক শ্লোক॥

† এই বন্ধনীর অন্তর্গত শ্লোকগুলি ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে অতিরিক্ত আছে, ইহার সহিত আরও দুইটি শ্লোক আছে, তাহাদের একটির ১৩-১৪ সংখ্যার শ্লোকের মধ্যে পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং এইগুলির মধ্যেই অন্যটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই দুইটি পুনরুক্ত হইয়াছে। এই কয়েকটি শ্লোকই মূলান্তর্গত নহে বলিয়া মূলমধ্যে বন্ধনীর মধ্যে আছে।

সৈন্যদিগকে সংগ্রহ না করিয়া যুদ্ধ করিবেন না; কিন্তু যদি যুদ্ধ করিবার আবশ্যকই হয় তাহা হইলে অধিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবেন)॥১৫॥ ইতি পত্তি-অশ্ব-রথ-গজ-ভূমি-নির্ণয় ॥

## দানকল্পনা।

কোষই সারবস্তু। অভিযান কালে ইহা গজের পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইবে এবং বিশ্বস্ত বেগগামী সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইবে। এই কোষ রাজার নিকট থাকিবে; কারণ রাজত্ব কোষের অধীন ॥১৬॥ সৈন্যগণ প্রশংসনীয়-কার্য্য করিলে রাজা তাহাতে বহুমান ও আদর দেখাইয়া যোদ্ধবর্গকে পুরস্কার দিবেন। কোন্ ব্যক্তি দাতার সপক্ষে যুদ্ধ না করে? ॥১৭॥ শত্রুরাজাকে বধ করিলে রাজা হৃষ্ট হইয়া বিজয়ী বীরকে দশলক্ষ ভার দ্রব্য দান করিবেন (পাঠান্তরে—দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দান করিবেন)। বিপক্ষের রাজপুত্রকে অথবা সেনাপতিকে বধ করিলে, উহার অর্দ্ধেক দান করিবেন ॥১৮॥ প্রধান বীরগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানকে বধ করিলে দশসহস্র (স্বর্ণ বা ভার) দান করিবেন। কুঞ্জর বা রথ ধ্বংস করিলে উহার অর্দ্ধেক দান করিবেন ॥১৯॥ অশ্ববধ করিলে সহস্র প্রদান করিবেন। পত্তিমুখ্য বধ করিলে একশত দান করিবেন। অবশিষ্ট যাহা বধ করিতে পারিবে তাহাতে মাথা পিছু বিংশতি করিয়া দিবেন। আর যুদ্ধে নিযুক্ত অন্যান্য সৈন্যগণকে মাহিনার দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন (পাঠান্তরে—উহার সহিত অতিরিক্ত কুড়িটি করিয়া গাভী দিবেন)॥২০॥ শত্রুজয় করিয়া বাহন, স্বর্ণ এবং কুপ্য যে যাহা আনিয়াছে রাজা হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাকে তাহাই দিবেন অথবা ঐ সকল বস্তুর অনুরূপ দ্রব্য দিয়া তাহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিবেন ॥২১॥ ইতি দানকল্পনা ॥

## ব্যূহবিকল্প।

পাঁচ অরত্নিতে এক ধনু [ অরত্নি বলিতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত হাত ]। যুদ্ধকালে একধনু পরিমিত স্থানে ধনুর্দ্ধারি সৈন্য থাকিবে। তিনধনু পরিমিত স্থানে অশ্বারোহী থাকিবে। পাঁচধনু পরিমিত স্থানে হস্তী সৈন্য থাকিবে।

এবং পাঁচধনু পরিমিত স্থানে রথী থাকিবে ॥২২॥ চতুর্দ্দশ-অঙ্গুল পরিমিত স্থানকে শম কহে। পদাতি সৈন্যের পরস্পরের ব্যবধান এক শম পরিমিত স্থান হইবে। অশ্বারোহীর সহিত অন্য অশ্বারোহীর ব্যবধান তিন শম পরিমিত স্থান হইবে। হস্তীসৈন্যের সহিত অন্য হস্তীসৈন্যের ব্যবধান পাঁচ শম পমিমিত স্থান হইবে এবং রথীর সহিত রথীর ব্যবধান পাঁচ শম পরিমিত স্থান হইবে ॥২৩॥ পত্তি (পদাতি), অশ্বারোহী, রথী ও হস্তীসৈন্য ইহাদিগকে যুদ্ধে এইরূপ ভাবে সাজাইবে যে যাহাতে অগ্রসর ও পশ্চাৎপদ হইতে পরস্পরের কোনরূপ বাধা না ঘটে ॥২৪॥ হস্তীর সহিত রথ, রথের সহিত অশ্ব, অশ্বের সহিত পদাতি, বা পদাতির সহিত হস্তী অথবা সকল গুলি একত্র মিশাইয়া যাওয়া, এইরূপ সঙ্কর ভাবাপন্ন না হইয়া যুদ্ধ করিবে। সঙ্কর হইলেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। যে যুদ্ধে মহাশঙ্কর উপস্থিত হয়, সেখানে মহাগজের আশ্রয় লইবে অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ সুশিক্ষিত হস্তী সকলকে যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে হস্তীদিগকে সম্মুখে রাখিয়া ঐ মিশ্রিত সৈন্যদিগকে বাছিয়া লইয়া যথা-স্থানে দাঁড় করাইয়া দিতে হইবে ॥২৫॥ এক অশ্বারোহীর প্রতিযোদ্ধা তিন জন পদাতি অর্থাৎ একজন অশ্বারোহী তিনটি পদাতির সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। একটি হস্তীর প্রতিযোদ্ধা পাঁচজন অশ্বারোহী। একটি হস্তীর প্রতিযোদ্ধা পনরটি পদাদি এবং একটি রথীর প্রতিযোদ্ধাও পনরটি পদাতি। নয়টি হস্তীতে একটি অনীক হয়। এক একটি অনীকের মধ্যে পাঁচধনু ব্যবধান থাকে। (টীকাকার মতে—একটি অশ্বারোহীর সম্মুখে তিনজন পদাতি অগ্রগামী প্রতিযোদ্ধা থাকিবে। একটি হস্তীর অগ্রে পাঁচটি অশ্বারোহী, পনরটি প্রতিযোদ্ধা পদাতি এবং পাদগোপা অর্থাৎ পাদরক্ষক বা পশ্চাৎ রক্ষক পাঁচটি অশ্বারোহী ও পনরটি পদাতি থাকিবে। অর্থাৎ ইহাতে একটি হস্তীতে যে ব্যূহ হয় তাহাই বলা হইল। রথ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ব্যূহ দুই প্রকার—শুদ্ধ ও ব্যামিশ্র। শুদ্ধ ব্যূহের এই লক্ষণ।

ব্যামিশ্র ব্যূহের কথা বলা হইতেছে। হস্তী সাজাইবার যে নিয়ম কল্পনা করা হইয়াছে, ঐ নিয়মে নয়টি হস্তী সাজাইবে ; এই নয়টি হস্তীতে একটি অনীক হয়। অর্থাৎ এক অনীকে ৪৫টি অশ্ব ও ১৩৫টি পদাতি প্রতিযোদ্ধা অগ্রে এবং ৪৫টি অশ্ব ও ১৩৫টি পদাতি পাদরক্ষক থাকিবে। অনীকের রন্ধ্র পাঁচ ধনু অর্থাৎ এক একটি অনীকের মধ্যে পাঁচধনু ব্যবধান থাকিবে, ইহাই বলা হইতেছে।) ॥২৬-২৮॥

এইরূপ অনীক স্থাপনের ব্যবস্থা অনুসারে ব্যূহস্থাপন করিবে। ব্যূহের উরঃস্থান, দুইকক্ষ ও দুই পক্ষ এই গুলির গুরুত্ব সমান ॥২৯॥ উরঃস্থল, কক্ষদ্বয়, পক্ষদ্বয়, মধ্যভাগ, পৃষ্ঠদেশ, প্রতিগ্রহস্থান, ও কোটীদেশ (পশ্চাদ্‌-ভাগের পার্শ্বদেশ) এই সাতটিকে ব্যূহশাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতগণ ব্যূহের সাতটি অঙ্গ বলিয়া থাকেন ॥৩০॥ বৃহস্পতির মতে উরঃস্থান, দুই পক্ষ ও দুই কক্ষ এবং প্রতিগ্রহ স্থান লইয়া ব্যূহ হয়। আর শুক্রাচার্য্যের মতে উরঃস্থান, দুই পক্ষ ও প্রতিগ্রহ স্থান লইয়া ব্যূহ হয় ॥৩১॥

শত্রু কর্ত্তৃক অভেদ্য, সংকুলজাত, বিশ্বস্ত, স্থিরলক্ষ্য, প্রহারে অভিজ্ঞ, এবং যুদ্ধে বিপদ্ ঘটিলে কিরূপে প্রতীকার করা যায় তদ্বিষয়ে যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এইরূপ উপযুক্ত লোককে সেনাঙ্গের পতি করিবে। [ দশটি সেনাঙ্গের অর্থাৎ দশটি সৈন্যদলের চালককে সেনাঙ্গপতি কহে। দশটি সেনাঙ্গপতির চালককে সেনাপতি কহে এবং দশটি সেনাপতির চালককে নায়ক কহে ] ॥৩২॥ এই সেনাঙ্গপতি সকল প্রবীর পুরুষগণে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে; মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবে এবং পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিবে ॥৩৩॥ অসারসৈন্য সমূহ ব্যূহের মধ্যস্থলে থাকিবে এবং যাহা কিছু যুদ্ধবস্তু তাহা ব্যূহের জঘনদেশে থাকিবে ॥৩৪॥ যুদ্ধ-কুশল মুণ্ড-অনীককে * (পাঠান্তরে—প্রচণ্ড সৈন্যদলকে) যুদ্ধে

* যে সৈন্য রাজস্থানের মধ্যে উৎপন্ন বলিয়া শত্রুর অভেদ্য ; এরূপ সৈন্যদিগকে মুণ্ডসৈন্য কহে।

নিয়োগ করিবে। নায়কই যুদ্ধের প্রাণ। নায়ক শূন্য হইলেই যুদ্ধে পরাজয় হয় ॥৩৫॥ (শ্যেনব্যূহ, [পাঠান্তরে—ধনুঃব্যূহ,] সূচী ব্যূহ, বজ্র ব্যূহ, [পাঠান্তরে—দণ্ড ব্যূহ,] শকট ব্যূহ ও মকরধ্বজ ব্যূহ, এই কয়টি ব্যূহ [পাঠান্তরে—মহাব্যূহ] শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন) † ॥

সম্মুখে পদাতি সৈন্য, তাহার পশ্চাৎ অশ্বসৈন্য, তাহার পৃষ্ঠে রথী-সৈন্য, এবং তাহার পশ্চাৎ হস্তী সৈন্য—এই ক্রমে যে ব্যূহ রচনা হয় তাহার নাম অচলব্যূহ। আর সম্মুখে হস্তী, তার পশ্চাৎ অশ্ব, তার পশ্চাৎ রথ, তার পশ্চাৎ পদাতি—এইক্রমে যে ব্যূহ রচিত হয় তাহার নাম অপ্রতিহত ব্যূহ ॥৩৬॥ উরঃস্থলে হস্তী, দুইকক্ষে প্রচণ্ড-রথ, দুইপক্ষে অশ্ব—এইক্রমে সজ্জিতব্যূহের নাম মধ্যভেদী ব্যূহ ॥৩৭॥ ‡ ॥ মধ্যদেশে অশ্বসৈন্য, দুইকক্ষে রথীসৈন্য, দুইপক্ষে গজসৈন্য—এই ক্রমে সজ্জিত ব্যূহের নাম অন্তভিৎ ব্যূহ ॥৩৮॥ রথস্থানে অর্থাৎ কক্ষে অশ্বসৈন্য সাজাইবে। অশ্ব স্থানে অর্থাৎ মধ্যদেশে পদাতি সাজাইবে [এবং দুইপক্ষে গজসৈন্য সাজাইবে]। যেখানে রথের অভাব হইবে সেইস্থানে হস্তীসৈন্য স্থাপিত হইবে। [ইহাও এক প্রকার অন্তভিৎ ব্যূহ] ॥৩৯॥ রথ, পত্তি, অশ্ব, কুঞ্জর, ইহাদিগকে বিভাগ করিয়া ব্যূহ সাজাইবে। যদি দণ্ডবাহুল্য হয় তাহাকে আবাপ কহে [পাঠান্তরে—চাপ ব্যূহ কহে], অর্থাৎ যদি সৈন্যসংখ্যা ভাগ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ঐ অধিক রথাদি সৈন্যকে তিন ভাগ করিয়া একভাগ কক্ষদেশে একভাগ পক্ষদেশে ও একভাগ উরঃপ্রদেশে স্থাপিত করিবে। ইহারই নাম আবাপ॥ (পাঠান্তরে—পত্তি, অশ্ব,) রথ ও হস্তী ইহাদিগকে ভাগ করিয়া মধ্যে স্থাপিত করিবে এবং হস্তীকে মধ্যে রাখিয়া উহাকে পত্তি অশ্ব ও রথ দিয়া ঘিরিয়া রাখিবে) ॥৪০॥ (কলিঃ সং ১৯।৩৯) ॥

---

† কলিকাতা সংস্করণে এই শ্লোকটি ১৯।৪০ শ্লোক। ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণেও ইহাকে বন্ধনীর মধ্যে ধরিয়াছে। টীকাকার হইার উল্লেখ করেন নাই॥

‡ কলিকাতা সংস্করণে এই শ্লোকটি নাই।

মনীষিগণ মণ্ডল, অসংহত, ভোগ ও দণ্ড এই চারি প্রকার প্রকৃতিব্যূহ বলিয়াছেন এবং ইহাদের ভেদ ও বলিয়াছেন (পাঠান্তরে—দেশকাল বিবেচনা করিয়া মতিমান্ ব্যক্তি এই ব্যূহের কল্পনা করিবে)। (যে সৈন্যের সংখ্যাটি অধিক হইবে, তাহা ভুজব্যূহে সন্নিবেশিত করিবে)। দণ্ডব্যূহের আকার তির্য্যগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ পক্ষস্থানে স্থিত সৈন্যগণ দণ্ডের ন্যায় ঋজুভাবেই থাকে কিন্তু দাঁড়াইবার রীতি-রেফের ন্যায় কোণা কুণি হওয়ায় তির্য্যকবৃত্তি বলা হইয়াছে। ভোগব্যূহের আকার অন্বাবৃত্তি অর্থাৎ সর্পের শরীরের ন্যায় ফণার দিক্ হইতে ক্রমে সূক্ষ্মভাব। মণ্ডল-ব্যূহের আকৃতি সর্ব্বতোবৃত্তি অর্থাৎ গোলাকার এবং অসংহত ব্যূহের আকার পৃথক্‌বৃত্তি অর্থাৎ সৈন্য সাজাইবার নিয়ম অপেক্ষায় অধিক ফাঁক্ ফাঁক্ করিয়া সৈন্য সমাবেশ করা যেন আলাদা আলাদা ক্ষুদ্রদল ॥৪১-৪২॥

প্রদর, দৃঢ়ক, অসহ্য, চাপ, চাপকুক্ষি (পাঠান্তরে—উল্টাধনু), প্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ, শ্যেন, বিজয়, সঞ্জয়, বিশালবিজয়, সূচী, স্থূণাকর্ণ, চমূমুখ, ঝষাস্য (পাঠান্তরে— সুখাখ্য), বলয়, এবং সুদুর্জ্জয়—এই সতর প্রকার দণ্ডব্যূহের ভেদ ॥৪৩-৪৪॥ পঞ্চ-অনীক-সৈন্য সাজাইবার কালে দুইটি রেখা করিবে, একটি সম্মুখে আর একটি পশ্চাতে। দুই কক্ষের দ্বারা অতিক্রান্ত অর্থাৎ সম্মুখের রেখায় দুইকক্ষ এবং পশ্চাতের রেখায় দুই প্রান্তে দুইপক্ষ ও মধ্যস্থলে উরঃ শ্রেণী থাকিবে। এই প্রকার দণ্ডব্যূহের নাম প্রদর। (১)। কক্ষ ও পক্ষের দ্বারা প্রতিক্রান্ত অর্থাৎ উরঃ সম্মুখের রেখায় এবং কক্ষ ও পক্ষ পশ্চাতের রেখায় থাকিবে। (পাঠান্তরে—একটি পক্ষের দ্বারা প্রতিক্রান্ত অর্থাৎ উরঃ ও একটি পক্ষ প্রথম রেখায় ও অন্যগুলি দ্বিতীয় রেখায়) এইরূপে সজ্জিত দণ্ডব্যূহের নাম দৃঢ়ক। (২)। দুই পক্ষের দ্বারা অতিক্রান্ত অর্থাৎ দুইপক্ষ সম্মুখের রেখায় এবং কক্ষ ও উরঃ পশ্চাতের রেখায় থাকিবে। এই দণ্ড ব্যূহের নাম অসহ্য। (৩)। এই তিনের বিপর্য্যয়ে চাপ, চাপকুক্ষি ও প্রতিষ্ঠব্যূহ হয়। অর্থাৎ দুইপক্ষ

ও উরঃ সম্মুখ রেখায় ও দুই কক্ষ পশ্চাতের রেখায় থাকিবে। ইহার নাম চাপব্যূহ। (৪)। কক্ষও পক্ষ প্রথম রেখায় ও উরঃ দ্বিতীয় রেখায় থাকিবে। ইহার নাম চাপকুক্ষিব্যূহ। (৫)। (পাঠান্তরে—উরঃ ও একটি পক্ষ দ্বিতীয় রেখায় এবং অন্যগুলি প্রথম রেখায় ইহার নাম উলটা ধনু)। *। কক্ষ ও উরঃ প্রথম রেখায় এবং পক্ষ দ্বিতীয় রেখায় থাকিবে ইহার নাম প্রতিষ্ঠ ব্যূহ। (৬) ॥৪৫॥ [এক্ষণে তিনটি রেখায় সৈন্য সমাবেশ হইতেছে] প্রথম রেখায় দুইপক্ষ; মধ্যের রেখায় দুই কক্ষও শেষ রেখায় উরঃ; এই ব্যূহের নাম সুপ্রতিষ্ঠ। (৭)। ইহার বিপরীত শ্যেনব্যূহ অর্থাৎ উরঃ প্রথম রেখায়, কক্ষ মধ্য রেখায় এবং পক্ষ শেষ রেখায় থাকিবে; ইহার নাম শ্যেনব্যূহ †। (৮)। পক্ষ স্থূণা হইলে বিজয়ব্যূহ হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় রেখায় দুই কক্ষ ও উরঃ থাকিবে এবং দুই পক্ষে দুইটি স্থূণাকর্ণ ব্যূহ থাকিবে; ইহার নাম বিজয়ব্যূহ। (৯)। [স্থূণাকর্ণ ব্যূহের কথা পরে বলা হইতেছে]। দুইটি পক্ষ ধনুর ন্যায় হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয় রেখায় উরঃ ও দুই কক্ষ থাকিবে; আর দুইটি চাপব্যূহ দুই পক্ষে থাকিবে; ইহার নাম সঞ্জয়ব্যূহ। (১০)। একটি স্থূণাকর্ণ ব্যূহের পশ্চাতে আর একটি স্থূণাকর্ণ ব্যূহ সংস্থাপিত হইলে, তাহাকে বিশালবিজয় ব্যূহ কহে। (১১)। উপরি উপরি সজ্জিত অর্থাৎ সম্মুখে একটি পক্ষ তৎপশ্চাতে একটি কক্ষ তৎপশ্চাতে বা মধ্যে উরঃ, তৎপশ্চাতে কক্ষ, তৎপশ্চাতে আর একটি পক্ষ, (অথবা উরঃ সর্ব্বশেষে থাকিবে) এইরূপ লম্বাভাবে সজ্জিত সৈন্যের নাম সূচীব্যূহ। (১২) ॥৪৬॥ যে ব্যূহের অন্তভাগ দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রথম রেখায় চারিটি পক্ষ ও উরঃ, এবং দ্বিতীয় রেখায় দুইটি কক্ষ এইরূপ সজ্জিত ব্যূহকে স্থূণাকর্ণ কহে। (১৩)।

---

* পাঠান্তরে—যে দৃঢ়কব্যূহ দেখান হইয়াছে উহারই বিপরীত উলটা ধনু বলা হইয়াছে কিন্তু দৃঢ়কের আকারের বিপরীত ঠিক উলটা ধনু হয় না সুতরাং পাঠান্তরের পাঠটী সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না।

† এই অংশ কলিকাতা সংস্করণে নাই।

অতিক্রান্ত পক্ষ হইবে অর্থাৎ আটটি পক্ষ থাকিবে, তাহার মধ্যে ছয়টি পক্ষ প্রথম রেখায়, দুইটি কক্ষ অবশিষ্ট দুইটি পক্ষ এবং উরঃ দ্বিতীয় রেখায় থাকিবে। এইরূপ সজ্জিত ব্যূহের নাম চমূমুখ। (১৪)। ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রথম রেখায় দুইটি কক্ষ দুইটি পক্ষ এবং উরঃ, আর দ্বিতীয় রেখায় ছয়টি পক্ষ থাকিবে, এইরূপ সজ্জিত ব্যূহের নাম ঝষাস্য। (১৫)। দুইটি দণ্ড ব্যূহ ( প্রদর ও চাপ ) একত্র করিয়া সাজাইবে অর্থাৎ প্রথম রেখার দুই কক্ষ, দ্বিতীয় রেখায় মধ্যে উরঃ, এবং দুই পার্শ্বে দুই পক্ষ ; আর ঠিক ইহার বিপরীতভাবে অন্য একটি দণ্ড সাজাইলে যে ব্যূহ হয়, তাহার নাম বলয় (ক)। (১৬)। চারিটি দণ্ড অর্থাৎ বিংশতি অনীক পর পর সাজাইলে যে ব্যূহ হয়, তাহার নাম সুদুর্জ্জয়। (১৭)। এই সপ্তদশটি দণ্ডব্যূহ জানিতে হইবে ॥৪৭॥

গোমূত্রিকা, অহিসারী, শকট, মকর ও পরিপতন্তিক—এই পাঁচ প্রকার ভোগব্যূহের ভেদ। গোমূত্রের রেখার ন্যায় বক্রভাবে সজ্জিত অর্থাৎ লম্বাভাবে পাশাপাশি সজ্জিত সৈন্যব্যূহের নাম গোমূত্রিকা। সর্পের আকারের অনুসারী অর্থাৎ সম্মুখের প্রথম রেখায় দুই উরঃ, দ্বিতীয় রেখায় দুইপক্ষ, এবং তৃতীয় রেখায় দুই কক্ষ ; এইরূপ সর্পকণার ন্যায় সজ্জিত ব্যূহের নাম অহিসারী। ইহার বিপরীত অর্থাৎ অগ্রভাগ সরু মধ্যভাগ বিস্তীর্ণ ও পশ্চাৎ ভাগ তদপেক্ষায় অল্পবিস্তীর্ণ এইরূপ সজ্জিত ব্যূহকে শকট-ব্যূহ কহে। মকরের আকারে সজ্জিত ব্যূহকে মকরব্যূহ কহে। যে ব্যূহে লম্বাভাবে হস্তী ও অশ্বকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাজান হয় তাহার নাম পরিপতন্তিক ব্যূহ ॥৪৮, ৪৯॥ সর্ব্বতোভদ্র ও দুর্জ্জয় ভেদে মণ্ডল-ব্যূহ দুই প্রকার। অষ্টানীক সৈন্যকে আটদিকে গোলাকারে সাজাইলে সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ হয়। এই সর্ব্বতোভদ্র-ব্যূহের যে যে স্থানে ভয় উপস্থিত হয় সেই সেই স্থানে দ্বিগুণ সৈন্য সমাবেশ করিলে এই ব্যূহের নাম দুর্জ্জয় হয় ॥৫০॥

অর্দ্ধচন্দ্রক, উদ্ধান ( পাঠান্তরে উদ্ধার ), বজ্র, কর্কটশৃঙ্গী, কাকপাদী

---

( ক ) টীকাকার বলেন—১১টি অনীকে এই ব্যূহ রচিত হয়।

ও গোধিকা এই ছয় প্রকার অসংহতব্যূহের ভেদ। অর্দ্ধচন্দ্রাদি-ব্যূহের আকারভেদ—তিন চারি বা পাঁচ অনীক-সৈন্য সজ্জিত করিতে হইবে, অর্থাৎ তিন অনীক সৈন্য লইয়া দুই পার্শ্বে দুই দল, ও মধ্যে একদল-সৈন্যকে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় সাজাইলে অর্দ্ধচন্দ্রনামক ব্যূহ হয়। তিনদল সৈন্য লইয়া উননের আকারে সাজাইলে উদ্ধান নামক ব্যূহ হয়। চারি অনীক-সৈন্য লইয়া চারিদিকে বজ্রের ন্যায় সাজাইলে বজ্র-ব্যূহ হয়। কাঁকড়া দাড়া বিস্তার করিয়া থাকিলে যেরূপ হয় সেইরূপে চারি অনীক-সৈন্য সাজাইলে কর্কটশৃঙ্গী ব্যূহ হয়। কাকের পায়ের নখ, যে ভাবে থাকে সেই আকারে পাঁচ অনীক-সৈন্য সাজাইলে কাকপাদী ব্যূহ হয়। পাঁচ অনীক সৈন্য লইয়া গোসাপের আকারে সৈন্য-সমাবেশ করিলে গোধিকাব্যূহ হয়। ব্যূহভেদ-প্রয়োগকারী-পণ্ডিতগণ এই সমুদয় ব্যূহের কথা বলিয়াছেন ॥৫১-৫২॥ প্রকারভেদে দণ্ডব্যূহ সতর রকম। ( মোটামুটি ) দণ্ডব্যূহ দুই প্রকার। অসংহত ব্যূহ ছয় প্রকার। আর ভোগব্যূহ পাঁচ প্রকার। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে ব্যূহ-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সকল ব্যূহের প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন ॥৫৩-৫৪॥ * ইতি ব্যূহভেদ কথন ॥

## প্রকাশ-যুদ্ধ।

পক্ষাদি-স্থানস্থিত একটি অনীক দ্বারা শত্রুব্যূহ ধ্বংস করিবে এবং অবশিষ্ট অনীক দ্বারা পরসৈন্যকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। অথবা উরঃস্থলস্থিত সৈন্য দ্বারা শত্রু-ব্যূহকে আক্রমণ করিয়া কোটিস্থ সৈন্য দ্বারা ঐ শত্রু-ব্যূহকে বেষ্টন করিবে ॥৫৫॥ বিজিগীষু সপ্রতিগ্রহ হইয়া পক্ষদ্বয় দ্বারা শত্রুর কোটি সম্যক্‌রূপে আক্রমণ করিবে; নিজ কোটিদ্বয় দ্বারা শত্রুর জঘনস্থ সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিয়া উরঃদ্বারা শত্রুকে প্রপীড়িত

* এখানে ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে বন্ধনীর মধ্যে একটি শ্লোকে ব্যূহগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছে। এই শ্লোকটি আবার ৩৫, ৩৬ শ্লোকের মধ্যে বন্ধনীর অন্তর্গত করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; উহাতে যে পাঁচটি ব্যূহের নাম আছে এখানে তদতিরিক্ত অষুজ-ব্যূহের নাম আছে।

করিবে ॥৫৬॥ ( পৃথিবীপতি যত্নবান্ হইয়া ব্যূহ-রচনা পূর্ব্বক ব্যূহকৃত বলদ্বারা শত্রুসৈন্যকে সযত্নে ধ্বংস করিবেন। )। *। যে স্থানে শত্রুর দুর্ব্বলসৈন্য আছে, যে স্থানে উপজাপকৃত বা অপসৃত-সৈন্যের স্থান পূরণ করিয়াছে এইরূপ ভেদপ্রাপ্ত সৈন্য আছে এবং যেখানে ক্রুদ্ধ লুব্ধ প্রভৃতি দূষ্যসৈন্য আছে, সেই স্থানে শত্রুসৈন্যদলকে ধ্বংস করিবে; আর নিজের সৈন্যদলকে পরিবর্দ্ধিত করিবে ॥৫৭॥ শত্রুর সারভূতসৈন্যকে নিজের দ্বিগুণ সারভূতসৈন্যদ্বারা পীড়িত করিবে। শত্রুর ফল্গুসৈন্যকে নিজের সারভূতসৈন্য দ্বারা পীড়া দিবে; এবং শত্রুর সংহত অর্থাৎ দুর্ভেদ্যসৈন্যকে নিজের প্রচণ্ড গজসৈন্য দ্বারা মর্দ্দিত করিবে ॥৫৮॥ শত্রুপক্ষের দুর্জ্জয়-হস্তীগণকে স্বপক্ষীয় সিংহ-বধে সক্ষম এরূপ মহাহস্তী দ্বারা অথবা নিপুণ-যোদ্ধ-পুরুষাধিষ্ঠিত-করিণী-সমূহ দ্বারা সমূলে নিহত করিবে ॥৫৯॥ যে হস্তী-সমুদয় লোহার জালের বর্ম্মায় আবৃত, সুদৃঢ়-ভাবে যাহাদের দন্তদ্বয় বাঁধান হইয়াছে, যাহারা সুশিক্ষিত, যাহারা মদমত্ত, যাহারা প্রবীণ-যোদ্ধ-পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং যাহারা প্রবল পদাতিগণ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত— এইরূপ গজেন্দ্র সমূহ দ্বারা বিপক্ষদিগের সৈন্যবধ করিবে ॥৬০॥ মদ-সত্ত্ব-গুণ-যুক্ত একটি গজরাজ শত্রুদিগের মিলিত সৈন্যকে বধ করিতে সমর্থ। ক্ষিতিপতিগণের জয়লাভ হস্তীগণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব রাজা সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে হস্তীসৈন্য রাখিবেন ॥৬১॥

ইতি কামন্দকীয় নীতিসারে গজাশ্ব-রথ-পত্তি-কর্ম্ম, পত্তি-অশ্ব-রথ-গজ-ভূমি-নির্ণয়, দান-কল্পনা, ব্যূহবিভাগ ও প্রকাশযুদ্ধ নামক বিংশ-সর্গ ॥

---

**সম্পূর্ণ**

---

* ইহা কলিকাতা সংস্করণের ১৯।৫৭ শ্লোক। কিন্তু ট্রাভাঙ্কুর সংস্করণে ইহা বন্ধনীর মধ্যে আছে; আর টীকাকার ইহার উল্লেখ করেন নাই।

# কামন্দকীয় নীতিসারের পরিশিষ্ট।

## দণ্ডব্যূহ।

ইহার ভেদ সতর প্রকার। সৈন্য সাজাইবার চিত্র :—

| দণ্ড ব্যূহ :— | — পক্ষ | — কক্ষ | — উরঃ | — কক্ষ | — পক্ষ |
|---|---|---|---|---|---|
| [ ১ ] প্রদর ব্যূহ। | | —১ কক্ষ | | — কক্ষ | |
| ( ৫ দল সৈন্য ) | — পক্ষ | | ২— উরঃ | | — পক্ষ |
| [ ২ ] দৃঢ়ক ব্যূহ। | | | ১— | | |
| ( ৫ দল সৈন্য ) | — | —২ | | — | — |
| [ ৩ ] অসহ্য ব্যূহ। | —১ | | | | — |
| ( ৫ দল সৈন্য ) | | ২— | — | — | |
| [ ৪ ] চাপ ব্যূহ। | —১ | | — | | — |
| ( ৫ দল সৈন্য ) | | ২— | | — | |
| [ ৫ ] চাপকুক্ষি ব্যূহ | — | —১ | | — | — |
| ( ৫ দল সৈন্য ) | | | ২— | | |
| [ ৬ ] প্রতিষ্ঠ ব্যূহ | | ১— | — | — | |
| ( ৫ দল সৈন্য ) | —২ | | | | — |
| [ ৭ ] সুপ্রতিষ্ঠ ব্যূহ | —১ | | | | — |
| ( ৫ দল সৈন্য ) | | —২ | | — | |
| | | | —৩ | | |
| [ ৮ ] শ্যেন ব্যূহ | | | ১— | | |
| ( ৫ দল সৈন্য ) | | ২— | | — | |
| | ৩— | | | | — |

[ ৯ ] বিজয় ব্যূহ -১ - - -- -- - --

(১৭দল সৈন্য ) ২- - --- - -

[ ১০ ] সঞ্জয় বূ্যহ ১— — — — — —
( ১৩ দল সৈন্য ) ২— — — — — — —

---

[ ১১ ] বিশাল ব্যূহ বিজয় ১— — — — —
( ১৪ দল সৈন্য ) ২— — — — —
৩— —
৪— —

---

[ ১২ ] সূচি বূ্যহ ১ ।
( ৫ দল সৈন্য ) ২ ।
৩ ।
৪ ।
৫ ।

---

[ ১৩ ] স্থূণাকর্ণ বূ্যহ ১— — — — —
( ৭ দল সৈন্য ) ২— —

---

[ ১৪ ] চমূমুখ বূ্যহ ১— — — — — —
( ১১ দল সৈন্য ) ২— — — — —

---

[ ১৫ ] ঝষাস্য বূ্যহ ১— — — — —
( ১১দল সৈন্য ) ২— — — — — —

---

[ ১৬ ] বলয় বূ্যহ ১— —
( ১০দল সৈন্য ) —২ — —
(টীকাকার মতে —৩ — —
১১ দল সৈন্য ) ৪— —

---

[ ১৭ ] সুদুর্জয় বূ্যহ —১ — —
( ২০ দল সৈন্য ) —২ — —
—৩ — —
—৪ — —
৫— —
৬— —
৭— —
৮— —

---

অন্যান্য বূ্যহগুলির নাম হইতেই সহজে আকৃতি বোঝা যায় বলিয়া, তাহাদের চিত্র প্রদর্শিত হইল না।

# সম্বকায় গ্রন্থমালা

## ১। ঋতু-সংহার

মহা কবি কালিদাসের সেই অনিন্দ্য অভিরাম রসাল ষড়্ ঋতুর বর্ণনা! প্রতি শ্লোকটির বাংলা পদ্যানুবাদ, টীকা, সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাখ্যা আছে। মনোরম কাপড়ের বাঁধাই, ঝক্‌ঝকে সোনার জলে নাম লেখা। মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা।

## ২। পুষ্পবাণ-বিলাস

কালিদাসের মধুর বৈষ্ণব তত্ত্বময় উপভোগ্য কবিতাগুলির পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

## ৩। জ্যোতিষ যোগতত্ত্ব

ইহা সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের নির্ভুল ও বিশদভাবে লিখিত ফলিত জ্যোতিষের বই। বইখানি পড়িলেই জীবনের ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান চক্ষের সম্মুখে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার সঙ্কেত-বাণীর একটি আমূল অভিধান ইহার শেষে থাকায় ইহার কার্য্যকারিতা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় ফুরাইল, শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবে। মূল্য ১॥০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

## ৪। বিধবা বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম

[ বিনা মূল্যে বিতরিত, ফুরাইয়া গিয়াছে। ]

## ৫। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা পদ্ধতি

[ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায় প্রাপ্তব্য ] মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

## ৬। উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজা-প্রয়োগ

নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে এই পুস্তকখানি অতি প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে শোভা পাওয়া উচিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

## ৭। যজুঃ সংস্কার পদ্ধতি

ইহাতে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি দশকর্ম্মের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বেদ মন্ত্রের সায়ন, মহীধর, হলায়ুধ প্রভৃতির ভাষ্য ও আগাগোড়া তাহার অনুবাদ আছে। এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতির পাঁচখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির সহিত মিলাইয়া বেদ, ব্রাহ্মণ শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি প্রভৃতি ৩০খানি গ্রন্থ সাহায্যে সম্পাদিত। ইহা দেখিয়া ক্রিয়া কর্ম্ম করিলে কার্য্য নিখুঁত ও অভ্রান্ত হইবে। মেয়েরাও ইহা পড়িয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম কি তাহা অল্পায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। কয়েক খণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে! মূল্য ১৲ মাত্র ; ডাকমাশুল পৃথক।

## ৮। দুর্গাপূজা পদ্ধতি ( কালিকা পুরাণীয় )

পাঁচখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ও বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণাদি ২০খানি প্রামাণ্য গ্রন্থ মন্থন করিয়া—এই পুস্তকখানির উৎপত্তি। পূজা বিশুদ্ধ ও অভীষ্টরূপ না হইবার কারণ যে ক্রমভঙ্গ ও মন্ত্রাদির ভ্রমসঙ্কুলতা—তাহা ইহাতে একটিও নাই। শাস্ত্রানুযায়ী নিখুঁত, বিশুদ্ধ ও বিস্তৃতভাবে পূজা করিবার পক্ষে এই পুস্তক একমাত্র বিশ্বাস্য। ছাপা ও কাগজ মনোরম, অক্ষরগুলি বড়। মূল্য ১৲ মাত্র।

## ৮। আসলে মেকী

বিধুবাবুর এই তিন অঙ্কের সামাজিক নক্সা খানি পড়িতে পড়িতে হাসি সাম্‌লান দায় হইয়া উঠে। অতি অপূর্ব্ব নীতিশিক্ষাপূর্ণ, সুন্দর গীতিমালা সম্বলিত, সখের থিয়েটারে অভিনয়ের একান্ত উপযোগী। মূল্য ।৵৹ পাঁচ আনা মাত্র।

## ১০। কামন্দকীয় নীতিসার

ভারতের ধর্ম্ম—ভারতের চিন্তা—ভারতের সমাজ, ইহার যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সেইরূপ ভারতের রাজনীতিরও মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য আছে। Politics বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার আদিগুরু আমাদের ভারতীয় ঋষিগণ। কামন্দকীয় নীতিসার একখানি হিন্দুরাজনীতি গ্রন্থ—গণপতিবাবুর দ্বারা অতি বিস্তৃত ও সুবোধ্যভাবে অনুবাদিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বোর্ডে বাঁধাই, যুদ্ধরীতি বিষয়ক নক্সা সম্বলিত বিরাট গ্রন্থ, দাম এক টাকা।